ZÚME

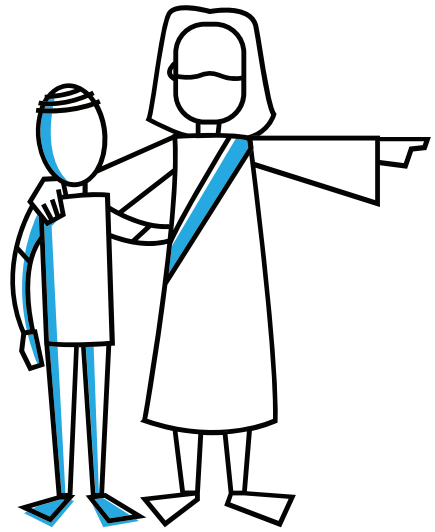

সেশন ১

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **5678**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

প্রার্থনা দিয়ে শুরু করুন। পবিত্র আত্মা ছাড়া আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং রূপান্তর সম্ভব নয়। এই অধিবেশনে আপনাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে দলবদ্ধভাবে সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই অধিবেশনে, আমরা এই ধারণাগুলি শুনব এবং আলোচনা করব:

- ঈশ্বর সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেন
- শিষ্য এবং গির্জার সহজ সংজ্ঞা
- আধ্যাত্মিক শ্বাস-প্রশ্বাস

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামগুলি যুক্ত করব:

- এস .ও .এ .পি .এস . বাইবেল পাঠ
- দায়বদ্ধতা দল

পড়ুন

(৫ মিনিট)

ঈশ্বর সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেন

জুমে ট্রেনিংয়ে স্বাগত.জুমে হলো গ্রিক শব্দ মানে ছত্রাক.

যিশু বলেছেন ঈশ্বরের রাজ্য হলো এক মহিলার মতন যিনি অল্প একটু “ছত্রাক” নিয়ে বিশাল পরিমাণ এক ময়দার ডেলার মধ্যে দিয়ে দেন.

এবং যখন উনি ময়দাতে ছত্রাক মেশান ওটা মিশতেই থাকে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ফুলে উঠছে.

যিশু আমাদের দেখিয়েছেন একজন সাধারণ মানুষ ছোট্ট একটা জিনিস নিয়েও বড় এবং কার্যকরী কিছু কাজ করতে পারেন!

আমাদের স্বপ্ন হলো যিশুর আদেশ পালন করা—সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষকে ছোট কিছুর সাহায্যে পরমেশ্বরের রাজ্যে বড় কিছু করতে সাহায্য করা!

যিশুর অন্তিম আদেশ ওনার অনুমাগিদের কাছে খুবই সাধারণ ছিল. উনি বলেন—স্বর্গ এবং মর্তের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমায় দেওয়া হয়েছে. তাই—তুমি গিয়া সমুদয় জাতীর মানুষকে শিষ্য বানাও, আর তাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে, বাপ্তিস্ম দান করো. আমার আদেশ ওদের পালন করতে শেখাও আর আমি তোমার সঙ্গে সর্বদা থাকব- এমনকি এই যুগ শেষ অবধি.

যিশুর আদেশ খুবই সহজ ছিল—শিষ্য বানাও.

আর সেটা কিভাবে করবেন সেটার নিয়মাবলীও খুবই সহজ ছিল—যেখানে যাবে সেখানেই শিষ্য বানাও.

- শিষ্য বানাও, আর তাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে, বাপ্তিস্ম দান করো.
- শিষ্য বানানো তাদেরকে আমার প্রতিটা আদেশ ভালোভাবে শিখিয়ে.

তাহলে শিষ্য বানাতে হলে কি কি করবেন?

- আমরা শিষ্য সবসময় বানাই- যেখানে যাই এবং যাওয়া মাত্রই.
- যখন কেউ যিশুর আদেশ পালন করার সিধান্ত নেয়- তার বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত.
- তাদের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে – আমাদের শিষ্যদের শেখাতে হবে কিভাবে যিশুর আদেশ পালন করে চলতে হয়.

যেহেতু ওনার এক আদেশ ছিল শিষ্য বানাও, তার মানে প্রতিটা শিষ্য যিনি যিশুকে মানেন তার শিষ্য বানানোর কথাটাও মানতে হবে.

সেইসব শিষ্যদের আরো শিষ্য বানাতে হবে. এবং নতুন শিষ্যদের আরো শিষ্য বানাতে হবে.

শিষ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি. এইভাবেই জুমে কাজ করে.

এটা ছত্রাকের মতন-ততক্ষণ ময়দা মাখতে থাকুন যতক্ষণ না ওটা ফুলে উঠছে.

যিশু যখন শিষ্য বানানোর আদেশ দেন, উনি তখন এক প্রতিশ্রুতিও দেন.

যিশু বলেন- আমি সবসময় তোমার সাথে থাকব. এই যুগের শেষ অবধি.

যিশুর প্রতিটা অনুগামীর এই প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করা উচিত যে যিশু আমাদের সঙ্গে সবসময় আছেন. কারণ উনি সত্যি আছেন!

তবে এর আরেক মানে হলো যিশুর প্রতিটা অনুগামীকে এই বাস্তবটা মানতে হবে যে যিশু চান আমরা শিষ্য বানাই. কারণ উনিও এটাই চান.

যিশু বলেছেন- স্বর্গ এবং মর্তে আমায় আধিপত্য আছে. তাই যাও আমার অনুগামী বানাও.

আমাদের যখন যিশু পাঠান যেই অধিকার নিয়ে পাঠান সেটা হলো –ওনার অধিকার.

যিশু বলেছেন তার চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব কারোর নেই. কোনো ঐতিয্যের এর বেশি ক্ষমতা নেই.

কোনো সংস্কৃতির এত ক্ষমতা নেই. পৃথিবীর কোনো আইনের এত ক্ষমতা নেই.

যিশু বলেছেন- যাও আমার শিষ্য বানাও.

আর জুমে হলো- ছত্রাকের মতন- আমরা এগিয়ে চলব এবং উন্নতি করব যতক্ষণ না কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

যীশু যদি তাঁর অনুসারীদের প্রত্যেককে তাঁর মহান আদেশ মেনে চলতে চান, তাহলে কেন আসলে এত কম সংখ্যক শিষ্য তৈরি করে?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

শিষ্য এবং গির্জা

জুমে ট্রেনিংয়ে স্বাগত. আর জুমে হলো- ছত্রাকের মতন- আমরা এগিয়ে চলব এবং উন্নতি করব যতক্ষণ না কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে.

শিষ্য আসলে কি?আর কিভাবেই বা বানানো যায়?

কিভাবে যিশুর অনুগামিকে আপনি ওনার আদেশ পালন করতে শেখাবেন? কিভাবে একজন মানুষ যে সারাজীবন পৃথিবীর বন্দীদশায় কাটিয়েছে তাকে ঈশ্বরের রাজত্বে নাগরিক বানিয়ে তুলবেন?

শিষ্য শব্দের মানে হলো অনুগামী. তাহলে একজন শিষ্য হলো ঈশ্বরের অনুগামী. যিশু বলেছেন – স্বর্গ এবং মর্তে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আমার আছে. তাই ঈশ্বরের রাজত্বে, যিশু হলেন রাজা. আমরা হলাম তার প্রজা, তার ইচ্ছে পালন করেই চলি. ওনার শখ, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, দাবি এবং মূল্য হলো সবার ওপরে এবং সেরা. ওনার কথাই হলো আইন. তাহলে রাজত্বের নিয়মটা কি? যিশু নিজের প্রজাদের কি করতে বলেছেন?

যিশু বলেছেন— ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো, আত্মা দিয়ে ভালোবাসো, ধ্যান জ্ঞান বানিয়ে নাও এবং নিজের শক্তি বানাও তাকে. যিশু বলেছেন— নিজের প্রতিবেশিকে নিজের মতন ভালোবাসো. যিশু বলেছেন পুরোনো নিয়মে ঈশ্বরের আদেশ ছিল—সব নিয়মকানন এবং সব প্রবক্তাকে –দুটো বিভাগে ভাগ করা যায়—ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং মানুষকে ভালোবাসো. যিশু বলেছেন – শিষ্য বানাও. যিশু বলেছেন – আমি যা আদেশ দিয়েছে তা ওদের পালন করতে শেখাও.

যেহেতু শিষ্য বানানোর কাজে আপনাকে যিশুর আদেশও তাকে শেখাতে হবে তাই—নতুন নিয়মে এক কথাতেই বোঝানো যাবে— শিষ্য বানাও.

শিষ্য হলো যিশুর অনুগামী যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে এবং আরো শিষ্য বানায়.

তাহলে গির্জা কি?

আপনি হয়ত ভাবেন গির্জা মানে হলো একটা বিল্ডিং- একটা স্থান যেখানে আমরা যাই. কিন্তু ঈশ্বরের কাছে গির্জা হলো একত্রিত হওয়ার স্থান- নিজের মানুষদের সাথে.

বাইবেলে গির্জা শব্দটি তিন রকম ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে—

- **সর্বজনীন গির্জা** — এতে প্রত্যেকটা মানুষ যারা ছিল আছে এবং আগামী দিনেও যিশুর অনুগামী থাকবে.
- **শহুরে বা আঞ্চলিক গির্জা** — যেসব মানুষ যিশুর অনুগামী এবং যারা পৃথিবীর একটা প্রান্তে বাস করে.
- **ঘরোয়া গির্জা** — যেসব মানুষ যিশুর অনুগামী এবং একত্রিত হয় যেখানে একাধিক মানুষ বাস করে.

এক আধ্যাত্মিক পরিবার- যিশুর অনুগামী যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে এবং শিষ্য বানায় এবং যারা একসঙ্গে স্থানীয় একজায়গায় একত্রিত হয় এই শেষ রকমের গির্জা বানাতে- ঘরোয়া গির্জা বা সাধারণ গির্জা.

যখন এরকম ছোট ছোট গির্জা একত্রিত হয়ে বড় কিছু বানায়, একসঙ্গে, তখনই কোনো শহুরে বা আঞ্চলিক গির্জা স্থাপন হয়.

এইসব ছোট ছোট গির্জা একই এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে এবং বাড়তে বাড়তে সর্বজনীন গির্জার রূপ নেয়.

এবং সেই চার্চের উচ্চারণ হয় বড় হাতের সি দিয়ে.

সাধারণ গির্জা হলো আধ্যাত্মিক পরিবার যাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো যিশু তাদের রাজা. সাধারণ গির্জা হলো আধ্যাত্মিক পরিবার যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, অন্যকে ভালবাসে এবং শিষ্য বানিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে. কিছু গির্জা বড় বড় বিল্ডিং, প্রোগ্রাম, আর্থিক ব্যবস্থা এবং কর্মী থাকে. কিন্তু সাধারণ গির্জার এসব জিনিসের প্রয়োজন পরেনা ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্য, বা অন্যকে ভালবাসতে বা শিষ্যের সংখ্যা বাড়াতে. আর যেহেতু এর চেয়ে বেশি কিছু গির্জাকে জটিল করে তোলে এবং সংখ্যা বাড়াতেও অসুবিধে হয়, তাই আমাদের ট্রেনিং বিল্ডিং, প্রোগ্রাম, আর্থিক ব্যবস্থা এবং কর্মীর ভার ছেড়ে দেয় শহুরে বা আঞ্চলিক গির্জার ওপর যা একাধিক সাধারণ গির্জা জুড়ে স্থাপন হয়েছে.

মনে রাখবেন জুমে মানে হলো ছত্রাক—একটা সহজ, এক কোষের প্রাণী যারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটায়.

জুমে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে- আমরা সেরকম ছত্রাক হয়ে উঠব- সহজ এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা. কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি করার আগে – আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে ঈশ্বর কি পুনরুত্পাদন করতে চান. তবে সংখ্যাবৃদ্ধি ভালো হলেও-সবসময় ভালো হয়না. ক্যান্সার বেড়ে চলেছে. এবং এটা মারাত্মক. তাহলে কিভাবে আমরা মৃত্যু না জীবনের উত্পাদন করব? আর কিভাবে আমরা নিশ্চিত হব যে আমরা শিষ্য বানাচ্ছি এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছি?

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- যখন আপনি একটি গির্জার কথা ভাবেন, তখন কী মনে আসে?
- এই ছবিটি এবং ভিডিওতে "সরল গির্জা" হিসাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য কী?
- আপনার মনে কোনটি সংখ্যাবৃদ্ধি করা সহজ হবে এবং কেন?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

ঈশ্বরের কথা শোনা এবং তার কথা মেনে চলা

জুমে ট্রেনিংয়ে আবার আপনাদের স্বাগত. এই অধ্যায়ে, আমরা কথা বলব ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে এবং সেটা পালন করব কি করে.

নিঃশ্বাস নেওয়াটাই জীবন. আমরা শ্বাস নি. শ্বাস ছাড়ি.জীবন.

শ্বাস নেওয়াটাই একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের রাজত্বে. সত্যি বলতে, ঈশ্বর নিজের আত্মাদের ডাকেন- “শ্বাস বলে.”

ওনার রাজত্বে, আমরা শ্বাস নি এবং ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাই. আমরা শ্বাস নি যখন ঈশ্বরের নিজ ভাষায় আমরা বাইবেলের কথা শুনতে পাই. আমরা শ্বাস নি যখন প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাই- ওনার সাথে কথাবার্তার মধ্যে. আমরা শ্বাস নি যখন ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাই ওনার নিজের সত্ত্বা থেকে- গির্জা, এবং যিশুর অনুগামীদের থেকে. আমরা শ্বাস নি যখন ঈশ্বরের কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে শুনতে পাই- অনুষ্ঠান, অভিজ্ঞতা এবং কখনো কখনো হত্যা এবং কষ্টের মধ্যেও. উনি নিজের সন্তানদের এর মধ্যে দিয়ে যেতে দেন.

ওনার রাজ্যে আমরা শ্বাস ছাড়ি যখন আমরা ওনার বাণী মত কাজ করি. নিঃশ্বাস ছাড়ি যখন ওনার আদেশ পালন করি.

কখনো কখনো নিঃশ্বাস ছেড়ে আদেশ পালন করার মানে হলো মতামত অদলবদল করা, আমাদের কথা বা আমাদের কাজের মাধ্যমে এমনকিছু করা যাতে যিশুর ইচ্ছে পূরণ হতে পারে.

কখনো কখনো নিঃশ্বাস ছেড়ে আদেশ পালন করার মানে হলো যিশু আমাদের সঙ্গে কি ভাগ করেছেন- উনি যা দিয়েছেন সেটাই অন্যকে দেওয়া – যাতে অন্যরাও ঈশ্বরের আশির্বাদ পেতে পারে যেমন ভাবে আমরা পাচ্ছি.

যিশুর অনুগামী হিসেবে-এই নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং ছাড়াটা খুব জরুরি. এটাই হলো আমাদের জীবন. যিশু বলেছেন- পুত্র একা কিছুই করতে পারেনা. ও সেটাই করে যা ও পিতাকে করতে দেখে. পিতা যা করে, পুত্রও তাই করে.

যিশু বলেছেন- আমি নিজের অধিকারে কথা বলি না. আমায় যে পিতা পাঠিয়েছেন উনি বলে দিয়েছেন কি বলতে হবে আর সেটা কিভাবে বলতে হবে.

যিশু বলেছেন যে প্রতিটা শব্দ উনি বলেছেন এবং প্রতিটা কাজ যা উনি করেছেন তা ঈশ্বরের কথা শুনেই করেছেন এবং শুধুমাত্র তার আদেশ পালন করেছেন.

নিঃশ্বাস নাও- ঈশ্বরের বাণী শোন. নিঃশ্বাস ছারো- যা শুনবে তাই মানতে হবে এবং অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে হবে.

যিশু বলেছেন ওনার অনুগামীকেও ঈশ্বরের কথা শুনতে হবে কারণ পবিত্র আত্মার জন্য- ওনার নিঃশ্বাস- এবং এই শ্বাস তাকে যে অনুসরন করবে তার মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে হবে.

যিশু বলেছেন- সহায়ক, পবিত্র আত্মা, যার কাছে পিতা আমার নাম পাঠাবে, সবকিছু শিখিয়ে দেবে এবং আমি যা যা বলেছি সেটা তোমাদের মনে করিয়ে দেবে.

নিঃশ্বাস নাও- ঈশ্বরের বাণী শোন. নিঃশ্বাস ছারো- যা শুনবে তাই মানতে হবে এবং অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে হবে.

যিশু দেখিয়েছেন কিভাবে বাঁচতে হয়.

তাহলে আমরা ঈশ্বরের বাণী শুনব কি করে? কিকরে বুঝব কি মানতে হবে?

যিশু নিজেকে বলতেন “ভালো মেষপালক”. যিশু নিজের অনুগামীদের বলেন “মেষ”. যিশু বলেছেন- আমার মেষ হলো আমার বাণী, আর আমি তাদের চিনি, তারা আমায় অনুসরন করে. যিশু বলেছেন- যারা হলো ঈশ্বরের দূত তারা ঈশ্বরের কথা শোনেন. আপনি শুনতে পাননা কারণ আপনি ঈশ্বরের দূত না.

যিশুর অনুগামী হিসেবে, আমাদেরকে তার কথা শুনতেই হবে.

- আমরা ওনার আদেশ শুনি চুপ থেকে.
- আমরা ওনার আদেশ শুনি যিশুর বাণী শুনে.
- আমরা ওনার আদেশ শুনি আমাদের চিন্তাভাবনাতে, আমাদের সামনে, আমাদের অনুভূতিতে এবং আমাদের কথাবার্তায়.
- আমরা ওনার বাণী শুনি যখন ওনার শোনা কথা আমরা খাতায় লিখে দি.

সব কথা নয়, সব ধারণা নয়, সব দৃশ্য নয় আমাদের সব অনুভূতি কখনই ঈশ্বরের বাণী হয়না. কখনো কখনো ওটা শত্রুর বাণী হয়.যিশু বলেছেন আমাদের শত্রু হলো মিথ্যেবাদী এবং মিথ্যের পিতা. যিশু বলেন আমাদের শত্রু আসে চুরি করতে মারতে ধ্বংস করতে.

কিন্তু ঈশ্বর বলেন ওনার বাণী শুনে আমরা বুঝে যাবো যে এটা ওনার বাণী অন্যের না. অভ্যেস এবং প্রার্থনার মধ্যে, আমরা ঈশ্বরের বাণী ভালোভাবে বুঝতে পারব. আমরা শিখতে পারব যে যার কথা আমরা শুনছি সেটা ঈশ্বরের বাণী না অন্য কারোর.

এবার কিছু উপায় বলব যা ঈশ্বরের বাণী চিনতে সাহায্য করবে:

- যিশু যখন কথা বলবেন- ওনার বাণী একই থাকবে ঠিক যেমনটা লেখা আছে- বাইবেলে- যা উনি আগেই বলেছেন. বাইবেলে যা লেখা আছে এবং উনি যা বলবেন দুটো কখনই আলাদা হবে না.
- যিশু যখন কথা বলবেন- ওনার বাণী আমাদেরকে একটা আশা এবং শান্তির প্রতিশ্রুতি দেবে. ওনার বাণী কখনই আমাদের হতাশ বা ভিতু বানাবে না. যিশু ভিতু হতে দেন না. যিশু ভালবাসা দিয়ে বোঝান.
- যিশুর ভাষায় রক্ত মাংসের উল্লেখ থাকবে না- দৈহিক অধর্ম এবং কলঙ্ক, অসংযম, পূজা এবং কালোজাদু, ঘৃনা এবং ঝগড়া, হিংসে এবং রাগ, নিজ স্বার্থে চলা, ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ, দলাদলি, মদ্যপ এবং চাহিদা কিছুই থাকবে না. এগুলো ঈশ্বরের বাণী হতে পারেনা.
- যিশু যখন বলবেন- ওনার বাণীতে ঈশ্বরের আত্মার মিষ্টতা থাকবে- ভালবাসা এবং আনন্দ, শান্ত এবং ধর্য্য, দয়া এবং সুব্যবহার, বিশ্বাস, সভ্য এবং নিজ নিয়ন্ত্রণ থাকবে.
- যিশু যখন কথা বলেন- ওনার বাণীতে আমরা সন্দেহ নয় আত্মবিশ্বাস পাই. আমরা নিজেদের মধ্যে একটা জ্ঞান শান্তি অনুভব করি এই ভেবে যে যা শুনছি তা আসলে হলো ঈশ্বরের বাণী. সবকিছু হয়ত একবারে নাও শুনতে পারি. আমরা হয়ত ওটুকুই শুনতে পারি যতটুকু আমাদের প্রয়োজন. কিন্তু যতটা শুনব ততটাই কার্যকরী হবে- না তো পাল্টাবে না মুছবে.

যিশুর প্রতিটা অনুগামীর জন্য সুখবর হলো যখন আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের বাণী শুনব আর যখন নিঃশ্বাস ছাড়ব তখন তার আদেশ পালন করব, অন্যের সাথে সেটা ভাগ করে নেব- তাতে ঈশ্বর আরো স্পষ্ট করে বলবেন.

ওনার নিঃশ্বাস আমাদের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হবে.

আমরা ওনার বাণী আরো ভালোভাবে শুনতে পাবো. আমরা ওনার বাণীই শুনব অন্যের নয়. আমরা ওনার কাজ এই পৃথিবীতে দেখব এবং তার সঙ্গে কাজে যোগ দেব.

আমরা নিঃশ্বাস নি. নিঃশ্বাস ছাড়ি.জীবন.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে এবং চিনতে শেখা কেন অপরিহার্য?
- প্রভুর কথা শোনা এবং তার প্রতি সাড়া দেওয়া কি আসলেই শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো? কেনই বা নয়?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

এস .ও .এ .পি .এস . বাইবেল পাঠ

যীশু বলেছেন-"যাও সমুদয় জাতীর মানুষকে শিষ্য বানাও আর তাদের পিতা ,পুত্র আর পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দান কর."

যদি যিশুর প্রত্যেক অনুগামী যিশুর প্রতিটি আদেশ পালন করতে চায়, তাহলে জানতে হবে যে যীশু কি আদেশ করেছিলেন.

মহান আজ্ঞা ও মহান সাধন হলো ইশ্বর আমাদের যা বলতে চান তার সারকথা, কিন্তু যদি কোনো আজ্ঞাকারী ইশ্বর তাদের যেমন হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন পরিপূর্ণ রূপে তা হতে চায়, তাহলে তাদের জানতে হবে ও আরো বেশিকরে পালন করতে হবে.

এস.ও.এ.পি.এস. এর আক্ষরিক অর্থ হলো

- ধর্মগ্রন্থ
- পর্যবেক্ষণ
- আবেদন
- প্রার্থনা এবং
- ভাগ করে নেওয়া

এ হলো কার্যকরী বাইবেল শিক্ষা পদ্ধতি সহজে শেখা আর মনে রাখার উপায় যা যিশুর যে কোনো শিষ্য ব্যবহার করতে পারে . প্রতিটি বিভাগ বিশদে জানা যাক

যখন বাইবেল পড়েন বা শোনেন :

- **ধর্মপুস্তক:** আজ আপনার কাছে যে বচন গুলো অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে ,লিখে রাখুন .
- **পর্যবেক্ষণ:** সেই বচনগুলি বা শাস্ত্রবচনের মূল কথা নিজের ভাষায় লিখে রাখুন আরো ভালোভাবে অর্থ বোঝার জন্যে .
- **প্রয়োগ:** ভেবে দেখুন আপনার নিজের জীবনে এই আদেশ ও আদর্শ মেনে চলার অর্থ কি .আপনাকে কি করতে হবে ?আপনাকে আলাদা ভাবে কি করতে হবে ?সব লিখে রাখুন.
- **প্রার্থনা:** এমন একটা প্রার্থনা লিখুন যা ইশ্বর কে বলে আপনি তাঁর বাণীতে কি পড়েছেন আর তাঁর আদেশ পালনের বিষয়ে কি বুঝেছেন এবং কি ভাবে তা করছেন.
- **ভাগ:** ঈশ্বর কে জিজ্ঞেস করুন আপনি যা শিখেছেন তিনি কার সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে বলেন আর কিভাবে তা করছেন.

এবার হাতে কলমে এস.ও.এ.পি.এস. করা যাক :

- **ধর্মগ্রন্থ:** বাইবেলে বলা হয়েছে – “কারণ সদাপ্রভু কহেন ,আমার সংকল্প সকল ও তোমাদের সংকল্প সকল এক নয়,এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়.” “কারণ ভূতল হইতে আকাশমন্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সংকল্প তত উচ্চ.”
- **পর্যবেক্ষণ** – মানুষ হিসেবে,আমার জ্ঞান ও কিভাবে করবো সেই জ্ঞান সীমিত. ঈশ্বর কোনো দিকেই সীমিত নন. তিনি সব দেখেন ও জানেন. তিনি সব করতে পারেন.
- **আবেদন** – যেহেতু ঈশ্বর সব জানেন আর তাঁর পথই শ্রেষ্ঠ, আমি জীবনে অনেক বেশি সফল হবো যদি কাজ করার নিজস্ব উপায়ের ওপর ভরসা না করে তাঁকে অনুসরণ করি.
- **প্রার্থনা** – হে প্রভু, জানিনা কিকরে ভালোভাবে জীবন কাটাতে হয় যা আপনাকে তুষ্ট ও অপরকে সাহায্য করে. নিজোস্ব পথে ভুল হয়ে যায়. আমার চিন্তা কষ্ট দেয়. দয়াকরে আমাকে শেখান আপনার পথ ও চিন্তাধারা.আপনার পবিত্র আত্মা যেন আমাকে পথ দেখান
- **ভাগ করে নেওয়া** – আমি এই বচন ও প্রয়োগ আমার বন্ধু, Steve এর সঙ্গে ভাগ করে নেব, ও জীবনের এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর ওকে অনেক মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে.

এস.ও.এ.পি.এস. বাইবেল অধ্যয়ন. জুম টুলকিট এর অন্যতম সহজ উপকরণ.

কার্যকলাপ

(৩০ মিনিট)

এস .ও .এ .পি .স . অনুশীলন করুন।

- মথি ৬ :৯ -১৩ ব্যবহার করে এস.ও .এ .পি .এস বাইবেল অধ্যয়নের ধরণটি ব্যবহার করে পৃথকভাবে কাজ করুন। (২০ মিনিট)
- একসাথে ফিরে আসুন এবং দুই বা তিনজনের দলে আপনার এস.ও .এ .পি .এস. ভাগ করুন। (১০ মিনিট)

শাস্ত্রঃ

একটি অথবা দুইটি পদ লিখুন যেগুলো আপনার কাছে অর্থবহ, বিশেষ করে আজকে।

পর্যবেক্ষণঃ

সেই পদগুলি অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিজের কথায় লিখুন যেন ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

প্রয়োগঃ

সেই আঞ্জাগুলি আপনার জীবনে ব্যবহার করার অর্থ কি সেই বিষয় চিন্তা করুন।

প্রার্থনাঃ

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনা লিখুন তাঁকে বলতে আপনি কি শিখেছেন ও কেমন করে তাঁর বাধ্য হবার পরিকল্পনা করছেন।

অন্যকে বলাঃ

ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি যা শিখেছেন/প্রয়োগ করেছেন তা কাকে বলবেন।

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল যে কেমন করে এস ও এ পি এস কাজ করেঃ

এস – "কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমা্র সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ।" যিশাইয় ৫৫:৮-৯

ও - মানুষ হিসাবে আমি যা জানি এবং আমি যা করতে পারি তার সীমাবদ্ধতা আছে। ঈশ্বর কিছুতেই সীমিত নন। তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি যে কোন কিছু করতে পারেন।

এ - যেহেতু ঈশ্বর সবকিছু জানেন এবং তাঁর পদ্ধতি সব থেকে ভালো, আমি জীবনে আরও বেশি সাফল্য লাভ করতে পারি যদি আমি নিজের উপর নির্ভর করে কাজ না করে তাঁকে অনুসরণ করি।

পি – প্রভু আমি জানিনা কেমন করে ভালো জীবন যাপন করব যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এবং অন্যদের সাহায্য করবে। আমার পথে ভুল হয়। আমার চিন্তা আঘাত করে। পরিবর্তে, দয়া করে তোমার পথ ও চিন্তা আমাকে শিখাও। আমি যখন তোমাকে অনুসরণ করি তখন তোমার পবিত্র আত্মা যেন আমাকে পরিচালনা করেন।

এস – আমি এই পদগুলি ও প্রয়োগগুলি আমার বন্ধু স্টিভের সঙ্গে ভাগ করব, কারণ সে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তার সঠিক দিশা প্রয়োজন।

পড়ুন

(৫ মিনিট)

দায়বদ্ধতা দল

যীশু বলেছেন –"সেইকারনে যাকে অনেক দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে প্রচুর চাওয়া হবে, আর যার কাছে, অনেক অনেক গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তার কাছ থেকে অনেক চ্ছেয়ে নেওয়া হবে."

যীশু দযিত্ব এর বিষয়ে অনেক কাহিনী শুনিয়েছেন আর আমাদের বলেছেন কিভাবে আমাদের কাজ ও কথার দযিত্ব আমাদের নিজেদের.

যীশু এখন আমাদের এ কথা বলছেন যাতে আমরা ভবিষ্যতে তৈরী থাকি. আর যেহেতু একদিন তাঁর কাছে আমাদের হিসেব দিতে হবে তাই একে অপরের প্রতি দযিত্ব পালনের অভ্যেস এখন থেকেই করা ভালো.

জবাবদিহি দল তৈরী করা হয় ২ বা ৩ জনকে নিয়ে আর তারা একি লিঙ্গের মানে – ছেলে – ছেলে, মেয়ে – মেয়ে – যারা সপ্তাহে একদিন দেখা করে আলোচনা করতে, যে কোন কাজগুলো ঠিক হচ্ছে আর কোন ক্ষেত্রে সংশোধন প্রয়োজন.

যীশুর প্রত্যেক অনুগামীকে জবাবদিহি করতে হবে, তাই যীশুর প্রত্যেক অনুগামিকে অন্যের প্রতি দযিত্ব পরায়ন হওয়া অভ্যেস করতে হবে.

জবাবদিহি দল Zúme Toolkit এর আরেকটি সহজ উপকরণ.

কার্যকলাপ

(২৫ মিনিট)

দায়িত্বশীলতা দলগুলি অনুশীলন করুন

- একই লিঙ্গের দুই বা তিনজন ব্যক্তির দলে ভাগ হয়ে যান।
- পরবর্তী ২০ মিনিট একসাথে জবাবদিহিতার প্রশ্নাবলী নিয়ে কাজ করুন।

1. ঈশ্বরকে আপনি কেমন করে কাজ করতে দেখেছেন?
2. আপনার কাজ এবং কথার মাধ্যমে আপনি কি এই সপ্তাহে যীশু খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্যস্বরূপ হয়েছেন?
3. আপনি কাছে প্রলোভন দায়ক যৌন বিষয় কি প্রকাশ পেয়েছে অথবা আপনার মনে কি অনুপযুক্ত যৌন চিন্তা এসেছে?
4. আপনি কি আপনার অর্থে ঈশ্বরের অধিকার স্বীকার করেছেন?
5. আপনি কি কিছুতে লোভ করেছেন?
6. আপনার কথা দ্বারা আপনি কি কারো মর্যাদাহানি অথবা অনুভূতিতে আঘাত করেছেন?
7. আপনি কি আপনার কথায়, কাজে অথবা ক্ষতিকারক কিছুতে অশথ হয়েছেন?
8. আপনি কি আপনার ব্যবহারে আসক্তি (অথবা অলসতা অথবা নিয়মশৃঙ্খলাবিহীনতা) প্রকাশ করেছেন?
9. আপনি কি কাপড়, বন্ধুবান্ধব, কাজ অথবা আমিত্বের ক্রীতদাস হয়েছেন?
10. আপনি কি কাউকে ক্ষমা করতে ভুলে গেছেন?

11. আপনি কোন চিন্তা অথবা উদ্বেগের সম্মুখীন হয়েছেন?
12. আপনি কি অভিযোগ অথবা বচসা করেছেন?
13. আপনি কি এক ধন্যবাদের হৃদয় বজায় রেখেছেন?
14. আপনার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আপনি কি সম্মান দেখিয়েছেন, সহানুভূতিশীল এবং উদার হয়েছেন?
15. চিন্তায়, কথায় ও কাজে আপনি কি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং কি ভাবে আপনি তাতে সাড়া দিয়েছেন?
16. আপনি কি অন্যদের পরিচর্যা অথবা আশীর্বাদ করার সুযোগ নিয়েছেন, বিশেষ করে বিশ্বাসীদের?
17. আপনি কি প্রার্থনার নির্দিষ্ট উত্তর দেখেছেন?

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে শোনা ধারণাগুলি:

- ঈশ্বর সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেন
- শিষ্য এবং গির্জার সহজ সংজ্ঞা
- আধ্যাত্মিক শ্বাস-প্রশ্বাস

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- এস .ও .এ .পি .এস . বাইবেল পাঠ
- দায়বদ্ধতা দল

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

এখন থেকে আপনার পরবর্তী সভার মধ্যে এস .ও .এ .পি .এস . বাইবেল পাঠ অনুশীলন শুরু করুন। মথি ৫-৭ পদের উপর মনোযোগ দিন, দিনে অন্তত একবার এটি পড়ুন। এস .ও .এ .পি .এ��� . ফর্ম্যাট ব্যবহার করে একটি দৈনিক পত্রিকা রাখুন।

ভাগ করুন

একজন দায়বদ্ধ সঙ্গী (একই লিঙ্গের) খুঁজে বের করুন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাদের সাথে দেখা শুরু করুন।

ZÚME

সেশন ২

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **2468**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

দলের কারও কি এমন নির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে যা তারা চাইবে যে দলটি সেটির জন্য প্রার্থনা করুক, তা জিজ্ঞাসা করুন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি তাঁর বাক্যে তাঁর লোকেদের প্রার্থনা শোনার এবং কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে আপনার সময় একসাথে পরিচালনা করার জন্য বলুন।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- উৎপাদক নয় ভোক্তা

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামগুলি যুক্ত করব:

- প্রার্থনা চক্র
- ১০০ জনের তালিকা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

উৎপাদক নয় ভোক্তা

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব কি করে যিশুর অনুগামিকে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে নিছক ক্রেতা না বানিয়ে উত্পাদক বানাতে পারি.

ওনার নিঁখুত পরিকল্পনায় ঈশ্বর আমাদের বানিয়েছেন ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে– উত্পাদন করতে এবং ভোগ করতে, সৃষ্টি করতে এবং ব্যবহার করতে, দান করতে আবার ভরে নিতে যাতে আমরা আবার দান করতে পারি. কিন্তু, আমাদের ভাঙ্গা পৃথিবীতে, মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে, আর বহু মানুষ জীবন কাটিয়ে দিয়েছে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে দুরে সরিয়ে রেখে. ওরা শেখে কিন্তু শিক্ষা ভাগ করে না. ওদের জ্ঞান প্রচুর কিন্তু সেটা অন্যকে দেয়না. ওরা ভোগ করে কিন্তু উত্পাদন করেনা.

আমরা যদি শিষ্য বানাই যাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে, তাহলে তাদেরকে আমাদের বোঝাতে হবে কিভাবে তারা উত্পাদক হতে পারে শুধুমাত্র ক্রেতা নয়.

দেখুন কিভাবে--চারটে দিয়ে বিষয়টা বোঝান. ঈশ্বর ওনার লিখিত বাণীর সাহায্য নেন- যেটা আমরা পরে থাকি বাইবেলে - আমাদের আধ্যাত্মিক দিকটা উন্নতি করতে.

প্রতিটা শিষ্যকে এই বাইবেল পরে সেটা নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে হবে. হাজার হাজার বছর ধরে এবং বিভিন্ন লেখকের মাধ্যমে, ঈশ্বর নিজের বাণী শুনিয়েছেন বিশ্বাসী অনুগামীদের যারা সেটা শুনে বাকিদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন. পবিত্র বইতে আছে ঈশ্বরের গল্প, ওনার পরিকল্পা, ওনার মনের ইচ্ছে, ওনার পদ্ধতি.

আগের অধ্যায়ে, আপনি শিখেছেন দুটো সাধারণ উপায়- সোপস বাইবেল পরা এবং একাউন্টেবিলিটি দল. আগামী অধ্যায়ে আমরা আরেক সাধারণ উপায়ের ব্যাপার জানব-৩/৩ দল. এই তিনটে উপায় একসঙ্গে কাজ করে যাতে নতুন অনুগামী শিখতে পারে, এবং ঈশ্বরের বলা বাণী কাজে লাগাতে পারে. ওরা শেখার জন্য শিখবে না ঈশ্বরের বাণী অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ও শিখবে.

ঈশ্বর নিজের দেওয়া বাণীও ব্যবহার করেছেন- যা আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে শুনতে পাই- যাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় আমাদের. প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা এবং তার কথা শোনা. প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানতে পারি এবং তার ইচ্ছে তার বাসনা তার কথা বুঝতে পারি. প্রার্থনা আমাদের অন্যকে সাহায্য করতে সাহায্য করে, আমাদের এমনভাবে শেখাতে সাহায্য করবে যাতে আমরা কোনো ব্যাক্তি বা একদল মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছেটা বোঝাতে পারি.

দুটো সাধারণ উপায়- হেটে প্রার্থনা এবং প্রার্থনার ঘটনাচক্র অনুগামীদের ব্যেক্তিগত প্রার্থনামূলক জীবন বানিয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং অন্যকে সাহায্য করার উপায় বলে দেয়. এইসব উপায় প্রার্থনা করার অভ্যেস বানিয়ে তোলে বিশ্বকে আধ্যাত্মিক চোখ দিয়ে দেখা বন্ধ না করেই পরিবর্তে যা দেখছি সেটাকেই বিশ্বাস করতে শেখায়.

একনাগাড়ে ব্যবহার করলে, এটা যিশুর অনুগামীদের সাহায্য করে নিজেদের প্রার্থনার ক্ষমতা বাড়াতে এবং ঈশ্বরের বাণী ভালোভাবে শুনতে এবং সেটা অন্যের সাথে ভাগ করতে.

ঈশ্বর নিজের অনুগামীদের ব্যবহার করেন- যেটাকে আমরা বলে থাকি গির্জা বা যিশুর অনুগামী- যাতে আমরা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নতি করি. অনুগামীদের একত্রিত হওয়া মানেই আমরা একসূত্রে আবদ্ধ. ঈশ্বরের বাণীতে বলা আছে যে যিশুর মধ্যে- আমরা হলাম একই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, এবং একে অপরের সঙ্গে যুক্ত. এক কথায়, আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গেই যুক্ত না- আমরা একে অপরের সঙ্গেও যুক্ত. ঈশ্বর বলেছেন একে অপরের কাছে সমর্পণ করো. একে অপরকে সাহায্য করো. আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা ক্ষমতা আছে এবং আলাদা দুর্বলতা. ঈশ্বর চান আমরা আমাদের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যেন অন্যের দুর্বলতা দূর করি. এবং অন্যরাও যেন আমাদের দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করে এবং যেটা করার ক্ষমতা উনি সবাইকে দিয়েছেন.

ঈশ্বর বলেছেন উনি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ক্ষমতা দিয়েছেন; তাই সেটা একে অপরকে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে, অন্যের সাথে ঈশ্বরের আশির্বাদ ভাগ করে নিতে হবে. সাধারণ জিনিস যেমন ৩/৩র দল, একাউন্টেবিলিটি দল আর বন্ধুদের ভুল শুধরে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা একে অপরকে ভালবাসতে শেখাই এবং ভালো কাজ করতে মানে আমরা যে শুধু ঈশ্বরের আদেশ পালন করছি তাই না সেটা অন্যের সগেও ভাগ করে নিচ্ছি.

ঈশ্বর মৃত্যু এবং কষ্ট ও দেন - বলিদান এবং দুঃখ যা আমরা ভোগ করি যিশুর হয়ে- তা আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বাড়িয়ে তোলে. যখন মানুষ আমাদের ছোট করে এবং কষ্ট দেয় যেহেতু আমরা যিশুকে মেনে চলি, বা যখন খারাপ কিছু হয় যিশুকে ভালোবেসে তার কথা শুনে চলার পরে, ঈশ্বর সবই দুঃখ কষ্ট কাজে লাগায় আমাদের চরিত্র আরো সুগঠিত করতে এবং নিজেদেরকে যিশুর মত বানিয়ে তুলতে. উনি আমাদের চরিত্র গঠন করেন, আমাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে তোলেন, চালনা করতে সাহায্য করেন এবং অন্যদের সাহায্য করতে সহায়তা করেন যারা কষ্ট পাচ্ছে- আর

এইসবের মাধ্যমেই উনি নিজের রূপটা আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরেন যারা আমাদের দেখে যারা আমাদের কষ্ট দেখে তাদের কাছে. ঈশ্বর বলেন যিশুর অনুগামী হিসেবে আমাদের দুঃখ কষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকা চাই.

যিশু বলেছেন- ঈশ্বর আশির্বাদ দেবেন যখন অন্যরা অপমান করবে, খারাপ ব্যবহার করবে, এবং যখন বাজে কিছু ভোগ করবে. খুশিতে থাকো আনন্দে থাকো! তাহলে স্বর্গে গিয়ে অনেক বড় পুরস্কার পাবে. মানুষ এই একই আচরণ করেছিল বহু বছর আগে প্রবক্তার সাথে.

সাধারণ উপায় যেমন ৩/৩র দল, একাউন্টেবিলিটি দল যিশুর অনুগামীদের নিজেদের দুঃখ কষ্ট এবং যন্ত্রণা অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করে.

এইসব দল শিষ্যদের শেখায় যে ঈশ্বর বলেছেন আমাদের দুঃখ কষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখে আমাদের সেগুলোর সম্মুখীন হয়ে লড়তে হবে খারাপ সময় এলেও.

বাইবেলের লেখা. প্রার্থনা. শারীরিক জীবন. মৃত্যু এবং কষ্ট. এই সবকিছুর মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের তার যোগ্য পুত্র বানিয়ে তোলেন মানে যিশু.

সাধারণ পদ্ধতি আমাদের শুধুমাত্র ক্রেতা বানিয়ে রাখেনা যা আমরা ঈশ্বরের থেকে পাই এই পদ্ধতি আমাদের সেই পাওয়াটা সবার সঙ্গে ভাগ করতে সাহায্য করে.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- উপরে বর্ণিত চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে (প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য ইত্যাদি), আপনি এখন কোনটি অনুশীলন করেচলেছেন ?
- কোনটি সম্পর্কে আপনি অনিশ্চিত বোধ করেন?
- অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কতটা প্রস্তুত বোধ করেন?

পড়ুন

প্রার্থনা চক্র

যীশু প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন প্রার্থনার উদ্দেশ্য, অভ্যেস ও অঙ্গীকারের বিষয়ে.

যীশু বলেছেন – “যাঁচা করো, তাহাহিলে তোমাকে দেওয়া যাইবে, খোঁজো, তাহাহিলে তুমি পাইবে, কড়া নাড়, তাহাহিলে তোমার জন্যে দ্বার খোলা হইবে. কারণ যে কেহ যাঁচা করে সে পায়. যে খোজে সে পায়, আর যে কড়া নাড়ে তার জন্যে দরজা খুলে যায়.”

যীশু তাঁর অনুগামীদের শিখিয়েছেন যে প্রার্থনার অর্থ, মানুষের প্রসংসা, হর্ষধ্বনি বা করতালির জন্যে বার বার গুরু গম্বীর স্বরে উচ্চারণ করা নয়.

যীশু আমাদের দেখিয়েছেন যে প্রার্থনার ক্ষমতা আছে কারণ তা সরাসরি আমাদের স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে কথোপকথন, যিনি আমাদের ভালবাসেন. যেকোনো ভালো কথোপকথনের মতো, ভালো প্রার্থনা মানেও দু পক্ষই যেন শুনতে ও বলতে পারে কিন্তু এই ব্রমহান্ড সৃষ্টিকর্তা ইশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভয় করে. তারপর তাঁর উত্তর শোনা – অনেকের কাছেই খুবই ভীতিজনক মনে হয়.

সুখবর হলো ভালো করে প্রার্থনা করা মানে –ভাল ও গভীর কথোপকথন ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি আমাদের ভালবাসেন – শুধু সম্ভবই নয় – ইশ্বরও ঠিক এটাই চান.

কিন্তু যখন প্রার্থনা মনে হয় যেন নতুন ভাষা শেখা –কিকরে আরো ভালো হবেন? উত্তর খুব সোজা – অভ্যেস করুন. প্রার্থনা চক্র, প্রার্থনার অভ্যেস করার একটি সহজ উপকরণ যেটা আপনি নিজে ব্যবহার করতে ও অন্য অনুগামীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন.

শুধুমাত্র ১২ টি সহজ ধাপ –প্রতিটি ৫ মিনিটের - প্রার্থনা চক্র আপনাকে বাইবেলে শেখানো ১২ টি প্রার্থনা পদ্ধতি অনুসরণে সাহায্য করে. সব মিলিয়ে, আপনি এক ঘন্টা প্রার্থনা করেন .বাইবেলে আমাদের বলা হয় –"অবিরাম প্রার্থনা করো" আমরা অনেকেই সেটা করতে পারি না. কিন্তু এই এক ঘন্টা প্রার্থনার পর – আপনি আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবেন.

প্রার্থনা চক্র -Zume Toolkit এর আরেকটি সহজ উপকরণ.

কার্যকলাপ

(৬০ মিনিট)

প্রার্থনা চক্র

- এক ঘন্টার জন্য পৃথকভাবে প্রার্থনা চক্রটি প্রার্থনা করুন
- দলটির ফিরে আসার এবং পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করুন। প্রার্থনা করার জন্য একটি শান্ত জায়গা খুঁজে পেতে এবং দলে ফিরে আসার জন্য প্রত্যেকের জন্য আরও কিছু অতিরিক্ত মিনিট যোগ করতে ভুলবেন না।

কেবল মাত্র ১২টি সাধারণ ধাপে – প্রতিটি ৫ মিনিট করে – এই প্রার্থনা চক্র আমাদের বারোটি পদ্ধতি প্রদর্শন করে যা বাইবেল আমাদের শেখায়। সব শেষে, আপনি এক ঘণ্টা প্রার্থনা করে ফেলেছেন।

শংসাঃ সদাপ্রভুর প্রশংসা করে আপনার প্রার্থনার ঘণ্টা শুরু করুন। এখন আপনার মনে যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলি নিয়ে প্রশংসা করুন। প্রশংসা করুন। গত সপ্তাহে একটি বিশেষ বিষয় যা তিনি আপনার জীবনে করেছেন সেটি উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করুন। আপনার পরিবারে তাঁর মঙ্গলতার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন।

অপেক্ষাঃ সদাপ্রভুর সঙ্গে সময় ব্যয় করুন। নিরব থাকুন এবং তাঁকে আপনার প্রতিচ্ছবি একত্র করতে দিন।

পাপ-স্বীকারঃ আপনার জীবন এমন কিছু আছে যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে সে বিষয়ে পবিত্র আত্মাকে বলুন আপনাকে দেখিয়ে দিতে। যে সকল আচরণ যা অনুচিত, এমন কি কোন নির্দিষ্ট কাজ যে বিষয় আপনি এখনও প্রার্থনায় স্বীকার করেন নি সেগুলিকে তাঁকে দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করুন। এখন সেই বিষয় সকল সদাপ্রভুর কাছে স্বীকার করুন যেন আপনি পরিষ্কৃত হতে পারেন।

বাক্য পাঠ করুনঃ গীতসংহিতা, ভাববাদীদের পুস্তক এবং নতুন নিয়মে প্রার্থনা সম্পর্কিত অংশগুলি পড়ে সময় কাটান।

জিজ্ঞাসা করুনঃ আপনার হয়ে অনুরোধ করুন।

মধ্যস্থতাঃ অন্যের হয়ে অনুরোধ করুন।

বাক্য প্রার্থনা করুনঃ নির্দিষ্ট অংশ প্রার্থনা করুন। শাস্ত্রীয় প্রার্থনা এমনকি বেশ কিছু গীতসংহিতা আছে যেগুলি এই উদ্দেশ্যে সহায়ক হয়।

ধন্যবাদঃ আপনার জীবনের বিষয়, আপনার পরিবারের হয়ে, এবং মণ্ডলীর হয়ে সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দিন।

গানঃ প্রশংসা অথবা আরাধনা অথবা ধর্মীয় গান।

ধ্যানঃ সদাপ্রভুকে বলুন আপনার সঙ্গে কথা বলতে। কলম ও কাগজ প্রস্তুত রাখুন যেন তিনি যে অনুভূতি দেন তা লিখে নিতে পারেন।

শুনুনঃ আপনি যা পড়েছেন, যে বিষয় প্রার্থনা করেছেন, যে গান গেয়েছেন সেগুলিকে সময় নিয়ে একত্র করুন এবং দেখুন সদাপ্রভু সেগুলি কেমন করে একসঙ্গে এনে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

প্রশংসাঃ যে সময়টা আপনি সদাপ্রভুর সঙ্গে কাটিয়েছেন এবং যে বিষয় তিনি আপনাকে জানিয়েছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। তাঁর ঐশ্বর্যময় গুণাবলির জন্য তাঁর প্রশংসা করুন।

ডিক ইস্টম্যানের বই "দ্য আওয়ার দ্যাট চেঞ্জেস দ্য ওয়ার্ল্ড © ২০০২" থেকে, ডিক ইস্টম্যান, চজেন বুকস, গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, এমআই, অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত।

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- এক ঘন্টা প্রার্থনায় কাটানোর প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া কী?
- আপনার কেমন লাগছে?
- আপনি কি কিছু শিখেছেন বা শুনেছেন?
- এই ধরণের প্রার্থনাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করলে জীবন কেমন হত?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

১০০ জনের তালিকা

যীশু বলেছেন – “যাও ও শিষ্য বানাও...” আর তাঁর অনুগামীরা ঠিক তাই করে.

তারা নিজেদের পরিবারের কাছে যায়. তাদের বন্ধুদের কাছে যায়. শহরে পরিচিতদের কাছে যায়. যাদের সঙ্গে কাজ করেছে তাদের কাছে যায়. তারা গিয়েছিল.

যীশু বলেছেন, “যাও” আর তারা পালন করে.

আর ঈশ্বরের পরিবার বৃদ্ধি পায়. ঈশ্বর আমাদের সম্পর্ক দিয়েছেন আমাদের কাজ শুধু “যাও ও শিষ্য বানাও.” এরা হলো আমাদের পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী আর সহপাঠি – যাদের আমরা সারা জীবন ধরে চিনি, যাদের সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে.

ঈশ্বর ইতিমধ্যে আমাদের জীবনে যাদের দিয়েছেন তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম ধাপ. আর এটা শুরু করা যায় তালিকা তৈরীর মত সহজ কাজের মাধ্যমে.

১০০ জনের তালিকা Zume Toolkit এর একটি সহজ উপকরণ যা শিষ্য সংখ্যা বহুগুন করে.

কার্যকলাপ

(৩০ মিনিট)

১০০ জনের নিজস্ব তালিকা তৈরি করুন

- আপনার দলের প্রত্যেককে পরবর্তী ৩০ মিনিট সময় নিয়ে তাদের নিজস্ব সম্পর্কের তালিকা পূরণ করতে বলুন। যতটা সম্ভব তালিকাভুক্ত করুন।
- তারপ�� ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে আপনার সেরা বোধগম্যতা চিহ্নিত করুন: শিষ্য, অবিশ্বাসী, অথবা অজানা।

1 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

2 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

3 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

4 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

5 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

6 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

7 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

8 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

9 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

10 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

11 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

12 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

13 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

14 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

15 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

16 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

17 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

18 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

19 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

20 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

21 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

22 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

23 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

24 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

25 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

26 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

27 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

28 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

29 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

30 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

31 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

32 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

33 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

34 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

35 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

36 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

37 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

38 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

39 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

40 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

41 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

42 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

43 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

44 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

45 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

46 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

47 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

48 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

49 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

50 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

51 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

52 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

53 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

54 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

55 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

56 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

57 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

58 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

59 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

60 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

61 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

62 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

63 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

64 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

65 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

66 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

67 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

68 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

69 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

70 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

71 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

72 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

73 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

74 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

75 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

76 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

77 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

78 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

79 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

80 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

81 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

82 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

83 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

84 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

85 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

86 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

87 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

88 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

89 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

90 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

91 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

92 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

93 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

94 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

95 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

96 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

97 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

98 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

99 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

100 _____
□ শিষ্য □ অবিশ্বাসী □ অজানা

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে শোনা ধারণাগুলি:

- উৎপাদক নয় ভোক্তা

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- প্রার্থনা চক্র
- ১০০ জনের তালিকা

পরবর্তী ধাপ

মান্য করুন

এই সপ্তাহে আপনার ১০০ জনের তালিকা থেকে পাঁচজন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করে সময় কাটান যাদেরকে আপনি "অবিশ্বাসী" বা "অজানা" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন যেন তিনি তাদের হৃদয়কে তাঁর গল্পের জন্য উন্মুক্ত করেন।

ভাগ করুন

ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি কার সাথে ১০০ জনের তালিকা ভাগ করে নিতে চান। যাওয়ার আগে এই ব্যক্তির নাম দলের সাথে শেয়ার করুন এবং পরবর্তী সেশনের আগে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

সেশন ৩

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **6543**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

গত সেশনে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতার জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর পবিত্র আত্মাকে আপনার সময় একসাথে পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- আধ্যাত্মিক অর্থনীতি

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামগুলি যুক্ত করব:

- সুসমাচার
- বাপ্তিস্ম

পড়ুন

(৫ মিনিট)

আধ্যাত্মিক অর্থনীতি

জুমে ট্রেনিংয়ে আবারও আপনাদের স্বাগত.আজকের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক অর্থনীতির ব্যাপারে.এই খন্ডিত বিশ্বে, মানুষ আনন্দ পায় যখন কিছু নেয়, যখন কিছু পায় এবং আশেপাশের মানুষের থেকে যখন বেশি কিছু পায়.

ওনার বাণীতে, ঈশ্বর নিজের মানুষদের বলেছেন – আমার চিন্তাভাবনা তোমাদের চিন্তাভাবনা না, আর তোমাদের পদ্ধতি আমার পদ্ধতি না. ঈশ্বর দেখিয়েছেন ওনার রাজ্যে আমরা যে অর্থ পাই সেটাই পুরস্কার না – যেটা দিয়ে দি সেটা পুরস্কার. ঈশ্বর বলেছেন – আমি তোমাদের রক্ষা করব আর তোমরা আশির্বাদ পাবে. যিশু বলেছেন – পাওয়ার চাইতে দান করাটা শ্রেয়. ঈশ্বর যা দিচ্ছেন সেটা অন্যকে

দেওয়া এবং তার আশির্বাদ ভাগ করে নেওয়াই হলো আধ্যাত্মিক জীবনের ভীত যা আমরা আগে শিখেছি. আমরা শ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের বাণী শুনি. শ্বাস যখন ছাড়ি তখন তার আদেশ পালন করি যা শুনি সেটা ভাগ করে নিয়ে.

যখন আমরা আস্থা রেখে ওনার আদেশ পালন করি তখন ঈশ্বর আরো খুশি ভাগ করার প্রতিশ্রুতি দেন. যিশু বলেছেন- যার ওপর সামান্য বিশ্বাস করা যায় তার ওপর অনেক বেশিও বিশ্বাস করা যায়.

নিজেকে ভালোভাবে জানার পথ এটা, আরো গভীরে এবং ঈশ্বরের তৈরী এই প্রাচুর্য্যময় জীবন ভোগ করা. এইভাবে চললে আমরা ঈশ্বরের আমাদের জন্য তৈরী ভালো জীবন যাপন করতে পারব. আমরা যদি ঈশ্বরের সেরা উপহার নিতে চাই তাহলে আমাদের দুটো জিনিস করতে হবে যা উনি আমাদের আশির্বাদ দেবে বলেছেন.

আমাদের —

- আদেশ মেনে ভাগ করতে হবে.
- শিখে শেখাতে হবে.
- অভ্যেস করে পরেরজনকে দিতে হবে.

-সবকিছু যা ঈশ্বর আমাদের করতে বলেছেন.

যদি আমরা চাই অন্যরাও ঈশ্বরের সেরা উপহার পাক, তাহলে ওদেরকেও দেখাতে হবে কিভাবে কাজটা করা যায়. একজন শিষ্য হিসেবে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে অন্যকেও শিষ্য বানানো.

- আমরা হলাম অনুগামী এবং নেতা.
- আমরা হলাম ছাত্র এবং শিক্ষক.
- আমরা আশির্বাদ পাই আবার আশির্বাদ দি.

ঈশ্বর চাননা আমরা যেন কোনকিছু না জেনেই ওনার আদেশ পালন করি এবং অন্যকে শেখাই. সেই দিন কোনদিন আসবে না. ঈশ্বর চাননা আমরা সংখ্যাবৃদ্ধি না করেই নিজেদের পরিপক্ক বলে মনে করি.

তারপর উনি চান এই একই পদ্ধতি যেন আমরা অন্যকেও শেখাই. এর মানেই তো হলো মেনে নিয়ে ভাগ করা যা উনি আমাদের করতে বলেছেন. এইভাবেই বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতা আসে. উনি চান আমরা সঠিকভাবে যেন সংখ্যাবৃদ্ধি করি. ঈশ্বর চান আমরা যেটা জানি যেটা শুনেছি সেটাই যেন অন্যের সাথে ভাগ করে নি.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক অর্থনীতি এবং আমাদের পার্থিব কাজ সম্পন্ন করার পদ্ধতির মধ্যে আপনি কী পার্থক্য দেখতে পান?

যীশু বলেছিলেন, “পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর আসলে তোমরা শক্তি পাবে। আর তোমরা আমার সাক্ষী হবে, সর্বত্র আমার বিষয়ে লোকদের কাছে প্রচার করবে—জেরুজালেমে, সমগ্র যিহূদিয়ায়, শমরিয়ায়, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত।”

ঈশ্বরের গল্প বলার (যাকে সুসমাচারও বলা হয়) কোন "সর্বোত্তম উপায়" নেই, কারণ সর্বোত্তম উপায় নির্ভর করবে আপনি কার সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন তার উপর। প্রতিটি শিষ্যের উচিত ঈশ্বরের গল্প এমনভাবে বলা শেখা যা শাস্ত্রের সাথে সত্য এবং তারা যাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছে তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- ঈশ্বরের "সাক্ষী" হওয়ার এবং তাঁর গল্প বলার আদেশ শুনলে আপনার মনে কী আসে?
- আপনার কি মনে হয় যীশু তাঁর সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার জন্য অন্য কোনও উপায়ের পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন?
- ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নিতে আপনার কী সুবিধা হবে?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

সুসমাচার

আজকের অধ্যায়ে, আমরা শিখব কিভাবে ঈশ্বরের গল্প ভাগ করা যায়- নতুন বাইবেল- সৃষ্টি থেকে বিচার, মানবজাতির সৃষ্টি থেকে এই যুগের সমাপ্তি অবধি. ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নেওয়ার অনেক উপায় আছে.

সেরা উপায় হলো কার সাথে সেটা ভাগ করছেন এবং বিশ্বের প্রতি তাদের ধারণা এবং তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা.

যারা মন ভাগ করে নিতে চান ঈশ্বর তাদের ব্যবহার করেন যে শুনতে চান তাকে শোনাতে.

এটা ওনার কাজ. উনি আমাদের এতে যোগ দিতে বলছেন.

ঈশ্বরের গল্প ভাগ করার একটা উপায় হলো বলা কি হয়েছিল ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকে বিচার এবং এই যুগের শেষে. যখন আমরা ঈশ্বরের গল্প এইভাবে বলি, তখন সেটা বড় বা ছোট করতে পারি, বিস্তারে বলতে পারি বা সংক্ষেপে কিন্তু যাকে বলছি তার সংস্কৃতির সঙ্গে যেন মিল থাকে. ঈশ্বরের গল্প বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে, আপনি হাত দিয়েও বোঝাতে পারেন যাতে আরো ভালো এবং তাড়াতাড়ি মানুষ বুঝতে পারে.

এইহলো ঈশ্বরের গল্প সুন্দর সংবাদের গল্প-

শুরুতে, ঈশ্বর এই পুরো বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং এর সবকিছুই. উনি প্রথম পুরুষ এবং প্রথম মহিলার সৃষ্টি করেন. তাদেরকে সুন্দর এক বাগানে থাকতে দেন. উনি তাদের নিজের পরিবারের সদস্য বানান এবং তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন. উনি এদের সৃষ্টি করেন আমৃত্যু থাকার জন্য. মৃত্যু বলে

কোনো শব্দই ছিল না. এমনকি এই যথাযথ স্থানেও, মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায় এবং পাপ আর কষ্ট নিয়ে আসে এই পৃথিবীতে. ঈশ্বর মানুষের এই বাগান নষ্ট করে দেয়. মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়. এবার মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে.

কয়েকশ বছর ধরে, ঈশ্বর পৃথিবীতে দূত পাঠাতে থাকেন. যারা মানুষকে নিজেদের পাপের কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু এও বলে ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখতে যে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পরিত্রাতা আসবেই.

সেই পরিত্রাতা মানুষ এবং ঈশ্বরের গভীর সম্পর্কটা পুনর্স্থাপন করবে. পরিত্রাতা মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে. সে অমরত্ব নিয়ে আসবে এবং মানুষকে রক্ষা করবে.

ঈশ্বর আমাদের এতটা ভালবাসেন যে সঠিক সময় আসলে, সে নিজের পুত্রকে পাঠাবে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে. যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র. তার জন্ম হয় পৃথিবীতে কুমারীর কোলে. সে যথার্ত জীবনযাপন করে. কোনো পাপ করেনা.

যিশু ঈশ্বরের কথা মানুষকে শেখায়. সে অনেক চমত্কার কাজ করে ঈশ্বরের শক্তি বোঝাতে. অনেক দুষ্টকে দমন করে. অনেককে সুস্থ করে তোলে. অন্ধকে দৃষ্টি দান করে. বধিরকে শ্রবণশক্তি এনে দেয়. পঙ্গুকে হাটিয়ে দেয়. এমনকি মৃত ব্যাক্তিকেও বাঁচিয়ে দেয়. বহু ধার্মিক নেতা ভয় পেয়ে যায় এবং যিশুর ওপর হিংসে করে. তাকে মেরে ফেলতে চায়.

যেহেতু সে কোনদিন পাপ করেনি, তাই তাকে মরতেও হয়না. কিন্তু সে মৃত্যু বেছে নেয় আমাদের জন্য বলিদান দিতে. ওনার কষ্টকর মৃত্যু মানবজাতির পাপকে মুছে দেয়. এইসবের পর যিশুর সমাধি দেওয়া হয়. ঈশ্বর দেখেন যিশু কত বড় বলিদান দিয়েছে এবং সেটা উনি মেনে নেন. এবং সেটা মেনে নিয়েই উনি যিশুকে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে আবার বাঁচিয়ে তোলেন.

ঈশ্বর বলেন যদি আমরা বিশ্বাস করি যে যিশু নিজের জীবনের বলিদান দিয়েছে আমাদের পাপমুক্ত করতে—যদি পাপের পথ ছেড়ে যিশুকে অনুসরন করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের পাপমুক্ত করে দেবেন এবং তাঁর পরিবারে আমার আমাদের নিয়ে নেবেন.

ঈশ্বর পবিত্র আত্মাকে পাঠান আমাদের মধ্যে থাকতে এবং যিশুকে অনুসরন করা শেখাতে. আমরা বাপ্তিস্ম নি এই পুনর্স্থাপিত সম্পর্ক দেখাতে. মৃত্যুর প্রতিক হিসেবে আমাদের জলে চোবানো হয়. নতুন জীবনের প্রতিক হিসেবে আমাদের জল থেকে তোলা হয় যিশুকে অনুসরন করার জন্য. যিশু যখন মৃত্যু থেকে ওঠেন, উনি পৃথিবীতে ৪০ দিন কাটান.

যিশু নিজের অনুগামীদের বলেন সর্বত্র এই সুখবর ছড়িয়ে দিতে যে উনি আবার ফিরে এসেছেন. যিশু বলেন- তুমি গিয়া সমুদয় জাতীর মানুষকে শিষ্য বানাও , আর তাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে, বাপ্তিস্ম দান করো. আমি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকব- এমনকি এই যুগের শেষ পর্যন্ত.

তারপর যিশুকে তাদের চোখের সামনে স্বর্গে নিয়ে নেওয়া হয়. একদিন, যিশু যেভাবে ছেড়ে গেলেন ঠিক একইভাবে ফেরত আসবেন. উনি শ্বাস্তি দেবেন তাদেরকে যারা তাকে ভালোবাসে নি এবং কথা শোনেনি. যারা তাকে ভালোবেসেছে তাদের ভালবাসা দেবেন এবং আজীবন পুরস্কৃত করবেন. আমরা আজীবন ওনার সঙ্গে থাকব এক নতুন স্বর্গে এবং নতুন পৃথিবীতে.

আমি বিশ্বাস করি এবং মানি যিশুর বলিদান যা উনি আমার পাপমুক্ত করতে দিয়েছেন. উনি আমায় পরিষ্কার পরেছেন এবং ঈশ্বরের পরিবার স্থান দিয়েছেন. উনি আমায় ভালবাসেন, আমি তাকে ভালোবাসি এবং আজীবন ওনার রাজত্বে আমি ওনাকে ভালোবাসব.

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং চান আমরা ওনার উপহার নি. আপনিও কি সেটা করতে চান?

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- এই গল্প থেকে আপনি মানবজাতি সম্পর্কে কী শিখলেন?
- ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি কী শিখলেন?
- আপনার কি মনে হয় এই ধরণের গল্প বলে ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নেওয়া সহজ না কঠিন হবে?

কার্যকলাপ

(৪৫ মিনিট)

সুসমাচার ভাগ করে নিন

- দুই বা তিনজনের দলে ভাগ হয়ে যান।
- পালাক্রমে একে অপরকে সুসমাচার বলুন।

ঈশ্বরের গল্প: সৃষ্টি থেকে বিচারের ধরণ পর্যন্ত

“আদিতে, ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবী এবং তার মধ্যে সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন।

তিনি প্রথম পুরুষ এবং প্রথম নারী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাদের একটি সুন্দর বাগানে রেখেছিলেন। তিনি তাদের তাঁর পরিবারের অংশ করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

তিনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন যেন চিরকাল বাঁচে। সেখানে মৃত্যু বলে কিছু ছিল না। “এইরকম নিখুঁত জায়গায়, মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং পৃথিবীতে পাপ ও ক্লেশ নিয়ে এলো। ঈশ্বর মানুষকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। এখন মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। “অনেক শত বছর ধরে, ঈশ্বর পৃথিবীতে বার্তাবাহকদের পাঠাতে লাগলেন। তারা মানুষকে তাদের পাপের বিষয় স্মরণ করিয়েছিলেন কিন্তু আবার তাদের ঈশ্বরের বিশ্বস্থতা ও প্রতিজ্ঞার কথা বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবীতে একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন।

সেই ত্রাণকর্তা ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবেন। ত্রাণকর্তা মানুষকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করবেন। ত্রাণকর্তা অনন্ত জীবন দেবেন এবং চিরদিন মানুষের সঙ্গে থাকবেন। “ঈশ্বর আমাদের এত ভালোবাসেন যে সঠিক সময়ে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে আমাদের ত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

“যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তিনি এক কুমারীর মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। তিনি এক নিখুঁত জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি কখনও পাপ করেন নি। যীশু মানুষকে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি অজস্র আশ্চর্য কাজ করে তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ভূত ছাড়িয়েছিলেন। তিনি মানুষকে সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি কালাকে শুনবার শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি খঞ্জকে হাটিয়েছিলেন। এমনকি যীশু মৃতকে বাঁচিয়েছিলেন।” অনেক ধর্মীয় নেতা যীশুকে ভয় করত এবং আতঙ্কিত ছিল।"

তারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। যেহেতু তিনি কখনও পাপ করেন নি, যীশুর মরার কথা ছিল না।

কিন্তু তিনি আমাদের সকলের জন্য বলিদান হয়ে নিজে মৃত্যু মনোনীত করলেন। তাঁর বেদনাদায়ক মৃত্যু মানব জাতির সমস্ত পাপ আচ্ছাদন করেছিল। এর পরে, যীশুকে কবর দেওয়া হয়েছিল। "ঈশ্বর যীশুর বলিদান দেখে তা গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর স্বীকৃতি দেখিয়েছিলেন যীশুকে তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্যে থেকে তুলে।

ঈশ্বর বলেছেন যে যদি আমরা আমাদের পাপের জন্য যীশুর বলিদান বিশ্বাস করি এবং গ্রহণ করি -- যদি আমরা আমাদের পাপ থেকে সরে যাই এবং যীশুকে অনুসরণ করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ করেন এবং তাঁর পরিবারে আমাদের গ্রহণ করেন ।

ঈশ্বর পবিত্র আত্মাকে আমাদের ভিতরে বাস করার জন্য এবং যীশুকে অনুসরণ করার জন্য প্রেরণ করেন। এই পুনরুদ্ধারিত সম্পর্ক প্রদর্শন এবং সিলমোহর করার জন্য আমরা জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি।

মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে আমাদের জলের নীচে সমাহিত করা হয়। নতুন জীবনের প্রতীক হিসেবে আমাদের যীশুকে অনুসরণ করার জন্য জল থেকে উত্থিত করা হয়।

"যীশু যখন মৃত্যু থেকে উঠেছিলেন, তিনি ৪০ দিন পৃথিবীতে ছিলেন।

যীশু তাঁর অনুগামীদের শিখিয়েছিলেন যেন তারা সব জায়গায় যায় এবং তাঁর পরিত্রাণের সুসমাচার পৃথিবীর সকলকে বলে। "যীশু বলেছিলেন – তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

তারপর তাদের চোখের সামনে যীশুকে স্বর্গে তুলে নিয়েছিলেন। "এক দিন, যীশু আবার আসবেন যেমন তিনি গিয়েছিলেন। যারা তাঁকে ভালোবাসে না এবং বাধ্য হয় না তাদের তিনি চিরদিন শাস্তি দেবেন। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে এবং বাধ্য হয়েছে তাদের তিনি গ্রহণ করবেন এবং চিরদিন পুরস্কার দেবেন। তাঁর সঙ্গে আমরা নতুন স্বর্গে ও নতুন পৃথিবীতে চিরদিন বাস করব।

"যীশু যে বলিদান আমার পাপের জন্য করেছেন তা আমি বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে পরিষ্কার করে ঈশ্বরের পরিবারে পুনঃস্থাপন করেছেন। তিনি আমাকে ভালোবাসেন, ও আমি তাঁকে ভালোবাসি এবং তাঁর রাজ্যে চিরদিনের জন্য তাঁর সঙ্গে বাস করব। "ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন এবং তিনি চান যেন আপনিও এই উপহার গ্রহণ করেন। আপনি কি এখনই তা করতে চান?

যতক্ষণ না আপনি গল্পটি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সুসমাচারের এই উপস্থাপনাটি নিজে নিজে অনুশীলন করুন।

পড়ুন

(৫ মিনিট)

বাপ্তিস্ম

যীশু বলেছেন – "যাও আর সমস্ত জাতীর মানুষকে শিষ্য বানাও,আর তাদের পিতা ও পুত্র আর পবিত্র আত্মার নাম বাপ্তিস্ম দান করো." বাপ্তিস্ম দান-করার মূল ভাষায় অর্থ হলো ভেজানো বা ডোবানো – যেমন যখন কাপড় রং করা হয় তখন তাকে রঙ্গে ডোবানো হয় আর বার করার পড় রং বদলে যায়.

বাপ্তিস্ম আমাদের নতুন জীবনের ছবি, যীশুর প্রতিচ্ছবিতে ডোবানো, ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী রূপে রুপান্তরিত. এ হলো পাপের কাছে আমাদের মৃত্যুর চিত্র, ঠিক যেমন যীশু আমাদের পাপের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন. আমাদের পুরাতন জীবনের কবর, ঠিক যেমন যীশুকে কবর দেওয়া হয় .খ্রিস্টে এক নব জীবন লাভ, ঠিক যেমন জীবন পুনুরুজ্জীবিত হয়ে আজও রয়েছেন.

যদি আগে কাউকে বাপ্তিস্ম না দিয়ে থাকেন ,হয়তো ভয় হতে পারে, কিন্তু হওয়া উচিত না. এর কয়েকটি সহজ ধাপ আছে. স্থির জলের খোঁজ করুন,এতটা গভীর যেন হয় যে নতুন শিষ্যটি ডুব দিতে পারে. সেটা পুকুর, নদী, ঝিল বা সমুদ্রও হতে পারে. বা কোনো বাথ ট্যাব বা এমন কিছু যেখানে জল জমা করা যায়.

শিষ্যটি কে আপনার একটা হাত ধরতে দিন আর অন্য হাত দিয়ে তার পেছনে অবলম্বন দিন.

তাদের সিদ্ধান্ত তারা বুঝেছে কিনা নিশ্চিত হতে এইরকম দুটো প্রশ্ন করুন.

- "তুমি কি যীশু খ্রিষ্ট কে সদাপ্রভু ও পরিত্রাতা রূপে গ্রহণ করেছো?"
- "তুমি কি বাকি জীবন তাঁকে তোমার রাজার মত সেবা করবে ও আজ্ঞাবহ হবে?"

যদি দুটোরই উত্তর হয় "হ্যা", তাহলে এই কথা বলুন:

- "যেহেতু তুমি প্রভু যীশুর প্রতি নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করেছো, তাই আমি তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দান করছি."

তাদের জলে নামতে সাহায্য করুন ,তারপর পুরোপুরি ডুব দিয়ে উঠে আসতে দিন.

আপনি বাপ্তিস্ম দান করলেন যিশুর এক নতুন শিষ্যকে – স্বর্গের নতুন অধিবাসীকে – পরমেশ্বরের এক নতুন সন্তানকে. এখন উদযাপন/আনন্দ করার সময়!

বাপ্তিস্ম – যীশুর তাঁর অনুগামীদের দেওয়া প্রথম দীক্ষাদানের উত্সব আর Zume Toolkit এর এক ভিত্তি.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- আপনি কি কখনও কাউকে বাপ্তিস্ম দিয়েছেন?
- আপনি কি এটি বিবেচনা করবেন?
- যদি মহান আজ্ঞা যীশুর প্রতিটি অনুসারীর জন্য হয়, তাহলে কি তার মানে হল প্রতিটি অনুসারী অন্যদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার অনুমতি পাবে? কেন বা কেন নয়?

গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক - আপনি কি বাপ্তিস্ম নিয়েছেন?

যদি না হয়, তাহলে আমরা আপনাকে এই প্রশিক্ষণের আরও একটি অধিবেশনের আগে এটি পরিকল্পনা করার জন্য উৎসাহিত করছি। যীশুকে "হ্যাঁ" বলার সময় এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে অংশ নিতে আপনার দলকে আমন্ত্রণ জানান।

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে শোনা ধারণাগুলি:

- আধ্যাত্মিক অর্থনীতি

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- সুসমাচার
- বাপ্তিস্ম

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কাকে চান যাতে আপনি "সৃষ্টি থেকে বিচার" গল্পটি ব্যবহার করতে পারেন (অথবা ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নেওয়ার অন্য কোনও উপায়)। যাওয়ার আগে এই ব্যক্তির নাম দলটির সাথে শেয়ার করুন।

ভাগ করুন

এই সপ্তাহে ঈশ্বরের গল্প অনুশীলন করার জন্য সময় ব্যয় করুন, এবং তারপর আপনার 100 জনের তালিকা থেকে অন্তত একজন ব্যক্তির সাথে এটি শেয়ার করুন যাদের আপনি “অবিশ্বাসী” বা “অজানা” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্মারক - আপনার দল পরবর্তী সেশনে প্রভুর ভোজ উদযাপন করবে। সরবরাহ (রুটি এবং ওয়াইন / রস) মনে রাখবেন।

ZÚME

সেশন ৪

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **8764**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান যে তিনি আমাদের তাঁর সুসমাচার অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনার দলের প্রতিটি সদস্যকে খ্রীষ্টের মন দেন – এবং প্রত্যেককে তাঁর আত্মায় পূর্ণ করেন।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই অধিবেশনে, আমরা এই ধারণাগুলি শুনব এবং আলোচনা করব:

- সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি
- হাঁসের বাচ্চা শিষ্যত্ব
- রাজ্য কোথায় নেই তা দেখার চোখ

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামগুলি যুক্ত করব:

- তিন মিনিটের সাক্ষ্য
- প্রভুর ভোজ

পড়ুন

(৫ মিনিট)

তিন মিনিটের সাক্ষ্য

যীশু তাঁর অনুগামীদের বলেছেন – “তোমরা এই সবের সাক্ষী.” যীশুর অনুগামী হিসেবে আমরাও সাক্ষী –সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের জীবনে যীশুর প্রভাবের. ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কাহিনী হলো আপনার সাক্ষ্য. প্রত্যেকের জীবনে গল্প আছে. নিজেরটা বলার অভ্যেস করার এক সুযোগ.

দু একজন অনুগামীর সঙ্গে অভ্যেস করুন আর তারপর ১০০ জনের তালিকা থেকে ৫টা নাম বেছে নিন. “অখ্রিষ্টান” বা “অজানা ধার্মিক স্থিতি “এই দুই. শ্রেনীর লোকই বেছে নেবেন. নিজের সাক্ষ্যদানের অভ্যেস করুন – যীশু কে নিয়ে আপনার কাহিনী – আপনার তালিকা থেকে বেছে নেওয়া ৫ জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে অভ্যেস করুন. ৫জনের প্রত্যেকের মতো করে কাহিনীকে আকার দেবার অভ্যেস করুন. আপনাকে আপনার কাহিনীকে ৩ মিনিটের মধ্যে ছোট করে বলার ক্ষমতা তৈরী করতে হবে.

আপনার কাহিনীকে আকার দেবার অনেক উপায় আছে ,কিন্তু এমন কিছু উপায় আছে যা আমরা অন্যের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে দেখেছি : আপনি সহজ ভাষায় বলতে পারেন যে কেন যীশুর অনুগামী হয়েছেন. একজন নতুন বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এতে ভালো কাজ হয় আপনি আপনার "আগে" ও "পরে"র কাহিনী বলতে পারেন –যীশুকে জানার আগে আপনার জীবন কেমন ছিল আর এখন আপনার জীবন কিরকম. সরল ও প্রভাবশালী.

আপনি আপনার "সঙ্গে" ও "বিনা"র কাহিনী বলতে পারেন –"যীশুর সঙ্গে" আপনার জীবন কেমন আর "যীশু বিনা "জীবন কেমন হয়ে যাবে. আপনার কাহিনীর এই রূপ কার্যকরী হবে যদি আপনি অল্প বয়েস থেকে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন.

আপনার বলা শেষ হলে, আপনার সঙ্গে যে অভ্যেস করছে তাকে বলার সুযোগ দিন. পর পর দুজনে বলতে থাকুন যতক্ষণ না ৫ টাই বলা শেষ হচ্ছে. এর চেয়েও বেশি প্রভাবিত করতে চান?

নিজের কাহিনী বলার সময়, খুব উপকার হবে যদি মনে করেন এটি তিন ভাগের একটি প্রক্রিয়ার অংশ.

- **তাদের কাহিনী** – যার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তাকে তার আধাত্মিক অনুভবের কথা জিজ্ঞেস করুন.
- **আপনার কাহিনী** – এবার তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরী আপনার সাক্ষ্যদান শোনান.
- **পরমেশ্বরের কাহিনী** – সবশেষে এমন ভাবে পরমেশ্বরের কাহিনী বলুন যেন তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও র সঙ্গে তার সাযুজ্য থাকে.

আর যদি ভবেন কিভাবে শুরু করবেন –সহজ ভাবে বলুন.

শুধু বলুন যে কেন আপনি যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন. ঈশ্বর আপনার কাহিনীর মাধ্যমে জীবন বদলে দিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন – কেবলমাত্র আপনিই যাকে এই কাহিনী বলতে হবে. [আপনাকেই এই কাহিনী বলতে হবে]

আপনার ৩ মিনিটের সখ্যাদান, Zume Toolkit এর আরেকটি সহজ উপকরণ.

কার্যকলাপ

(৩০ মিনিট)

আপনার সাক্ষ্য ভাগ করে নেওয়ার অনুশীলন করুন

- আপনি আপনার গল্প লেখার চেষ্টা করুন এবং সেটির সময়কাল মাত্র তিন মিনিটের রাখুন। (১০ মিনিট)
- দুই থেকে তিনজনের দলে ভাগ করে ভাগ করে নেওয়ার অনুশীলন করুন। (২০ মিনিট)

তিনটি মৌলিক ধরণের সাক্ষ্য

কিছু পদ্ধতি দেওয়া হল যেগুলি আমরা দেখেছি বেশ কার্যকর:

- একটি সাধারণ বিবৃতি – আপনি একটি সাধারণ বিবৃতি দিয়ে বলতে পারেন যে কেন আপনি যীশুর অনুগামী হয়েছেন। এটি একজন নতুন অনুগামীর ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে।

- আগে এবং পরে – আপনি “আগে” এবং “পরে”-র গল্প বলতে পারেন – যীশুকে জানার আগে আপনার জীবন কেমন ছিল এবং যীশুকে জানার পরে এখন আপনার জীবন কেমন হয়েছে। সাধারণ এবং শক্তিশালী।
- সঙ্গে এবং ছাড়া – আপনি “সঙ্গে” এবং “ছাড়া”-র গল্প বলতে পারেন – “যীশুর সঙ্গে” আপনার জীবন কেমন আছে এবং “যীশুকে ছাড়া” আপনার জীবন কেমন হতে পারত। এই গল্প বলার পদ্ধতি বেশ কার্যকর যদি আপনি কম বয়সে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন।

আপনার সাক্ষ্য ভাগ করে নেওয়ার তিনটি অংশ

আপনার গল্প বলার সময়, যদি আপনি মনে করেন যে এটি তিনটি অংশের পদ্ধতির মধ্যে একটি তাহলে এটি সহায়ক হবে:

- তাদের গল্প – যে ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তাদের নিজেদের আত্মিক যাত্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করুন।
- আপনার গল্প – তারপর তাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে আপনার সাক্ষ্য বলুন।
- ঈশ্বরের গল্প – অবশেষে ঈশ্বরের গল্প এমনভাবে বলুন যেন সেটি তাদের জাগতিক অভিমত, মূল্যবোধ এবং অগ্রাধিকারকে যুক্ত করে।

আপনার সাক্ষ্য অনেক বড় হওয়ার অথবা প্রভাবিত করার জন্য বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন নেই। বরং, আপনার গল্প ৩ মিনিটের হোক যেন প্রশ্ন এবং গভীর আলচনার জন্য সময় থাকে। আপনি যদি চিন্তিত হন যে কেমন করে শুরু করবেন – এটি সাধারণ রাখুন। জীবন পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বর আপনার গল্প ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন – আপনিই সে যাকে বলতে হবে।

পড়ুন

(৫ মিনিট)

মহান – বৃহত্তর – সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ

এই অধ্যায়ে, আমরা কথা বলব ঈশ্বরের উদারতা, মহত্বতা এবং সর্বপরি তাঁর আশির্বাদ নিয়ে আর কিভাবে সেটা অন্যের সাথে ভাগ করে নেবেন.যখন কেউ যিশুকে অনুসরন করে, কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন সঠিক পথে চলতে? কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন ঈশ্বরের রাজ্যে উত্পাদক হয়ে উঠতে ক্রেতা নয়? কিভাবে তাদের সহায্য করবেন ঈশ্বর যা যা আশির্বাদ দিতে চান তা নিতে?

আমি শুরু করছি এটা বলা দিয়ে...

- যিশুকে অনুসরন করা হলো আশির্বাদ.
- অন্যকে যিশুর অনুগামী বানিয়ে তোলাটাও এক আশির্বাদ.
- এক নতুন আধ্যাত্মিক পরিবার শুরু করাটাও এক আশির্বাদ.
- অন্যকে এক নতুন আধ্যাত্মিক পরিবার শুরু করায় সাহায্য করাটা সবচেয়ে বড় আশির্বাদ.

আপনি যিশুকে অনুসরন করবেন ঠিক করেছেন তাই ঈশ্বর আশির্বাদ করবেন. আমি চাই আপনারা ঈশ্বরের আশির্বাদ পান, তার উদারতা মহত্বতা ভোগ করুন.আর সেটা কিভাবে পাবেন?

বেশি জানতে চাইলে আমি বলি ১০০ জন চেনা মানুষের নাম লিখতে. তারপর আমি বলি তার থেকে ৫ জনকে বেছে নিতে - ৫ জন যারা যিশুকে জানেনা - ৫ জন যাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বলা যাবে.

যিশুকে অনুসরন করাটা একটা আশির্বাদ. আর কার সঙ্গে এই আশির্বাদ ভাগ করতে চান?

আমি শেখাই তাদের সাক্ষ্য ভাগ করে নিতে - গল্প যা বলে ঈশ্বর তাদের জীবনে কি করছেন. আমি বলি নতুন বাইবেল ভাগ করে নিতে - গল্প যা বলে ঈশ্বর জগতের জন্য কি করছেন. আমি শেখাই কিভাবে ঈশ্বরের উদারতা মহত্বতা এবং সর্বপরি আশির্বাদ ভাগ করে নেওয়া যায়.

আমি বলি তাদেরকে এই সবকিছু বেছে নেওয়া ৫ জনের সাথে এক একবারে ভাগ করে নিতে. প্রথমে তাদের গল্প. তারপর ঈশ্বরের গল্প. তারপর ঈশ্বরের আশির্বাদ. প্রতিবার, আমি হই ৫ জনের মধ্যে একজন. প্রতিবার যখন তারা গল্প ভাগ করে. তারা ঈশ্বরের গল্প বলে. ওরা আমাকেও যিশুর অনুগামী হওয়ার জন্য ডাকে. ওরা শেখায় ঈশ্বরের উদারতা মহত্বতা এবং সর্বপরি আশির্বাদ. প্রতিবার, আমি ওদের প্রশ্ন করি বা কোনো উক্তি করি যা আমার মনে হয় সে বলতে পারে. অভ্যেসের পর, আমি ওদের আবার দেখা করতে বলি-সম্ভব হলে মাত্র দুদিন পরে- দেখার জন্য ভাগ করে নেওয়াটা কেমন চলছে.

আমি ওদের যথেষ্ট সময় দিতে চাই যাতে দলের ৫ জনের সথে দেখা করতে পারে তবে এতটাও নয় যে যা শিখবে তা ভুলে যাবে.

আমি সবসময় ফোন নাম্বার email address বা যোগাযোগ রাখার মত কিছু নিয়ে নি. আমি ওদের সাথেই প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর ওদের সঠিক কথাই শোনাবেন যা ওরা আমার সঙ্গে ভাগ করবে.

দুদিন পর, আমরা আবার দেখা করি এবং কথাবলি ভাগ করে নেওয়া কেমন চলছে.

যদি ভাগ না করে তাহলে আমি ওদের সাথে আরো অভ্যেস করি. আমি বলি ৫ জনের মধ্যে যেকোনো একজনের কাছে যেতে যে খালি আছে. ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি তাই করি. কিন্তু আমি নতুন কথা বলব না. আমি ওদের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে চাই যে যা শিখেছে তা যেন কাজে লাগাতে পারে.

যদি তারা না করে বা বাহানা দেয়, তখন আমি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করি এটা কি "ভালো মাটি" যাতে সুফল হবে ওনার রাজত্বে নাকি আমায় অন্য জায়গায় সময় দিতে হবে.

ওরা ভাগ করলে. আমরা আনন্দ করি!

এমনকি ওই তালিকায় যদি কেউ বিশ্বাস নাও করে, আমি খুশি হই এইভেবে ওরা শুনেছে মেনেছে এবং ভাগ করেছে. এটাই ভরসা. আর যেহেতু কিছু ক্ষেত্রেই ভরসা রেখেছে, তাই আমি আরো ভাগ করব.

আমি বাপ্তিস্ম নেওয়ার ব্যাপারে কথা বলি এবং অন্য উপায় বলি যা তাদের কাজে লাগবে যেমন প্রার্থনায় হাটা এবং একাউন্টেবিলিটি দল. তারপর তাদেরকে ওই ১০০ জনের মধ্যে আরো কয়েকজনকে বেছে নিতে বলি- মানুষ যারা যিশুর ব্যাপারে জানেনা এবং তার অনুগামী নয়.

আমি তাদের সাথে অভ্যেস শুরু করি- ঠিক আগের মতন- তদের গল্প, ঈশ্বরের গল্প এবং ঈশ্বরের আশির্বাদ দিয়ে. এবং প্রার্থনা করি. এবার তারা যদি ভাগ করে এবং এই তালিকায় কেউ যদি বিশ্বাস করে নেয় তাহলে আমরা সত্যি উদযাপন করি!

পরমেশ্বরের পরিবার বড় হচ্ছে! আমি সবসময় বলি ঈশ্বরের উদারতা মহত্বতা এবং সর্বপরি আশির্বাদের কথা বলেছে কি না, কারণ এতেই ঈশ্বরের পরিবার বাড়বে.

যদি ওরা ঈশ্বরের আশীর্বাদের ব্যাপারে না বলে, আমরা আবার ওটা করি—আশির্বাদ, কিভাবে একজন নতুন অনুগামীর তালিকা বানাবে, কিভাবে নিজেদের গল্প ভাগ করবে, ঈশ্বরের গল্প এবং তার আশির্বাদ ভাগ করবে—যাতে এইসব কিছু যিশুর নতুন অনুগামী শিখে পরিচালনা করতে পারে.

অভ্যেস করার পর, আমি ওদের নতুন অনুগামীর কাছে পাঠাই যাতে ওরা ভাগ করে নিতে পারে. কিন্তু তাদের কি হবে যারা ভাগ করে এবং তাদের তালিকায় কেউ সেটা বিশ্বাস করে অন্যের সাথে এই আশির্বাদ ভাগ করে নেয়?

যখন এমনটা হয় আমি প্রফুল্লিত হয়ে যাই.

এই ব্যাক্তি হলেন ঈশ্বরের ভাষায় "ভালো মাটি"—এমন কেউ যে ঈশ্বরের পরিবারকে বড় করবে আমার ধারণার বাইরে গিয়ে! যখনই আমি এমন কাউকে পাই, আমি তাদের সাথে বার বার দেখা করি. তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দি.

আমি নতুন অধ্যায় শুরু করি যেমন বাপ্তিস্ম নেওয়া আর কিভাবে তিন-তিনের দল বানানো যায়. এবার তারা আধ্যাত্তিক পরিবার শুরু করতে পারে- সেই একই যিশুর অনুগামীদের নিয়ে.

যেহেতু এরা এতটাই বিশ্বাসী, আমার যা জানা আছে সবটাই ভাগ করে নিতে পারি তারপর দেখব ঈশ্বর কি করেন. প্রতিবার এক ধাপ করে. প্রতিবার সুযোগ দেওয়া তারা যেন শিখে মেনে সেটা ভাগ করে নিতে পারে.

আমি এই ব্যাক্তির জন্যেও প্রার্থনা করি- যখনই সময় পাই- আমায় ওদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এবং শিখতে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং বলি তার আশীর্বাদের হাত যেন মাথায় থাকে.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- যীশুকে অনুসরণ করার সময় কি তোমাকে এই ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? যদি না হয়, তাহলে ভিন্ন কী ছিল?
- ঈমানে আসার পর, অন্যদের শিষ্য করা শুরু করার কতদিন পরে ছিল?
- নতুন অনুসারীরা যদি তাৎক্ষণিকভাবে অন্যদের ভাগ করে নেওয়া এবং শিষ্য করা শুরু করে, তাহলে কী হবে বলে তোমার মনে হয়?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

হাঁসের বাচ্চা শিষ্যত্ব

জুম ট্রেনিং এ আপনাকে পুনরায় স্বাগত। এই সত্রে, আমরা শিখবো কিভাবে হংস শাবকের হেলতে দুলতে চলা আমাদের অনুগত ভক্ত তৈরির পথে দুটো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি শিক্ষা দেয়।

তুমি কি কখনও একদল হংস শাবককে হাঁটতে বেরোতে দেখেছ?

তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো না কেন, সব জায়গাতেই এটা একই রকমের। হংস মাতা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয় আর বাচ্চারা তাকে অনুসরণ করে – এক এক করে – এক সারিতে। হংস মাতা নেতৃত্ব দেয়। হংস শাবকরা অনুসরণ করে।

প্রত্যেকটি হংস শাবক আসলে একসঙ্গে দুটো ভুমিকা পালন করে – ঠিক একই সময়ে। প্রত্যেকটা হংস শাবক অনুচর, কারণ সে হয় তার হংস মাতাকে কিমবা তার ঠিক সামনের হংস শাবককে অনুসরণ করছে।

এবং, ঠিক একই সঙ্গে – প্রত্যেকটি হংস শাবক একজন নেতা, কারণ সে তার পরের হংস শাবককে (অথবা শাবকদের) যে তার পরে হেঁটে চলছে তার নেতৃত্ব করছে।

তাহলে হংস শাবক কি একজন নেতা না কি অনুচর? সে দুটোই। এবং সেইজন্যই একজন হাঁটতে বেরনো হংস শাবক কে জানা উচিত কিভাবে অনুগত ভক্ত তৈরি করতে হয়।

প্রভু চান যে তার পরিবার সমৃদ্ধ হোক – তাই উনি আশা করেন যে প্রত্যেক অনুচর একজন নেতাও হবে, প্রত্যেক ভক্ত একজন প্রচারক হোক, এবং প্রত্যেক শিস্য নতুন শিস্য তৈরি করুক – একই সময়ে।

আমরা একটা ফাঁদে পরে যায়, শিস্য এবং শিস্য প্রস্তুতকারকের, একটা ভুল বিশ্বাস যে আমাদের সব কিছু জানতে হবে, নিতান্ত পক্ষে অনেক কিছু, কোনো কিছু প্রচার করার আগে। কিন্তু এভাবে শিষ্যত্ব কাজ করে না।

অনুচর হল হংস শাবকের মতো। নেতা হওয়ার জন্য ওদের সব কিছু জানার দরকার নেই। ওদের শুধু এক কদম এগিয়ে থাকতে হবে। প্রভু চান তার পরিবার বিশ্বাসের সঙ্গে গড়ে উঠুক - তাই উনি আশা করেন প্রত্যেক নেতা যেন অনুচরও হয়, প্রত্যেক প্রচারক যেন ভক্ত হয়, প্রত্যেক শিস্য প্রস্তুতকারক নিজে শিস্য হোক – ঠিক একই সঙ্গে।

আরেকটা ফাঁদে আমরা পরে যায়, শিস্য এবং শিস্য প্রস্তুতকারক হিসাবে, একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস যে একজনকে, কোথাও সব কিছু জানে তাই তাকে খুঁজে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এভাবেও শিষ্যত্ব কাজ করে না।

প্রভুর রাজত্বে, একজনই "হংস মাতা" যাকে আমরা সবাই অনুসরণ করি – তিনি হলেন যীশু খ্রিষ্ট। কোনো প্রচারক নয়, কোনো যাজক নয়, কোনো শিক্ষালয়ের অধ্যাপক নয়। শুধুমাত্র যীশু খ্রিষ্টের প্রতি আমাদের অনুগত থাকা উচিত।

বাকি আমরা সবাই "প্রক্রিয়ার মধ্যে"। সব সময় কেউ না কেউ যীশুর খুব কাছে থাকবে যাকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর সব সময় অনেক দূরে কেউ থাকবে যাকে আমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু আমাদের স্থান যেখানেই হোক, আমাদের চোখ – এবং আমাদের হৃদয় যীশুর প্রতি স্থির রাখতে হবে।

বাইবেলে, পল, যে নিউ টেস্টামেন্টের বেশীর ভাগটাই লিখেছে আর শুরুর দিকে গির্জা তৈরি করেছে, সে শুধু "আমাকে অনুসরণ করো" লেখেনি। সে লিখেছে "আমাকে অনুসরণ করো, যেভাবে আমি যীশুকে অনুসরণ করি"।

পল জানতো সব জায়গায় হংস শাবকরা কি জানে আর সমস্ত অনুচরদের কি জানা উচিত, প্রভুর রাজত্বে সমস্ত নেতাদের একজন অনুচরও হতে হবে – আর আমাদের যীশুকে অনুসরণ করতে হবে।

বাইবেলে, পল লিখেছেঃ "তুমি আমার কাছে যা শুনেছো... বিশ্বস্ত মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নাও, যারা অন্যদের শেখাতে পারবে"।

পল জানতো সব জায়গায় হংস শাবকরা কি জানে আর সমস্ত অনুচরদের কি জানা উচিত, প্রভুর রাজত্বে সমস্ত অনুচরদের একজন নেতাও হতে হবে – আর আমাদের যীশুর মতো একজন নেতা হতে হবে, নিজেদের জীবন অন্যের জন্য উৎসর্গ করে।

তুমি যদি চাও যে প্রভুর পরিবার বেড়ে চলুক বিশ্বাসের ওপর ভর করে তাহলে মনে রেখো শিস্য প্রস্তুত করা হংস শাবকের মতো – একই সময়ে একজন অনুচর এবং একজন নেতা হয়ে ওঠো।

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- শিষ্যত্বের কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে আপনি আরও জানতে চান (বাইবেল পড়া/বোঝা, প্রার্থনা করা, ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি)? কে এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে শিখতে সাহায্য করতে পারেন?
- শিষ্যত্বের কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে আপনার মনে হয় যে আপনি অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন? কে এমন ব্যক্তি যার সাথে আপনি ভাগ করে নিতে পারেন?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

রাজ্য কোথায় নেই তা দেখার চোখ

এই অধ্যায়ে আমরা শিখব কিভাবে শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় যখন তারা দেখতে পায় না ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়.

মানুষ হিসেবে, আমরা ভাবি, মনোযোগ দি এবং কাজ করি তার জন্য যা দেখতে পায়না. আমরা ওটাকেই বাস্তব বলি. এইভাবেই কাজ হয়. কিন্তু রাজ্য তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে যখন আমরা যা না দেখতে পাই তাতে মনোযোগ দি. যেগুলো সামনে থাকেনা. বা যেগুলো এখনো সামনে আসেনি.

আমাদের চারপাশে বহু জায়গা আছে যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছেতে কাজ হয়না যেমন স্বর্গে হয়ে থাকে- বিশাল ফাঁক যেখানে ভাঙ্গা, কষ্ট ভোগ, দুঃখ এমনকি মৃত্যু ও হলো দৈনন্দিন জীবনের একটা অঙ্গ.

প্রতিটা শিষ্যকে- যিশুর প্রতিটা অনুগামিকে- যেখানে ঈশ্বরের রাজ্য নেই এখানে দেখার ক্ষমতা থাকা চাই, যেখানে আছে সেখানে নয়. রাজ্যের ভূমিকা হলো ফাঁকটা ভরে দেওয়া অন্ধকার জায়গাগুলির গহবর ঢেকে দিয়ে আলো নিয়ে আসা এবং পৃথিবীতে জীবন বয়ে আনা.

আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের রাজত্ব কোথায় নেই দুভাবে — চেনা মানুষের মাধ্যমে এমনকি অচেনা মানুষের থেকেও.

প্রথমটা হলো চেনা মানুষের মাধ্যমে- আমাদের জীবনে থাকা বন্ধুবান্ধব পরিবার, সহকর্মী, সহপাঠি, প্রতিবেশী এবং অন্যান্যদের থেকে. এই ভাবেই ঈশ্বরের গল্প দ্রুত এক থেকে অনেয়ের কাছে পৌঁছয়.আমরা এইসব মানুষের ব্যাপারে ভাবি এবং তাদের ভালোবাসি কারণ এদেরকে আমরা চিনি.সেটাই স্বাভাবিক.

যিশু বলেছেন একজন ধনী স্বার্থপর ব্যাক্তির গল্প- খুবই রুক্ষ ব্যবহার এবং এখন নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে. ধনী ব্যাক্তি ভিক্ষা চায়- “ল্যাজারাসকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠাও. আমার ৫ ভাইকে সাবধান করতে দাও, যাতে ওরা এই জঘন্য জায়গায় যেন না আসে.

যিশু এটা দেখিয়েছেন যে যে স্বার্থপর হয় সেও কষ্টের মধ্যে থাকলে কাছের মানুষের কথা ভাবে.

যেসব মানুষকে আমরা চিনি তারা আমাদের জীবনে আছে কারণ ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং চান তাদেরকে আমরা ভালোবাসি. আমাদেরকে এইসব সম্পর্ক ভালবাসা ধৈর্য্য এবং যত্ন সহকারে আগলে রাখতে হবে. শিষ্যের সংখ্যা তখনই বাড়ে যখন ঈশ্বরের পাঠানো তাদের আশেপাশের মানুষগুলো তারা ভালবাসতে শেখে.

আপনি তাদের এই যত্ন বাড়াতে পারেন এবং এক সহজ উপায় সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন. দেখুন কিভাবে.-তাদের বলুন পরিচিত ১০০ জনের নাম লিখতে. সেটাকে ৩টে ভাগে ভাগ করতে বলুন.

- কারা যিশুর অনুগামী.
- কারা যিশুকে অনুসরণ করেন না.
- কারা নিশ্চিত নয় যে তারা যিশুর অনুগামী কি না.

অনুগামীদের - শিষ্যরা আরো উত্সাহিত করতে পারে যিশুর ওপর ভরসা এবং আস্থা রাখার জন্য. যারা অনুগামী নয়- শিষ্যদের শিখতে হবে কিভাবে তাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা যায়. আর যারা এখনো নিশ্চিত নয়- শিষ্যদের তাদেরকে বোঝাতে হবে সময় নিয়ে সঠিক পথে আনতে হবে.

আরেকটা উপায় আমরা দেখতে পারি ঈশ্বরের রাজ্য কোথায় নেই সেটা হলো অচেনা মানুষের মধ্যে দিয়ে. এইসব মানুষ আমাদের সম্পর্কের মধ্যে পরেনা - যাদের আমরা চিনি না, প্রতিবেশী যাদেরকে সামান্য হ্যালো ছাড়া কিছুই বলিনি, ব্যবসায়ী এবং চলতিপথে দেখা হওয়া ব্যাক্তি, প্রতিটা জায়গায়ই থাকে, গ্রাম বা শহর যেখানে আগে কোনদিন যাননি.

যিশু বলেছেন- সব রাজ্যে আমার শিষ্য বানাও. যিশু বলেছেন- প্রত্যেককে আমার গল্প শোনাবে জেরুসালেমে, যুদিয়ায়, সামারিয়াতে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্তে.

যেসব মানুষকে আমরা চিনি তাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের গল্প দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়. আর যাদের আমরা চিনিনা তাদের যখন ঈশ্বরের গল্প শোনাই সেটা অনেক দূর অবধি ছড়ায়.

যদি এইসব মানুষ যাদের আমরা চিনিনা তাদের ভালোবাসি, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার না. এটা অতিমানবিক এবং আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির প্রমান. ঈশ্বরের প্রিয় ব্যাক্তি খুবই কম, শেষ এবং হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলি. এদেরকে উনি নিজের মনের কথা বলেন বারংবার.

আমরা যদি ঈশ্বরের মত হতে চাই, তাহলে এইরকম মানুষদের সঙ্গেই জীবন কাটাতে হবে. ঈশ্বর যাওয়ার আদেশ দেন. এবং যাওয়ার মানে এই নয় যে পরিচিত মানুষদের কাছেই যাবে সেইসব মানুষদের কাছেও যেতে হবে যাদের আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই- এমনসব মানুষ যারা হয়ত কোনদিন যিশুর নামই শোনেনি.

ঈশ্বর বলেছেন- ঈশ্বর অহংকার মেনে নেন না কিন্তু বিনয়ীকে সাহায্য করেন. যিশুর অনুগামী হিসেবে আমাদের প্রশংসা করা উচিত যেমন উনি করেন- বিনয়িকে, সাহসীকে এবং দুর্বলকে. শিষ্যের সংখ্যা বাড়ে যখন তাদের জীবনে ঈশ্বরের পাঠানো মানুষগুলির সে যত্ন নেয়. শিষ্যের সংখ্যা আরো বেশি বাড়ে যখন তাদের জীবনে ঈশ্বরের পাঠানো দুরে থাকা মানুষগুলির জন্য সে ভাবে. কিন্তু তাহলেও একটা পরিকল্পনা লাগে.

আপনি শিষ্যদের সাহায্য করতে পারেন অন্যদের ভালোবাসার কাজে শুধুমাত্র তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাতে তারা ঈশ্বরের পাঠানো সেইসব মানুষদের খুঁজে পায় যারা শুনতে চায়. যিশু বলেছেন- বাড়িতে ঢোকামাত্র বলবে, “হে ঈশ্বর এই বাড়িতে শান্তি বজায় রেখো. যদি সেই বাড়িতে থাকা মানুষগুলি শান্তিপ্রিয় হয় তাহলে আপনার প্রার্থনায় তারা আশির্বাদ পাবে. আর যদি তারা শান্তিপ্রিয় না হয় তাহলে আপনার প্রার্থনা আপনার কাছেই ফেরত আসবে.

আমরা এমন কাউকে ডাকব যে ব্যাক্তিকে ঈশ্বর নির্ধারিত করেছে শান্তির বাণী শোনার জন্য- এমনকেউ যে ঈশ্বরের আদেশ শুনবে এবং সেটা অন্যের সাথেও ভাগ করে নেবে. এমন জায়গা যেখানে অল্প কয়েকজনকেই চিনি, সেখানে বন্ধুদের সাথে ভাগ না করে, পরিবার বা সহকর্মী, সহপাঠি বা প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগ না করে, একজন শান্তিপূর্ণ মানুষকে শান্তির পথ দেখানো ভালো.

কিন্তু সেরা ফল তখনই পাওয়া যায় যখন আমরা বিশ্বাস রাখি. মনে রাখবেন বিশ্বাস আছে সেটা বোঝা যায় যখন আমরা ঈশ্বরের বাণী শুনে সেটা অন্যকে শোনাই. বিশ্বাসী ভক্তগণ যারা আদেশ শুনে মানুষের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে দেয় তারা হলো যিশুর ভাষায় ফলদায়ী মাটি.

যিশু বলেছেন- কয়েকটা দানা যখন ভালো মাটিতে ফেলা হয় তখন সেই গাছ থেকে ৩০ বা ৬০ বা ১০০ গুন বেশি ফল পাওয়া যায়.

- বিশ্বাসী মানুষদের মন কঠোর হয়না যারা ঈশ্বরের বাণী অগ্রাজ্য করে.
- বিশ্বাসী মানুষ কঠিন মুহুর্তে ভেঙ্গে পরে না হাল ছাড়ে না.
- বিশ্বাসী মানুষ ইহজগতের দুঃখকষ্ট নিয়ে ভাবেনা বা সুখ সমৃদ্ধি নিয়েও.
- বিশ্বাসী মানুষরা হলো শয়তানের হাতে আটক থাকা Gerasenesর মানুষদের মত যারা যিশুর আজ্ঞা মেনেছে এবং সেটা অন্যকে শিখিয়েছে.

একজন বিশ্বাসী মানুষ যে যিশুর আদেশ মেনেছে আর অন্যদের শিখিয়েছে, তাদের কাছে আরো বহু মানুষ যিশুর ব্যাপারে জানতে চায়.

যেখানে ঈশ্বরের রাজত্ব নেই সেখানে দেখার দৃষ্টি এবং চেনা মানুষের সাহায্যে সেখানে পৌঁছনো এবং অচেনা মানুষের সাহায্যেও আসলে শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় এবং তাতেই ঈশ্বরের রাজ্য সমৃদ্ধি পায়.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- আপনি কাদের সাথে ভাগাভাগি করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন -- যাদের তুমি ইতিমধ্যেই চেনো অথবা যাদের সাথে আপনি এখনও দেখা করোনি?
- আপনি কেন এমন মনে করেন ?
- যাদের সাথে আপনার সম্পর্ক ঠিক নেই তাদের সাথে ভাগাভাগি করার ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে আরও ভালো হতে পারেন?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

প্রভুর ভোজ

যীশু বলেছেন – *"আমি জীবনের রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে .যে এই রুটি থেকে খাবে সে সর্বদা জীবিত থাকবে .এই রুটি আমার মাংস ,যা আমি জগতের জীবন সমুদয়ের জন্যে দিব ."*

পবিত্র সমন্বয় বা "সদাপ্রভুর ভোজন "হলো যিশুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্কের একউত্সব.

উদযাপনের একটি সহজ উপায় হলো -

যখন যীশুর শিষ্য রূপে একত্রিত হন, শান্তিতে ধ্যান করে সময় ব্যতীত করুন, নিশব্দে বিচার করুন ও নিজের পাপ স্বীকার করুন.

ধর্মপুস্তক থেকে কাউকে এই অধ্যায়টি পাঠ করতে বলুন - *"কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লিলেন, এবং ধন্যবাদ পূর্বক ভাঙ্গিলেন ও কহিলেন, 'ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও.'* (১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৪)

আপনার দলের জন্যে সরিয়ে রাখা রুটি দিন ও সেটা খান.

আবার পড়া শুরু করুন – *"সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্রও লইয়া কহিলেন,' এই পান পাত্র আমার রক্তে নুতন নিয়ম; তোমরা যত বার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও."* (১ করিন্থীয় ১১:২৫)

আপনার দলের জন্যে রাখা সরবত বা ওয়াইন দিন ও তা পান করুন.

পড়া শেষ করুন – *"কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার ক্রিয়া থাকো, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন."* (১ করিন্থীয় ১১:২৬)

আপনি সদাপ্রভুর ভোজন ভাগ করে নিয়েছেন.

প্রার্থনা বা সঙ্গীতের মাধ্যমে উদযাপন করুন –আপনি তাঁর আর তিনি আপনার!

সদাপ্রভুর ভোজন – প্রথম কলসীয়ের এক পবিত্র উত্সব আর Zume Toolkit এর একটি প্রয়োজনীয় অংশ.

কার্যকলাপ

(১০ মিনিট)

প্রভুর ভোজ উদযাপন করুন

- আপনার দলের সাথে প্রভুর ভোজ উদযাপনের পরবর্তী ১০ মিনিট ব্যয় করুন।

আপনারা যখন যীশুর অনুগামী হিসাবে একত্র হন।

1. শান্তভাবে ধ্যানে সময় ব্যায় করুন, আপনার পাপের বিষয় বিবেচনা ও স্বীকার করুন।

2. আপনি যখন প্রস্তুত, কাউকে শাস্ত্রের এই অংশটি পড়তে বলুন – “কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, ও কহিলেন, ‘ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও’।” ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৪
3. আপনার দলের জন্য যে রুটি রেখেছিলেন সেটি এগিয়ে দিন, এবং খান।
4. পড়তে থাকুন -- “সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্রও লইয়া কহিলেন, ‘এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম; তোমরা যতবার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও’।” ১ করিন্থীয় ১১:২৫
5. আপনার দলের জন্য যে রস অথবা দ্রাক্ষারস রেখেছিলেন সেটি ভাগ করে নিন, এবং খান।
6. পড়া শেষ করুন -- “কারণ যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, ততবার প্রভু মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।” ১ করিন্থীয় ১১:২৬

প্রার্থনা ও গান করে উদযাপন করুন। আপনি প্রভুর ভোজ ভাগ করেছেন। আপনি তাঁর, এবং তিনি আপনার!

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে শোনা ধারণাগুলি:

- সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি
- হাঁসের বাচ্চা শিষ্যত্ব
- রাজ্য কোথায় নেই তা দেখার চোখ

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- তিন মিনিটের সাক্ষ্য
- প্রভুর ভোজ

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

এই সপ্তাহে আপনার তিন মিনিটের সাক্ষ্য অনুশীলনের জন্য সময় ব্যয় করুন, এবং তারপর আপনার 100 জনের তালিকা থেকে অন্তত একজন ব্যক্তির সাথে এটি ভাগ করুন যাদের আপনি "অবিশ্বাসী" বা "অজানা" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ভাগ করুন

তিন মিনিটের সাক্ষ্য টুল দিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি আপনাকে কাকে প্রশিক্ষণ দিতে চান। যাওয়ার আগে এই ব্যক্তির নাম গ্রুপের সাথে শেয়ার করুন।

সেশন ৫

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **6542**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যেভাবে কাজ করেন তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান। তাঁর পবিত্র আত্মাকে আপনার সময় একসাথে পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- শান্তির ব্যক্তি

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামগুলি যুক্ত করব:

- বি.এল.ই.এস.এস. প্রার্থনা
- প্রার্থনায় হাঁটা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

প্রার্থনায় হাঁটা

পরমেশ্বরের বাণীতে বলা হয়েছে আমাদের “আবেদন ,প্রার্থনা, মিনতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত সকলের জন্যে, রাজা ও যারা ক্ষমতায় রয়েছে তাদের জন্যে – যাতে আমরা সম্পুর্ন রূপে ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় শান্তি ও নির্ভিঘ্নে জীবন কাটাতে পারি. এটা ভালো, ও আমাদের পরিত্রাতা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করে, যিনি চান সবাই সুরক্ষিত থাক ও সত্যতার জ্ঞান অনুধাবন করুন.”

ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করা ইশ্বরের দেওয়া অপরের হয়ে প্রার্থনার আদেশ পালনের সহজ উপায়. ঘুরে ঘুরে প্রার্থনার অর্থ নামের মধ্যেই রয়েছে – আশেপাশে ঘোরার সময় ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা.

চোখ বন্ধ করে নতজানু হওয়ার বদলে, আমরা চোখ খুলে আশপাশের মানুষের প্রয়োজন দেখে হৃদয় অবনত করে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রার্থনা করতে পারি. আপনি দু তিনজনের ছোট্ট দল নিয়ে বা একাও ঘুর ঘুর প্রার্থনা করতে পারেন.

যদি দল নিয়ে যান –চেষ্টা করুন সবাই যেন জোরে প্রার্থনা করে ,ইশ্বরের সঙ্গে কথা বলে যে তারা চারপাশে কি দেখছে আর পরমেশ্বর তাদের হৃদয়ে কোন অনুভূতির জন্ম দিচ্ছেন.

যদি একা যান –নিশব্দে প্রার্থনা করুন বা পথে কারোর সঙ্গে দেখা হলে একসাথে জোরে প্রার্থনা করুন.

এই চারটি উপায়ে আপনি জানতে পারেন যে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করার সময় কি প্রার্থনা করবেন:

- পর্যবেক্ষণ–আপনি কি দেখেন ?যদি উঠোনে কোনো বাচ্চার খেলনা দেখেন ,তাহলে আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে প্রতিবেশী বাচ্চাদের জন্যে, পরিবারগুলোর বা সেই অঞ্চলের বিদ্যালয়ের জন্যে.
- গবেষনা–আপনি কি জানেন ?যদি আপনি আপনার প্রতিবেশীর সম্বন্ধে পড়েন, তাহলে ওখানে যারা থাকে তাদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন, যেমন ওই জায়গাটা কোনো অপরাধ বা অন্যায়এর শিকার কিনা. এই সব বিষয়ে প্রার্থনা করুন আর পরমেশ্বর কে কাজ করতে বলুন.
- ঘোষণা–পবিত্র আত্মা হয়তো আপনার হৃদয়ে ধাক্কা দেবেন বা আপনার মাথায় কোনো বুদ্ধি এনে দেবেন কোনো বিশেষ প্রয়োজনের বা অঞ্চলের প্রার্থনার বিষয়ে. শুনুন – আর প্রার্থনা করুন!
- ধর্মপুস্তক–হতে পারে প্রস্তুতি নিতে আপনি ঈশ্বরের বাণীর কিছু অংশ পড়ছেন ঘোরবার সময়, পবিত্র আত্মা বিশেষ কোনো বচন আপনার মনে এনে দিলেন. প্রার্থনা করুন সেই বচন নিয়ে ও কিভাবে তা সেই অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করে.

প্রভাবিত করার ৫ টি স্থান যেখানে আপনি ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করার সময় জোর দিতে পারেন.

- সরকার – সরকারী কেন্দ্র খুজুন আর সেখানে প্রার্থনা করুন যেমন আদালত, আয়োগ ভবন বা আইনী কার্যালয়. প্রার্থনা করুন অঞ্চলের নিরাপত্তা, সুবিচার এবং এখানকার মুখ্য ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তার জন্যে.
- ব্যবসা ও হিসেবনিকেশ – ব্যবসায়িক কেন্দ্র খুজুন আর সেখানে প্রার্থনা করুন যেমন বিত্তিয় জেলা বা বাজার অঞ্চল. প্রার্থনা করুন সম্পদের ধার্মিক নিবেশ ও উচ্চ ব্যবস্থার জন্যে. প্রার্থনা করুন আর্থিক ন্যায় আর সুযোগ ও উদার আর ধার্মিক দাতাদের জন্যে যাদের কাছে লাভের থেকেও মানুষ বেশি মূল্যবান.
- শিক্ষা – শিক্ষা কেন্দ্র খুজুন ও সেখানে প্রার্থনা করুন যেমন বিদ্যালয় ও প্রশাসনিক ভবন, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সামাজিক মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়. প্রার্থনা করুন ন্যায় পরায়ন শিক্ষকের জন্যে যেন তারা পরমেশ্বরের সত্যতার শিক্ষা দেয় ও ছাত্রদের বিচার বুদ্ধি রক্ষা করে. প্রার্থনা করুন যেন পরমেশ্বর মিথ্যা ও দ্বিধা কে প্ররোচিত করার প্রত্যেক প্রয়াসে হস্তক্ষেপ করেন. প্রার্থনা করুন এইসব স্থান থেকে এমন নগরিক বেরিয়ে আসুক যাদের হৃদয়ে সেবা ও নেত্রিত্ব দেবার ইচ্ছে থাকবে.
- যোগাযোগ–সম্প্রচার কেন্দ্র খুজুন ও সেখানে প্রার্থনা করুন যেমন রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন আর সংবাদপত্র প্রকাশক. প্রার্থনা করুন পরমেশ্বরের কাহিনী ও তাঁর অনুগামীদের সাক্ষ্যদান সারা শহরে ও বিশ্বে সমপ্রচারিত হোক. প্রার্থনা করুন তাঁর বাণী তাঁর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছক যাতে প্রতিটি জায়গায় পরমেশ্বরের লোকেরা তাঁর কার্য দেখতে পায়.
- আধাত্মিকতা–ধর্মীয় কেন্দ্র খুজুন ও সেখানে প্রার্থনা করুন যেমন গির্জা ঘর, মসজিদ বা মন্দির .প্রার্থনা করুন যে প্রত্যেক ধার্মিক সাধক যীশুতে শান্তি আর সুখ খুঁজে পায় আর কোনো ধরনের মিথ্যা ধর্মের দ্বারা বিক্ষিপ্তমনা বা বিচলিত না হয়.

সবশেষে, ঘুরে ঘুরে প্রার্থনার সময় মানুষের জন্যে এই ৫ ভাবে প্রার্থনা করতে পারেন:

যখন হাটতে হাটতে প্রার্থনা করবেন, সুযোগের অপেক্ষায় থাকুন আর শুনুন যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হয়ে প্রার্থনা করার জন্যে পরমেশ্বরের আত্মার নির্দেশ. আপনি বলতে পারেন, “আমরা এই সমুদয়ের জন্যে প্রার্থনা করছি, এমন বিশেষ কিছু কি আছে যা নিয়ে প্রার্থনা করতে পারি?” বা বলুন, “আমি এই অঞ্চলের জন্যে প্রার্থনা করছি. এমন কি কিছু জানেন যা নিয়ে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত?” তাদের উত্তর শোনার পর তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন. যদি তারা বলে, তক্ষুনি প্রার্থনা করুন. যদি প্রভু নেত্রিত্ব দেন, আপনি অন্য প্রয়োজন নিয়েও প্রার্থনা করতে পারেন.

প্রার্থনা করার ৫ টি ভিন্ন উপায় মনে রাখার জন্যে BLESS শব্দটি ব্যবহার করুন :

- স্বাস্থ (স্বাস্থ্য)
- কার্য ও বিত্ত (কাজ এবং আর্থিক)
- মনোবল (মনোবল)
- সম্পর্ক (সম্পর্ক)
- অধাত্মিকতা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, মানুষ কৃতজ্ঞ হয় যখন আপনি যথেষ্ট পরিমানে প্রার্থনার বিষয়ে খেয়াল রাখেন.

যদি কোনো ব্যক্তি খ্রিষ্টান না হয়, আপনার প্রার্থনা হয়তো আধাত্মিক আলোচনা এবং আপনার ও পরমেশ্বরের কাহিনী বলার দরজা খুলে দেবে. তাদের আমন্ত্রণ জানান বাইবেল পাঠে অংশ নিতে বা তাদের বাড়িতেও যেতে পারেন.

যদি ব্যক্তিটি খ্রিষ্টান হয় তাদের আহ্বান করুন আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করতে বা তাদের শেখান কিভাবে তারা ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করতে পারে এবং সহজ উপায় ব্যবহার করতে পারে যেমন প্রভাবিত ক্ষেত্রের জন্যে প্রার্থনা করা বা BLESS প্রার্থনা করে পরমেশ্বরের পরিবারকে আরো বড় করা.

ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করা -Zume toolkit এর আরেকটি সহজ উপকরণ.

পড়ুন

(৫ মিনিট)

শান্তির ব্যক্তি

জুম ট্রেনিং এ আপনাকে পুনরায় স্বাগত। আগের একটি সত্রে আপনাদের পরিচয় করানো হয়েছিল শান্তি দূত ভাবনা সম্পর্কে। এই সত্রে আমরা আরও বিশদে জানবো যে কে সেই ব্যক্তি হতে পারে আর কিভাবে জানবো যে তার সঙ্গ পেয়েছি।

একজন শান্তি দূত খুব সহজেই এবং চটজলদি একজন শিস্য প্রস্তুত করতে পারে তাও আবার এমন জায়গায় যেখানে যীশুর ভক্তের সংখ্যা কম এবং অনেক দূরবর্তী।

যখন যীশু তার ভক্তদের নতুন জায়গায় নতুন ভক্ত তৈরি করতে পাঠান উনি তাদের একটি সহজ এবং সুকৌশলী আদেশ দেন।

যীশু বলেছিলেন – কোনো টাকার ঝুলি, ব্যাগ, জুতো বইবে না, রাস্তায় কাউকে অভিবাদন জানাবে না। প্রথম যে বাড়িতেই প্রবেশ করবে, প্রথমে বলবে, “এটাই শান্তির আস্তানা হোক”। যদি সেই বাড়িতে কোনো শান্তিময় মানুষ থাকে, তার ওপর তোমার শান্তির প্রভাব পড়বে, যদি না থাকে, তোমার কাছে ফিরে আসবে। সেই বাড়িতেই থাকো, ওরা যা দেবে তাই খাও, পান করো, কারণ শ্রমিকের প্রাপ্য তার মজুরী। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যেও না।

কিন্তু এসবের মানে কি?

আমরা যখন ভক্ত বানানোর চিন্তা করি, আমাদের প্রথম চিন্তা হওয়া উচিত – আমাদের আর্থিক সংস্থান ঠিক পর্যায়ে রাখা উচিত, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাছা উচিত, আর কাজের একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা থাকা উচিত। যদি যীশু বলেন "যাও", আমরা "যাবো" আর যেতেই থাকবো! সবাইকে বলো! সব জায়গায়! সব সময়!

কিন্তু যীশু, তার নির্দেশে, আর্থিক সংস্থান আর উৎসাহের ব্যাপারে খুব একটা পরোয়া করেন নি, বরং মনোযোগের প্রতি জোর দিয়েছেন। যীশু চেয়েছেন যে তার ভক্তরা নিবেশ করে খুঁজে বের করুক – শান্তি দূতদের।

যখন তুমি এমন জায়গায় ভক্ত তৈরি করতে গেছ যেখানে খুব বেশী ভক্ত নেই কিমবা একজনও নেই, তখন সেখানে শান্তির দূত খুঁজে বের করাটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

একজন শান্তির দূত হলঃ

- একজন যে তোমার গল্প শুনবে, প্রভুর গল্প আর যীশুর ভালো খবর জানতে চাইবে।
- একজন যে অতিথিবৎসল এবং তোমাকে তার বাড়িতে কিমবা কাজের জায়গায় স্বাগত জানাবে কিমবা তার পরিবার আর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করাবে।
- একজন যে বাকিদের জানে (কিমবা তাকে বাকিরা জানে) আর যে অনেক মানুষ জড় করতে উৎসাহী হবে।
- একজন যে বিশ্বস্ত এবং সে কি জানে সেটা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবে – এমনকি তুমি চলে যাওয়ার পরেও।

বাইবেলে আমরা জেনেছি যে যীশু এবং তার ভক্তেরা শান্তির দূত দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, যেটা একটু অপ্রত্যাশিত।

গ্যাডারেন্স অঞ্চলে, যীশু একবার এক ভুতগ্রস্ত মানুষের দেখা পেয়েছিলেন যে সবার থেকে আলাদা থাকতো শেকলে বাঁধা অবস্থায়। আমরা কখনই তাকে শান্তির দূত হিসাবে ভাবতে পারতাম না, কিন্তু সে যীশুর কথা শুনতে আগ্রহী ছিল। ও ছিল অতিথিবৎসল এবং সে যেখানে থাকতো সেখানে যীশুকে স্বাগত জানিয়েছিল। সে যথেষ্ট পরিচিত ছিল এবং খুব সহজেই ভিড় জমা করতে পারতো – যদিও তার উগ্র স্বভাবের জন্য।

যীশু বুঝতে পারলো যে ও বিশ্বস্ত এবং জানালো যে যীশু ওর কাছে, ওর পরিবারের কাছে, ওর সম্প্রদায়ের কাছে এবং ওর সমগ্র দেশের কাছে কি মানে রাখে। এমনকি যীশু যখন ওই এলাকায় ফিরে গেলেন, এক বিশাল জন সমুদ্র, উৎসাহী হয়ে আছে সেই মানুষটাকে দেখার জন্য যার সম্বন্ধে ওরা এতো কিছু শুনেছে।

সামারিয়াতে, একটি কুয়োতে যীশু এক মহিলার দেখা পেলেন। সে যীশুর কাছে উন্মুক্ত ছিল, অতিথিবৎসল ছিল এবং যীশুর জলপানের অনুরোধে সাড়া দিয়েছিল। আমরা জানতে পারি যে তার পাঁচ স্বামী থাকা সত্তেও সে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে থাকতো, একটা ছোট শহরে, নিশ্চিতভাবেই অনেকেই তাকে জানতো। আর যীশুর তার সঙ্গে কথা বলার পরে, ও বিশ্বস্তভাবে সব কথা বলেছিল – এতো কিছু এতো তাড়াতাড়ি যে গোটা শহর জানতে চেয়েছিল যীশুর কাছে। আর ও বলেছিল।

তাই যদি একজন শান্তির দূত প্রায় যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, যে কোনো কিছু করতে পারে, আর আমাদের দেখা হওয়া যে কেউ হতে পারে – তাহলে আমরা সেই একজনকে কিভাবে খুঁজে পাবো?

তিনটে সহজ পন্থা রয়েছেঃ

আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে উপরোধের জন্য বলবো – কে এখানে সব থেকে বিশ্বস্ত? এখানে কি এমন কেউ আছে যে নিজের আগে বাকিদের জন্য ভাবে? আমরা যদি একটাই নাম বারবার শুনি – আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবো, আধ্যাতিক ধারণা আদান প্রদান করবো, এবং

দেখবো যে তারা শুনতে ও প্রচার করতে ইচ্ছুক কিনা।

আমরা প্রার্থনা করবো প্রার্থনা যাত্রার সময়, কিমবা কাজের সময়, কিমবা খেলার সময় – যেখানেই এই সুযোগটা থাকবে – এবং তারপর প্রার্থনা কে আধ্যাতিক কথোপকথনে বদলে দেবো।

আমরা প্রত্যেকটা আলোচনাতেই আধ্যাতিক প্রসঙ্গ তুলি এটা দেখার জন্য যে ভগবান কিভাবে একজন মানুষের জীবনে কাজ করছে। যদি দেখি তারা ইচ্ছুক, তখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে আরও কিছু মানুষ জড় করে আলোচনা করতে আগ্রহী কিনা। উপরোধ করতে বল, প্রার্থনা করতে বল, আধ্যাতিক ধারণা তুলে ধরো। এই সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা শান্তির দূত খোঁজার কাজ শুরু করতে পারবো।

আমরা কিভাবে তাকে খুঁজে পেলাম যায় আসে না, মনে রাখবে যীশু বলেছেন একজন শান্তির দূত সেই মানুষ যার সঙ্গে আমরা শিস্য প্রস্তুত করার জন্য বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করতে পারি।

এটা ভাবা সহজ যে আমরা আমাদের বেশীর ভাগ সময়টা বাকিদের জন্য যদি বরাদ্দ রাখি, সমানভাবে। কিন্তু যীশু বলেছিলেন – এবং দেখিয়েছিলেন – যে উনি চান না আমরা সবার সঙ্গেই ভাসা ভাসা করে মিশি বরং কিছুজনের সঙ্গে গভীর ভাবে নিশে যায়।

যীশু প্রায়শই ভিড় জমিয়ে তুলতেন, কিন্তু বাইবেল থেকে আমরা বারবার জানতে পারি যে যীশু সব সময় ওই ভিড় এড়িয়ে ওনার বেশীরভাগ সময়টাই মাত্র বারো জন নিকট অনুচরের সঙ্গে অতিবাহিত করতেন।

এমন অনেক সময় হয়েছে, যীশু তার সময়টা একটা ছোট ৩ জনের দলের সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন।

যদি যীশু, যিনি প্রভুত ক্ষমতাশালী ছিলেন, অনেক বেশী তেজিয়ান ছিলেন, অনেক বেশী কর্তৃত্ব, নিয়মানুবর্তিতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বোঝাপড়া এবং সহানুভুতিশীল ছিলেন তিনি তার বেশীরভাগ সময় কয়েকজনের সঙ্গেই অতিবাহিত করতেন এবং তার অনুচরদেরও তাই করতে বলতেন, এটা কি অনেক বেশী উচিত নয় যে আমরা ওনাকে এবং ওনার এই নিখুঁত পদ্ধতি অনুসরণ করি?

একজন শান্তির দূত।

ওনাদের খুঁজে পাওয়া সহজ নয় – হয়ত হাজারে একজন। কিন্তু গুপ্তধনের মতোই তাদের খুঁজে বের করা মুল্যবান, প্রভুর পরিবার বিস্তারে ওনাদের কৃতিত্ব মাপা যায় না।

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- যে ব্যক্তির "খারাপ খ্যাতি" আছে (যেমন শমরীয় মহিলা বা গাদারীয়দের মধ্যে ভূতগ্রস্ত পুরুষ) সে কি সত্যিই শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি হতে পারে? কেন বা কেন নয়?
- আপনার কাছাকাছি এমন একটি সম্প্রদায় বা সমাজের অংশ কী যার রাজ্যের উপস্থিতি খুব কম (অথবা নেই) বলে মনে হয়?
- কিভাবে একজন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি (যে খোলামেলা, অতিথিপরায়ণ, অন্যদের জানে এবং ভাগ করে নেয়) সেই সম্প্রদায়ে সুসমাচারের প্রসারকে ত্বরান্বিত করতে পারে?

কার্যকলাপ

(১০ মিনিট)

বি .এল .ই.এস .এস . প্রার্থনা অনুশীলন করুন

- দুই বা তিনজনের দলে বিভক্ত হয়ে বি .এল .ই.এস .এস . প্রার্থনার পাঁচটি অংশ একে অপরের উপর প্রার্থনা করার অনুশীলন করুন।

আশীর্বাদ প্রার্থনার ধরণ

বি.এল.ই.এস.এস. প্রার্থনার ধরণে পাঁচটি উপায়ে আপনি যে কোনও সময় দেখা হওয়া লোকেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন, বিশেষ করে প্রার্থনায় হাঁটার সময়।

- **শরীর** - সাস্থ্য
- **শ্রম** - কাজ এবং আর্থিক সংস্থান
- **আবেগপ্রবণ** - মনোবল
- **সামাজিক** - সম্পর্ক
- **আত্মিক** - ঈশ্বরকে আরও জানা এবং ভালোবাসা

কার্যকলাপ

(৬০ - ৯০ মিনিট)

প্রার্থনায় হাঁটা

- দুই বা তিনজনের দলে বিভক্ত হয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রার্থনা হাঁটার অনুশীলন করুন।
- একটি স্থান নির্বাচন করা এখন আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে বাইরে হাঁটার মতো সহজ হতে পারে, অথবা আপনি একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।
- ঈশ্বরের নেতৃত্বে যান এবং এই কার্যকলাপে ৬০ -৯০ মিনিট ব্যয় করার পরিকল্পনা করুন।
- এই অধিবেশনটি প্রার্থনা হাঁটার কার্যকলাপের মাধ্যমে শেষ হয়।

Four sources that can guide your prayer:

1. **পর্যবেক্ষণ** – আপনি কি দেখছেন? আপনি যদি উঠানে একটি ছোট বাচ্চার খেলনা দেখেন, আপনার হয়ত ইচ্ছা হতে পারে প্রতিবেশীদের বাচ্চাদের জন্য, পরিবারগুলির জন্য অথবা সেই এলাকার স্কুলের জন্য প্রার্থনা করতে।
2. **গবেষণা** – আপনি কি জানেন? আপনি যদি আপনার পাড়ার সম্বন্ধে পড়েন, আপনি হয়ত যারা সেখানে থাকে তাদের বিষয় জানতে পারেন, অথবা সেই এলাকা অপরাধ বা অবিচারের কারণে ভুগছে। এই সকল বিষয় প্রার্থনা করবেন এবং তাঁকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করবেন।
3. **উদ্ঘাটন** – পবিত্র আত্মা হয়ত কোন বিশেষ প্রয়োজনের বিষয় অথবা প্রার্থনার কোন ক্ষেত্রের বিষয়ে আপনার হৃদয়ে কথা বলতে পারেন অথবা কোন চিন্তা দিতে পারেন।

4. **শাস্ত্র** – আপনি হয়ত হাঁটার প্রস্তুতি নেবার সময় ঈশ্বরের বাক্য পড়েছেন অথবা যখন হাঁটছেন তখন পবিত্র আত্মা আপনার মনে কোন শাস্ত্রের বাক্য দিতে পারেন। সেই অংশটির বিষয় প্রার্থনা করবেন এবং সেই এলাকার মানুষদের উপর তার কেমন প্রভাব পড়তে পারে।

Five areas of influence on which to focus prayer:

1. **সরকার** – সরকারী কেন্দ্রগুলি যেমন আদালত, সরকারী বাড়িগুলি অথবা আইন প্রয়োগকারী অফিসগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। সুরখা, সুবিচার এবং নেতৃবৃন্দকে ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রার্থনা করুন।
2. **ব্যবসা এবং বাণিজ্য** – ব্যবসা্য়িক কেন্দ্রগুলি যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা কেনাকাটার ক্ষেত্রগুলি প্রতি দৃষ্টি দিন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। ন্যায়নিষ্ঠ বিনিয়োগ এবং সম্পদের সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রার্থনা করুন। অর্থনৈতিক সুবিচার ও সুযোগ এবং উদার ও ধার্মিক দাতা যারা লাভের আগে মানুষকে রাখেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।
3. **শিক্ষা** – শিক্ষা কেন্দ্রগুলি যেমন স্কুল, প্রশা্সনিক অফিসগুলি, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রগুলি, কলেজ এবং বিশব্বিদ্যাল্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন ধার্মিক শিক্ষাবিদদের জন্য যেন তাঁরা ঈশ্বরীয় সত্যের বিষয় শিক্ষা দেন এবং ছাত্রছাত্রীদের হৃদয় ও মন সুরক্ষা করেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সব প্রচেষ্টাতে হস্তক্ষেপ করেন। প্রার্থনা করুন যেন এই সকল স্থান থেকে জ্ঞানী নাগারিক তৈরি হয় যাদের পরিচর্যা করার ও নেতৃত্ব দেবার হৃদয় থাকবে।
4. **যোগাযোগ** – যোগাযোগের কেন্দ্রগুলি যেমন বেতার কেন্দ্র, টিভি স্টেশন এবং খবরের কাগজের প্রকাশকদের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের গল্প এবং তাঁর অনুগামীদের সাক্ষ্য যেন সারা শহরে ও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য প্রার্থনা করুন। তাঁর বার্তা যেন তাঁর মাধ্যমে তাঁর লোকদের কাছে পৌঁছায় এবং সর্বত্র ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের কাজ দেখতে পায় তার জন্য প্রার্থনা করুন।
5. **আত্মিকটা** – আত্মিক কেন্দ্রগুলি যেমন চার্চ, মসজিদ অথবা মন্দিরগুলির জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন যেন প্রত্যেক আত্মিক অনুসন্ধানকারী যীশুতে শান্তি ও সান্ত্বনা পায় এবং যেন ভ্রান্ত ধর্মের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

আপনার প্রার্থনা হাঁটার কার্যকলাপে যাওয়ার আগে, আপনার দলের সাথে একসাথে সময় কাটানোর জন্য প্রার্থনা করতে ভুলবেন না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান যে তিনি হারিয়ে যাওয়া, শেষ এবং সর্বনিম্নদের ভালোবাসেন - আমাদের সহ!

তাকে বলুন যেন তিনি আপনার হৃদয় এবং আপনার হাঁটার সময় যাদের সাথে দেখা হবে তাদের হৃদয়কে তাঁর কাজের জন্য উন্মুক্ত রাখতে প্রস্তুত করেন।

ZÚME

সেশন ৬

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **1235**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

গত সেশনে ঈশ্বর যা করেছিলেন তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান, যখন আপনার আনুগত্য করা কঠিন মনে হয় তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য বলুন এবং তাঁর পবিত্র আত্মাকে একসাথে সময় কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- জ্ঞানের চেয়ে বিশ্বস্ততা উত্তম

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামটি যুক্ত করব:

- ৩/৩ দলগত সভা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

বিশ্বস্ততা

আজকের অধ্যায়ে শিখব কিভাবে বিশ্বাস রাখাটা শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের তুলনায় আধ্যাত্মিক উন্নতির সেরা উপায়. বর্তমানে দুটো পরিকল্পনা গির্জাতে নানান ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে.

প্রথমত কারোর আধ্যাত্মিক বোধ বোঝা যায় যে সে ঈশ্বরের বাণী কতটা জানে ও তার ওপর বিশ্বাস রাখে. তারা আচরণ করে যেন ঠিক জানে- বা গোড়ামি দেখায়- যদিও সেটা কারোর বিশ্বাসী দেখানোর ভালো পন্থা.

দ্বিতীয়ত হলো মিনিস্ট্রি বানিয়ে কাউকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নাকি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পরে. এদের মতে এরাই সব জানে- কারুর সেবাকরার ক্ষমতা জানার এটাও ভালো পন্থা.

প্রথম পরিকল্পনার সমস্যা হলো- গোড়ামির ওপর নির্ভরশীলতা- বা সঠিক বিশ্বাস যে শয়তান, নিজে, ঈশ্বরের তুলনায় বেশি বাইবেলের কথা জানে. ঈশ্বর বলেছেন- বিশ্বাস করবে ঈশ্বর একটাই. ভালো.

এমনকি দৈত্যরাও তাই বিশ্বাস করে এবং অস্বীকার ও করে.

কারোর আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার সেরা উপায় হলো গোড়ামি দূর করা- সঠিক অভ্যেস করা. আমাদের বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত যে আমরা বিশ্বাস করে কি জানছি এবং কিভাবে সেটা অন্যের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি সেই দিকে.

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমস্যা হলো- নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যেন কেউ সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে মনে রাখতে হবে কেউই সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ পায়না.

যিশু অল্পবয়সী দূতদের পাঠান যাদের অনেককিছু শেখার থাকে এবং তার রাজ্যে জরুরি কাজ করার দায়িত্ব থাকে.

ঈশ্বর বলেন- যিশু একসঙ্গে ১২ জন শিষ্যকে ডাক দেন এবং তাদেরকে সব দৈত্য এবং রোগ ব্যাধি সারানোর ক্ষমতা দেয়. তারপর উনি তাদের পাঠান ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাপারে বলতে এবং অসুস্থকে সুস্থ করতে.

এইসব মানুষকে পাঠানো হয় পিটারের স্বীকারোক্তির আগে যে যিশু একজন পরিত্রাতা- বলা যেতে পেরে বিশ্বাস জন্মানোর প্রথম ধাপ. এমনকি পাঠানোর পরেই যিশু বহুবার পিটারকে ভত্সনা করেন ভুল করার জন্য কিন্তু তাও পিটার পরে সম্পূর্ণ অগ্রাজ্য করে যিশুকে. অন্য অনুগামীরা এইনিয়ে ঝামেলা করে যে ঈশ্বরের রাজ্যে কে সবচেয়ে উঁচু স্থানে থাকবে.

ওদের অনেক কিছু শেখার ছিল কিন্তু যিশু তাদের কাজে নামিয়ে দেয় নিজেদের সীমিত জ্ঞান ভাগ করার.

বিশ্বাস- শিক্ষার চেয়ে বেশি- যা সেইমুহূর্ত থেকে শুরু হয় যেইমুহূর্তে কেউ যিশুকে অনুসরন করে.

বিশ্বাস- প্রশিক্ষণের চেয়ে বেশি- যা বোঝা যায় যে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা নিয়ে আমরা কি করছি.

যদি আমরা মেনে নিয়ে অন্যের সাথে ভাগ করি তার মানে আমরা বিশ্বাস করি.

কিন্তু যদি শুনে সেটা অগ্রাজ্য করি মানে আমরা বিশ্বাস করিনা.

শিষ্য যত বাড়বে, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সঠিক দিকে যেন আমরা এগোই.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

ঈশ্বরের যে আদেশগুলি আপনি ইতিমধ্যেই জানেন সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন। সেই জিনিসগুলি মেনে চলা এবং ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কতটা "বিশ্বস্ত"?

পড়ুন

(৭৫ মিনিট)

৩/৩ দলগত সভা

জুমে প্রশিক্ষণে আপনাদের আবার স্বাগতম। এই অধিবেশনে, আমরা শিখব কিভাবে ৩/৩ (দ্রষ্টব্য: "তিন-তৃতীয়াংশ" হিসাবে উচ্চারণ করা হয়) গোষ্ঠী হল মিলনের একটি পদ্ধতি যা যীশুর অনুসারীদের একে অপরকে যীশুকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

যীশু বলেছিলেন -- "যেখানে দুই কি তিনজন আমার নামে একত্র হয়, সেখানে আমি তাদের মাঝে থাকি।" এটি একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি, এবং যীশুর প্রতিটি অনুসারীর এই প্রতিশ্রুতির সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যখন আপনি একটি দল হিসেবে একত্রিত হন, তখন আপনার সময় কীভাবে ব্যয় করা উচিত?

৩/৩ (দ্রষ্টব্য: উচ্চারণ "তিন-তৃতীয়াংশ") এটি এমন একটি দল যারা তাদের একসাথে সময়কে ৩ ভাগে ভাগ করে, যাতে তারা যীশুর আদেশ অনুসারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনে চলার অনুশীলন করতে পারে।

এটি এভাবে কাজ করে:

- **পিছনে ফিরে তাকান** (ভিজ্যুয়াল - ১/৩) দলের সময়ের প্রথম তৃতীয়াংশ আমরা একসাথে থাকার পর থেকে কী ঘটেছে তা ফিরে দেখে ব্যয় করা হয়।
- **উপরে তাকান** (ভিজ্যুয়াল - ২/৩) দলের সময়ের মাঝামাঝি তৃতীয়াংশ বাক্য , আলোচনা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং নির্দেশনার সন্ধানে ব্যয় করা হয়।
- **সামনের দিকে তাকান** (ভিজ্যুয়াল - ৩/৩) দলের সময়ের শেষ তৃতীয়াংশ আমরা কীভাবে আমরা যা শিখেছি তা প্রয়োগ এবং মেনে চলতে পারি তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে ব্যয় করা হয়।

এই অধিবেশনে আপনার দলকে ৩/৩টি দলের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মাধ্যমে পরিচালিত করা হবে যা আপনাকে বাস্তব জীবনে পূর্ণ সংস্করণের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। আধ্যাত্মিক শ্বাস-প্রশ্বাসের অধিবেশনটি মনে আছে? শ্বাস নিন, ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনুন। শ্বাস ছাড়ুন, আপনি যা শুনছেন তা মেনে চলুন এবং অন্যদের সাথে ভাগ করুন। তিন-তৃতীয়াংশ গোষ্ঠী আসলে এটাই। ৩/৩ জন গোষ্ঠী হলো এমন একটি গোষ্ঠী যারা তাদের সময়কে ৩ ভাগে ভাগ করে, যাতে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে শোনা এবং যীশুর আদেশ অনুসারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনে চলার এবং ভাগ করে নেওয়ার অনুশীলন করতে পারে।

এই অনুশীলন অধিবেশনটি এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলবে এবং এটি দ্রুত এগিয়ে যাবে। যদি আপনার একটি বড় দল থাকে অথবা যারা গভীর আলোচনা পছন্দ করে, তাহলে আপনি দলের একজন সদস্যকে একটি ঘড়ি বা টাইমার দিয়ে আপনাকে ট্র্যাকে রাখতে সাহায্য করতে চাইতে পারেন।

বাস্তব জীবনে, এই ধাপগুলি ধীর গতিতে এগোবে, কিন্তু অনুশীলনের সময় অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে যাতে সময় ফুরিয়ে না যায়। কোনও ধাপ এড়িয়ে যাবেন না - সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ!

মনে রাখবেন ৩/৩টি গ্রুপ আর বাইবেল অধ্যয়ন এক নয় - এটি ইচ্ছাকৃত! এই অভিজ্ঞতাকে নতুন করে শেখার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করুন, কীভাবে দেখা করবেন এবং ঈশ্বর আপনার একসাথে সময় কাটানোর জন্য কী ভালো পরিকল্পনা করেছেন তা দেখার। যেতে প্রস্তুত? চলুন শুরু করা যাক!

পিছনে ফিরে তাকানো

আমরা আমাদের সময়ের প্রথম তৃতীয়াংশ সময় একে অপরের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে, ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে, আমাদের সংগ্রাম ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে এবং আমাদের দলের অন্যান্য সদস্যদের জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে ব্যয় করব। আমরা এটিও পরীক্ষা করে দেখব যে দলের প্রতিটি ব্যক্তি শেষবার একসাথে থাকার সময় যা শিখেছিল তা মেনে চলার এবং ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে কিনা।

প্রথম ধাপ - "ধন্যবাদ জানানো।"

আপনারা প্রত্যেকে এমন কিছু শেয়ার করার জন্য কিছুটা সময় নিন যার জন্য তারা কৃতজ্ঞ। এই ভিডিওটিতে বিরতি দিন এবং এখনই তা করুন... আপনি কি এখনও সেখানে আছেন? সত্যিই, আমরা চাই আপনি বিরতি দিন, এবং আপনার দলের প্রতিটি ব্যক্তি এমন কিছু শেয়ার করুন যার জন্য আপনি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি ফিরে এলে আমরা এখানে থাকব। (২ মিনিট)

দ্বিতীয় ধাপ – "আপনার সংগ্রাম ভাগ করে নেওয়া" এবং "একে অপরের জন্য প্রার্থনা করা।"

এখন আপনার দলের প্রত্যেককে তাদের সমস্যা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু শেয়ার করতে বলুন । অন্য কাউকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলুন , তারা যা শেয়ার করছে তা নিয়ে। বিরতি দিন, তারপর ভাগ করেনিন এবং প্রার্থনা করুন । (৮ মিনিট)

তৃতীয় ধাপ – "দলের উপর মনোযোগ দেবা ।"

প্রতিবার যখনই আপনি দেখা করবেন, তখন আপনি সময় বের করে মনে রাখতে চাইবেন কেন আপনি একসাথে আছেন – ঈশ্বরকে ভালোবাসা, অন্যদের ভালোবাসা, যীশুকে ভাগ করে নেওয়া এবং অন্যদেরও তাঁর সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করা। দলটিকে মিশনের উপর মনোযোগ দেওয়ার অনেক উপায় আছে, কিন্তু এই অনুশীলন সেশনের জন্য কাউকে মথি ২২:৩৭-৩৮ পদ জোরে জোরে পড়তে বলুন। বিরতি টিপুন, তারপর পড়ুন। (২ মিনিট)

চতুর্থ ধাপ – "চেক ইন"।

এই অংশটি কিছু দল এড়িয়ে যেতে চায়, কারণ এর অর্থ হল এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যা কখনও কখনও কঠিন হতে পারে। দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না।

যীশু তাঁর অনুসারীদের এতটাই ভালোবাসতেন যে তিনি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। আমরা যদি যীশুর মতো হতে চাই, তাহলে আমাদের একে অপরকে এতটাই ভালোবাসতে হবে যে তারাও তা করবে। এই ধাপে, দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে রিপোর্ট করতে হবে যে তারা যা শুনেছে তা তারা মেনে চলেছিল কিনা।

ঈশ্বর তাদের শেষবারের মতো একসাথে থাকার সময়টা করতে বলেছেন । প্রতিটি জুমে অধিবেশনে, আমরা আমাদের "আগামীর দিকে তাকাও" ধাপে এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে মডেল করেছি যেখানে আমরা আপনাকে "আনুগত্য করতে, ভাগ করে নিতে এবং প্রার্থনা করতে" বলি। আমরা আমাদের "আগামীর দিকে তাকাও" ধাপে জবাবদিহিতার মডেল করি যেখানে আমরা আপনাকে একই প্রতিশ্রুতিগুলিতে চেক-ইন করতে বলি।

যদি আপনি প্রশিক্ষণের এই ধাপগুলিতে এখন পর্যন্ত খুব বেশি সময় ব্যয় না করে থাকেন, তাহলে শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়।

ঈশ্বরকে ভালোবাসার একটি অংশ হল তিনি আমাদের যা বলেন তা পালন করা। একে অপরকে ভালোবাসার একটি অংশ হল কাউকে ঈশ্বরের কাছ থেকে যা শুনেছেন তা পালন করতে সাহায্য করা। ভালোবাসার অর্থ হল কারো প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া – এবং তাদের প্রতি সদয়ভাবে ভালোবাসা দেখানো – একই সাথে।

বিরতি নিন এবং প্রত্যেককে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন:

- আপনি এখন পর্যন্ত যা শিখেছেন তা কীভাবে মেনে চলেছেন?
- আপনি যা শিখেছেন তা কাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?
- আমরা যখন থেকে একসাথে আছি, তখন থেকে আপনি আপনার গল্প বা ঈশ্বরের গল্প কার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন?

(১২ মিনিট)

আমাদের ৩/৩ গ্রুপের "ফিরে তাকানো" অংশটি শেষ করার সাথে সাথে, আপনার সেশনগুলিকে আরও ভালোভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করার জন্য এখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া রয়েছে :

জুমে প্রশিক্ষণের টিপস

কখনও কখনও একটি দলে, একজন ব্যক্তিই বেশিরভাগ সময় কথা বলতে পারেন। এটি ঘটতে দেবেন না। দলের প্রত্যেক সদস্যই বহুমূল্য , তাই নিশ্চিত করুন যে সবাই ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। যদি অন্যরা কথা বলার সুযোগ না পায়, তাহলে যারা বেশি কথা বলছেন তাদের আলতো করে মনে

করিয়ে দিন যে প্রত্যেকের কথা শোনা উচিত।

উপরে দেখা

আমাদের একসাথে থাকার মাঝামাঝি সময়ে, আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে আমাদের দলকে ঈশ্বরের বাক্য আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। আমরা বাইবেলের একটি অংশ জোরে জোরে পড়ব এবং তারপর ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনাগুলি আরও ভালোভাবে অন্বেষণ এবং বুঝতে সাহায্য করার জন্য কিছু সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব এবং উত্তর দেব।

প্রথম ধাপ – ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান

একটু সময় নিয়ে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের সাথে সহজ এবং সংক্ষেপে কথা বলুন। আপনি যে অংশটি পড়তে চলেছেন তা থেকে তাঁর পবিত্র আত্মাকে শিক্ষা দিতে বলুন। বিরতি দিন এবং প্রার্থনা করুন। (২ মিনিট)

দ্বিতীয় ধাপ – ঈশ্বরের বাক্য পড়ুন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন

দলের কাউকে বাইবেল থেকে পড়তে বলুন। এই অনুশীলন পর্বের জন্য, লূক ১৮:৯-১৪ পড়ুন। পড়া শেষ হলে, দলটিকে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে:

- এই অংশটি সম্পর্কে আপনার কী পছন্দ হয়েছে?
- আপনার কাছে কোনটি চ্যালেঞ্জিং বা বুঝতে কঠিন মনে হয়েছে?

যদি আপনার দলে মৌখিক শিক্ষার্থী থাকে – যারা ভালোভাবে পড়তে পারে না অথবা শুনে শিখতে পছন্দ করে – তাহলে নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্তত দুবার অনুচ্ছেদটি পড়েছেন।

বিরতি বিকল্পটি টিপুন, তারপর পড়ুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিন। (১০ মিনিট)

এখন অন্য কাউকে একই অনুচ্ছেদটি দ্বিতীয়বার পড়তে বলুন, এবং তারপর দলটিকে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন:

- এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা মানুষের সম্পর্কে কী শিখতে পারি?
- এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিখতে পারি?

মনে রাখবেন অনুচ্ছেদটি মেনে চলুন এবং এটি সহজ রাখুন! (১০ মিনিট)

আমাদের ৩/৩ গ্রুপের "উপরে দেখা " বিভাগের এখানেই সমাপ্তি, এবং আপনার সেশনগুলিকে আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য এখানে কিছু আছে:

জুমে প্রশিক্ষণের কিছু টিপস

যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেন , তখন অন্যান্য বই, শিক্ষক বা মতামতের পরিবর্তে তাঁর বাক্যের উপর মনোযোগ দিন । "এর অর্থ কী বলে আপনার কি মনে হয় ?" জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করুন যে , "এই অনুচ্ছেদে কী বলা হয়েছে?" যদি আপনার দলের কেউ শিক্ষা দিতে পছন্দ করে, তাহলে তাদের নম্রভাবে মনে করিয়ে দিন যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা এবং নিখুঁত বাক্য দলকে শিক্ষা দিতে পারে।আমরা সবাই এখানে একসাথে শেখার জন্য এসেছি। আর আলোচনায় নীরবতা বা বিরতিকে ভয় পাবেন না। ঈশ্বর যখন নীরবতায়ও কাজ করেন। তাঁর বাক্যের উপর মনোযোগ দিন, অনুচ্ছেদে লেগে থাকুন এবং বাকিটা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করুন।

সামনের দিকে তাকানো

আমাদের সময়ের শেষ তৃতীয়াংশে, আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা যা শিখেছি তা দিয়ে কীভাবে অন্যদের বাধ্য হতে সাহায্য করতে পারি এবং প্রশিক্ষণ দিতে পারি তা আবিষ্কার করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব। দলের প্রতিটি সদস্য ঈশ্বরকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তারপর

প্রার্থনায় তাঁর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ভাগ করে নিই এবং অনুশীলন করি এবং একসাথে আমাদের সময় শেষ করার জন্য প্রার্থনা করি।

ধাপ ১ – ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য প্রার্থনা

আপনাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নীরবে প্রার্থনা করতে দিন এবং ঈশ্বরকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে দিন :

- ঈশ্বর, আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা আমি কীভাবে মেনে চলতে এবং প্রয়োগ করতে পারবো ?
- এই অংশ থেকে আমি কাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবো যাতে তারা আপনার আনুগত্য হতে পারে এবং আপনাকে ভালোবাসতে শিখতে পারে?
- আপনি আমাকে কার সাথে আমার সাক্ষ্য বা যীশুর সুসমাচার ভাগ করে নিতে চান?

বিরতি বিকল্প টিপুন এবং তারপর প্রার্থনা করুন। (৫ মিনিট)

ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে নির্দিষ্ট উত্তর, নির্দিষ্ট নাম এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ দেন যা আপনি এখন থেকে আপনার দলের পুনরায় মিলিত হওয়ার সময় পর্যন্ত নিতে পারেন।

ধাপ ২ – প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করা।

আপনাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য প্রভুর কাছ থেকে যা শুনেছে তা ভাগ করে নিতে বলুন । কেউ হয়তো এক, দুটি, এমনকি তিনটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই প্রভুর কাছ থেকে কিছুই শোনেনি। তারা কেবল বলতে পারে যে তারা শোনেনি।

কিন্তু মনে রাখবেন, দলটির প্রভুর কাছ থেকে শোনা উচিত। যীশু বলেছিলেন – "আমার মেষরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে।" এবং আপনার বাধ্যতার পদক্ষেপগুলি যত বেশি সুনির্দিষ্ট হবে, আমরা আবার দেখা করার আগে তাদের মেনে চলা তত সহজ হবে।

বিরতি বিকল্পটি টিপুন, এবং তারপরে আপনি যা শুনেছেন তা ভাগ করুন। (১০ মিনিট)

ধাপ ৩ – আপনার পরিকল্পনা অনুশীলন

একসাথে সময় শেষ করার আগে, আপনার ৩/৩ দলকে দুই বা তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন এবং প্রভু আপনাকে যা করতে বলেছেন তা অনুশীলন করুন।

মনে রাখবেন – অনুশীলন মানে বাধ্যতা, প্রশিক্ষণ বা ভাগাভাগি করা নয়, বরং এটি আপনাকে সেই জিনিসগুলি আরও ভালভাবে করার জন্য প্রস্তুত করে। প্রতিটি ছোট দলকে তাদের অনুশীলনের সময় প্রার্থনার মাধ্যমে শেষ করতে বলুন। বিশেষভাবে সেইসব লোকদের জন্য এবং ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে যে পরিকল্পনা রেখেছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

যদি তোমাদের দলে মৌখিকভাবে শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষার্থী থাকে, তাহলে তোমাদের অনুশীলনের সময়ের কিছু অংশ ঈশ্বরের বাক্যের পূর্বে পড়া অংশটি পুনরায় পড়ার জন্য আলাদা করে রাখুন । এটি সমগ্র দলকে সভার মধ্যে দেখা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করবে।বিরতি বিকল্প টিপুন , তারপর অনুশীলন এবং প্রার্থনা করার জন্য দলে ভাগ হয়ে যান। যাদের নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই তাদের তাদের সাক্ষ্যের গল্প বা ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নেওয়ার অনুশীলন করা উচিত। (১০ মিনিট)

একসাথে আমাদের সময় শেষ করা

আপনার দলকে আবার একত্রিত করার সময়, উদযাপন করার জন্য কিছুক্ষণ সময় নিন! আপনি "ভবিষ্যতের দিকে তাকানো" বিভাগটি সম্পন্ন করেছেন এবং এখন সম্পূর্ণ ৩ /৩ গ্রুপ ফর্ম্যাটটি অনুশীলন করেছেন।

পরবর্তী সেশনগুলিতে আপনার গ্রুপ এই ভিডিও গাইড ছাড়াই অনুশীলন চালিয়ে যাবে। অন্যদেরকে এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার সুযোগ করে দিতে ভুলবেন না। আপনাকে একজন প্রতিভাশালী শিক্ষক হতে হবে না, কেবল এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন। যাওয়ার আগে, আপনার সেশনগুলিকে আরও ভালভাবে সম্পন্ন করতে আরও একটি পরামর্শ এখানে দেওয়া হল:

জুমে প্রশিক্ষণের টিপস

বিশ্বজুড়ে, ৩/৩ ভাগ গোষ্ঠী প্রায়শই প্রভুর ভোজ, অথবা খাবার এবং আরও নৈমিত্তিক কথোপকথন ভাগ করে নেয় তাদের সময়ের অংশ হিসেবে। ঈশ্বর আমাদের এই ধরণের সহভাগিতা দিয়েছেন -- ইচ্ছাকৃত শিক্ষা এবং বৃদ্ধি এবং ইচ্ছাকৃত জীবনযাপন এবং সম্পর্ক যা আমাদেরকে তাঁর পুত্র যীশুর মতো আরও শক্তিশালী, উৎসাহিত এবং গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আর এইটুকুই - আপনাদের দল এখন তিনটি অংশই অনুশীলন করেছে -- শেষবার দেখা হওয়ার পর থেকে আমরা কী অর্জন করেছি তা পরীক্ষা করার জন্য পিছনে ফিরে তাকানো, এই সময়ে একসাথে ঈশ্বর আমাদের জন্য কী শেখার রেখেছেন তা বোঝার জন্য উপরে তাকানো, এবং আমরা যখন আলাদা থাকি তখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যা রেখেছেন তা কার্যকর করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা।

৩/৩ টি দল - মিলিত হওয়ার একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় যা আমাদের আরও যীশুর মতো হতে সাহায্য করে।

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- আপনি কি ৩ /৩ গ্রুপ এবং বাইবেল অধ্যয়ন বা ছোট গ্রুপের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন যার সাথে আপনি অতীতে ছিলেন (অথবা শুনেছেন)? যদি তাই হয়, তাহলে এই পার্থক্যগুলি গ্রুপের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে?
- ৩ /৩ গ্রুপকে কি একটি সরল গির্জা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? কেন বা কেন নয়?

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে শোনা ধারণাগুলি:

- জ্ঞানের চেয়ে বিশ্বস্ততা উত্তম

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- ৩/৩ দলগত সভা

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

এই সপ্তাহে আপনার ৩ /৩ গ্রুপ অনুশীলনের সময় আপনার করা প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে আনুগত্য, প্রশিক্ষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করুন।

ভাগ করুন

প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি কার সাথে আপনার ৩ /৩ গ্রুপ ফর্ম্যাট ভাগ করে নিতে চান। যাওয়ার আগে এই ব্যক্তির নাম গ্রুপের সাথে ভাগ করুন।

ZÚME

সেশন ৭

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **4322**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

যীশুকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করার জন্য দলের প্রতিশ্রুতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান এবং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে একসাথে সময় কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- প্রশিক্ষণ চক্র

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামটি যুক্ত করব:

- ৩/৩ দলগত সভা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

প্রশিক্ষণ চক্র

আজকের অধ্যায়ে শিখব প্রশিক্ষণের চক্রের ব্যাপারে যা শিষ্যদের এক থেকে একাধিক হতে সাহায্য করে এবং মিশনকে বিপ্লব বানিয়ে তোলে.

কখনো শিখেছেন কিভাবে সাইকেল চালাতে হয়?অন্যকে সাইকেল চালাতে কখনো শিখিয়েছেন? করে থাকলে আপনি বুঝবেন প্রশিক্ষণের চক্র ঠিক কমন হয়.

খুব সহজ মডেল, সাহায্য করো, দেখ এবং ছেড়ে দাও. একবার ভাবুন, নিজে সাইকেল চালানোর আগে নিশ্চই কাউকে দেখেছেন সাইকেল চালাতে.

ওটাই হলো মডেলিং.

মডেল, সাহায্য, দেখ আর ছেড়ে দাও.

মডেলিং খুব সহজ অন্যকে দেখানো যে কিভাবে করা যায়.যখন একটা বাচ্চা কাউকে সাইকেল চালাতে দেখে সে ততক্ষনাত বুঝে নেয়. মডেলিংটাও তেমনই –বার বার করার প্রয়োজন পরেনা, সত্যি বলতে একবার করলেই যথেষ্ট.

প্রথম সাইকেল চালানোর কথা ভাবুন. শুধু কি দেখতেই চেয়েছিলেন? নাকি ইচ্ছে হয়েছিল বসে ওটা চালাব?যদি কখনো আপনাকে কেউ চালানোর সুযোগ না দিত?

খুব বেশি মডেলিং প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে. মডেলিং হলো কাউকে সামান্য একটু দেখানো তারপর তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া. প্রথমবার যখন চালালেন কি হয়েছিল? ওরা কি সাইকেলটা দিয়ে চলে গেছিল?

হয়ত না. যখন মানুষ প্রথমবার সাইকেল চালাতে শেখে তখন প্রথম কয়েক পাক কেউ সঙ্গে থাকে. সাইডে সাইডে থাকে যাতে পরলে ধরতে পারে.

সেটাই হলো সাহায্য.

মডেল, **সাহায্য**, দেখ তারপর ছেড়ে দাও.

সাহায্য করা মানে যে শিখছে তাকে ব্যাপারটা রপ্ত করতে দেওয়া কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সে যেন পরে না যায়. সাহায্য করতে বেশি সময় লাগে. খুব বেশি নয়. আসলে হাতে ধরে শেখাতে হয় কোন দিকে যাবে কিভাবে ধরবে, তবে এটা শুধু সাধারণ ব্যাপারটা বোঝানো. কাউকে পারফেক্ট বানানো হচ্ছে না. শুধু প্যাডেল করা শেখানো.

ভাবতে পারছেন আপনি যখন প্রথম কয়েকটা প্যাডেল ঘোরাচ্ছেন, আপনর গতি বাড়ছে, তখন কেউ আপনার পাশে পাশে দৌড়চ্ছে? ওরা বেশিক্ষণ থাকবে না, আর আপনিও কখনো ভারসাম্য রাখাটা শিখে উঠতে পারবেন না.

সাহায্য করার মানে হলো কাউকে স্টিয়ারিং হাতে দিয়ে বলা একটু চালিয়ে দেখ. যখন তারা চালাতে শুরু করবে, তখন পরবর্তী যে শিখবে তার জন্য এরা মডেলের কাজ করবে. এমনকি যখন কারোর হাত থাকেনা সাইকেলে, তখনও কিন্তু আপনি একা থাকেন না. তখন ও কেউ আপনার ওপর নজর রাখে কিন্তু দূর থেকে.

সেটাই হলো দেখা.

মডেল, সাহায্য করা, **দেখা এবং** ছেড়ে দেওয়া.

দেখা মানে হলো ততক্ষণ শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখা যতক্ষণ না তারা রপ্ত করছে বিষয়টা তবে সেটা দুরে থেকে.সাইকেল চালানোয়, কেউ খুব কম সময়ে অনেকদূর চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় তারা রাস্তার সব নিয়ম জানে. দেখা মানে হলো খেয়াল রাখা যাতে সামনের মানুষটা নিরাপদ থাকে- এমনকি কেউ না থাকাকালীনও. দেখা মানে এই নয় যে সামনের মানুষটা নিজের কাজ বোঝে কি না জানা এটাও খেয়াল রাখতে হবে কেউ না থাকলেও যেন তারা সেই কাজটা করে.

প্রশিক্ষণের চক্রের এই ধাপে, শিক্ষার্থী নিজে শিখে অন্যকে শেখাবে কিভাবে উন্নতি করা যায়...অন্যদের বাড়তে সাহায্য করবে...যাতে অন্যরাও বড় হতে পারে. শিষ্যরা যারা নিজেদের শিষ্য বানায় একের পর এক একের পর এক. এক নাগারে তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্ম ধরে.

দেখা মানে হলো শিক্ষার্থী যেন পরিপক্ক হয়ে ওঠে সেটা দেখা এবং যেন স্বইচ্ছেতে অন্যকে সাহায্য করতে যায়. দেখতে সময় লাগে. হয়ত মডেলিং আর সাহায্য করার তুলোনায় ১০ গুন বেশি সময় লাগে. অনেকটাই লম্বা. তবে অপেক্ষার ফল ভালই হয়.ক্রমে- চালক একাই সাইকেল চালায়.

ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো এটা.

মডেল, সাহায্য করা, দেখা এবং ছেড়ে **দেওয়া**.

ছেড়ে দেওয়াটা গ্র্যজুয়েশানের মত. ছাত্র শিক্ষক হয়ে ওঠে. কর্মী সহকর্মী হয়ে ওঠে. শিষ্য বন্ধু হয়ে ওঠে. সাইকেল চালানোতে, যে আপনাকে চালানো শেখাবে সে প্রতিবার আপনার সাথে যাবে না. কখনকখনো তারা আপনার সঙ্গে সাইকেল চালাবে. কখনো আপনি একা চালাবেন, বা অন্যের সাথে,

বা একা.

ছেড়ে দেওয়া মানে হলো ভালবাসার ব্যক্তিকে শেষ উপহারটা দেওয়া- মুক্তির উপহার. ছেড়ে মানে কাউকে যেতে দেওয়া এমন জায়গায় যেখানে আগে আপনি গেছেন কিন্তু সেই জায়গাতেও যেতে বলা যেখানে আপনি আগে যাননি.

মডেল, সাহায্য করা, দেখা এবং ছেড়ে দেওয়া.এইহলো প্রশিক্ষণের চক্র.

এক থেকে একাধিকের মধ্যে. মিশন থেকে বিপ্লব বানিয়ে তোলা.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- আপনি কি কখনও প্রশিক্ষণ চক্রের অংশ ছিলেন?
- আপনি কাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন? অথনা আপনাকে কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?
- একই ব্যক্তি কি বিভিন্ন দক্ষতা শেখার সময় প্রশিক্ষণ চক্রের বিভিন্ন অংশে থাকতে পারে?
- এভাবে কাউকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কেমন হবে?

কার্যকলাপ

(৬০ - ৯০ মিনিট)

৩/৩ দলগত সভা

- পিছনে তাকান – একে অপরের সাথে চেক-ইন করার জন্য গত সেশনের "আনুগত্য করুন, প্রশিক্ষণ দিন এবং ভাগ করুন" চ্যালেঞ্জগুলি ব্যবহার করুন। (৩০ মিনিট)
- উপরের দিকে তাকান – আপনার দলের পাঠের অংশ হিসেবে মার্ক ৫:১-২০ ব্যবহার করুন এবং "উপরের দিকে তাকান" বিভাগে ১-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন। (৩০ মিনিট)
- উপরের দিকে তাকান – আপনি কীভাবে "আনুগত্য করুন, প্রশিক্ষণ দিন এবং ভাগ করুন" তা বিকাশ করতে "উপরের দিকে তাকান" বিভাগে ৫, ৬ এবং ৭ নম্বর প্রশ্নগুলি ব্যবহার করুন। (৩০ মিনিট)

ফিরে দেখা

ধাপ ১ - ধন্যবাদ জ্ঞাপন

প্রত্যেকে এমন কিছু ভাগ করে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় নিন যার জন্য তারা কৃতজ্ঞ।

ধাপ ২ - আপনার সংগ্রাম ভাগ করে নেওয়া এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা করা

আপনার দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের সংগ্রামের কিছু বিষয় সংক্ষেপে ভাগ করতে বলুন। অন্য কাউকে তাদের ভাগ করা বিষয় সম্পর্কে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলুন।

ধাপ ৩ – দলকে কেন্দ্রীভূত করা

সময় নিন এবং মনে রাখবেন কেন আপনি একসাথে আছেন – ঈশ্বরকে ভালোবাসা, অন্যদের ভালোবাসা, যীশুকে ভাগ করে নেওয়া এবং অন্যদেরও তাঁর সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করা।

ধাপ ৪ – চেক ইন

প্রত্যেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন:

- আপনি এখন পর্যন্ত যা শিখেছেন তা কীভাবে মেনে চলেন?
- আপনি যা শিখেছেন তা কাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?
- আমরা যখন থেকে একসাথে আছি, তখন থেকে আপনি আপনার গল্প বা ঈশ্বরের গল্প কার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন?)

দেখা

ধাপ ১ – ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান

একটু সময় নিন প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের সাথে সহজ এবং সংক্ষেপে কথা বলুন। আপনি যে অংশটি পড়তে চলেছেন তা থেকে তাঁর পবিত্র আত্মাকে শিক্ষা দিতে বলুন।

ধাপ ২ – ঈশ্বরের বাক্য পড়ুন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন

দলের কাউকে বাইবেল থেকে পড়তে বলুন। পড়া শেষ হলে, দলটি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দেবে:

- এই অনুচ্ছেদটির মধ্যে আপনার কী পছন্দ হয়েছে?
- আপনার কাছে কোন অংশটি বুঝতে কঠিন বলে মনে হয়েছে?

একই অনুচ্ছেদটি দ্বিতীয়বার পড়ুন, এবং তারপর দলটিকে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন:

- এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা মানুষদের সম্পর্কে কী শিখতে পারি?
- এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিখতে পারি?

মনে রাখবেন অনুচ্ছেদটি মেনে চলুন এবং এটি সাধারণরাখুন!

সামনের দিকে তাকিয়ে

ধাপ ১ – ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য প্রার্থনা

আপনাদেরদলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নীরবে প্রার্থনা করতে এবং ঈশ্বরকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে বলুন:

- ঈশ্বর, আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেনতা আমি কীভাবে মেনে চলতে এবং প্রয়োগ করতে পারি?
- এই অংশ থেকে আমি কাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি যাতে তারা তোমাকে আরও বেশি করে মান্য করতে এবং ভালোবাসতে শিখতে পারে?
- তুমি কার সাথে আমার সাক্ষ্য বা যীশুর সুসমাচার ভাগ করে নিতে চাও?

ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাছে তোমাকে নির্দিষ্ট উত্তর, নির্দিষ্ট নাম এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে বলুন যা তুমি এখন থেকে তোমার দল আবার মিলিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে নিতে পারো।

ধাপ ২ – অঙ্গীকার সংগ্রহ

আপনার দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য প্রভুর কাছ থেকে যা শুনেছেন তা ভাগ করে নিতে বলুন। কেউ হয়তো এক, দুটি, এমনকি তিনটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই প্রভুর কাছ থেকে কিছুই শোনেনি। তারা কেবল বলতে পারে যে তারা শোনেনি।

কিন্তু মনে রাখবেন, দলটির প্রভুর কাছ থেকে শোনা উচিত। যীশু বলেছিলেন – "আমার মেষরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে।" এবং আপনার বাধ্যতার পদক্ষেপগুলি যত বেশি সুনির্দিষ্ট হবে, আবার দেখা হওয়ার আগে তাদের বাধ্য হওয়া তত সহজ হবে।

ধাপ ৩ – আপনার পরিকল্পনা অনুশীলন করা

একসাথে সময় শেষ করার আগে, আপনার ৩/৩ জনকে দুই বা তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন এবং প্রভু আপনাকে যা করতে বলেছেন তা অনুশীলন করুন।

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- ৩/৩ গ্রুপ সম্পর্কে আপনার সবচেয়ে বেশি কী পছন্দ হয়েছে? কেন?
- সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কী ছিল? কেন?

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে ধারণাটি শোনা গেছে:

- প্রশিক্ষণ চক্র

এই সেশনে শোনা সরঞ্জাম :

- ৩/৩ দলগত সভা

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

জুমেতে শেখা একটি দক্ষতা বা ধারণা বেছে নিন এবং চতুর্থ প্রজন্মের কাছে এটি পুনরুত্পাদন করার জন্য কাউকে পরামর্শ দিন।

ভাগ করুন

আপনার পরামর্শদাতা ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করুন যে তিনি এই প্রক্রিয়াটি আরও একটি (পঞ্চম) প্রজন্মের কাছে চালিয়ে যান।

ZÚME

সেশন ৮

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **9870**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

এই প্রশিক্ষণে আপনার দলকে এতদূর আসার জন্য শক্তি, মনোযোগ এবং বিশ্বস্ততা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান। ঈশ্বরকে অনুরোধ করুন যেন তাঁর পবিত্র আত্মা দলের সকলকে মনে করিয়ে দেন যে তাঁকে ছাড়া তারা কিছুই করতে পারে না!

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- নেতৃত্ব কোষ

আর আমরা আমাদের টুলকিট থেকে এই সরঞ্জামটি অনুশীলন করব:

- ৩/৩ দলগত সভা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

নেতৃত্ব কোষ

এই অধ্যায়ে আমরা শিখব কিভাবে লিডারশিপ সেলস একজন অনুগামিকে অল্প সময়ের মধ্যে আজীবনের মত লিডার বানিয়ে তোলে.

একজন থেকে দুজন.দুজন থেকে চারজন.চারজন থেকে আটজন.ব্যাক্তির বৃদ্ধি. প্রজন্মের পর প্রজন্মের বৃদ্ধি. সিধান্তের বৃদ্ধি. এই মডেল পরমেশ্বর বানিয়েছেন নিজের সৃষ্টিতে. পরমেশ্বর চান তার পরিবারের বৃদ্ধি যেন এভাবেই হয়. আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি ৩/৩ প্যাটার্ন যা ক্রেতাকে উত্পাদক করে তোলে, ছাত্রকে নেতা আর শিষ্যকে শিক্ষক.

পেছনে দেখ- ওপরে দেখ- সামনে দেখ.শেখ- মানো- বলো.

এইভাবে এক হলে বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বাড়বে আর যিশু খ্রিষ্টের অনুগামীদের মধ্যে পুনরুত্পাদন ক্ষমতা তৈরী হবে.এইভাবে সহজেই শিষ্যের সংখ্যা বাড়ানো যাবে.

কিন্তু যদি কোনো দল কিছু দিনের জন্যই এক হয় তাহলে? তাহলেও কি তারা পরমেশ্বরের রাজ্য বড় করতে পারবে?লিডারশিপ সেলস হলো এক উপায় ৩/৩ পদ্ধতি কাজে লাগানোর যখন আপনি জানেন এই দল কতদিন একসঙ্গে থাকবে.

লিডারশিপ সেলস একজন বিশ্বাসীকে কম সময়ের মধ্যে পুনরুত্পাদনের নকশা শিখিয়ে দেয় যা আজীবন কাজে লাগে.

লিডারশিপ সেলস শিক্ষার্থীদের লিডার বানিয়ে তোলে যারা পরে নতুন দল শুরু করবে, নতুন গির্জা বানাবে, এবং আরো লিডারশিপ সেলস তৈরী করে পরমেশ্বরের পরিবার বড় করার জন্য.

লিডারশিপ সেলস ভালো কাজ করে যখন দল গতিশীল হয়. যাযাবর, ছাত্র, সৈনিক, অস্থায়ী কর্মী যারা লিডারশিপ সেলসএ যিশু খ্রিস্টের কাজ অনুসরন করে. তাদের সংস্কৃতি, তাদের জীবিকা বা জীবনধারার জন্য- ওদের হয়ত বর্তমান দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতেই পারে যে কিভাবে নতুন জায়গায় নতুন দল বানানো যায়.

লিডারশিপ সেলস তখন ও ভালো কাজ করে যখন এক দল মানুষ বিশ্বাসের নাম একত্রিত হয়. এক পরিবার, কয়েকজন বন্ধু, বা কোনো ছোট গ্রামকে অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজীবনের মত উত্পাদন বানানো যায়- এমনকি আলাদা ভাবে তাদের সাথে দেখা না করে বা কোনো আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ না দিয়েও.

আগের অধ্যায়ে আমরা শিখেছি এবং অভ্যেস করেছি ৩/৩ প্যাটার্নের শেষ দুই ভাগ. এবার আমরা গোটা প্যাটার্নটা অভ্যেস করব—পুরো তিনটে অংশ—পেছনে দেখা- ওপরে দেখা, সামনে দেখা.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- আপনার পরিচিত যীশুর অনুসারীদের কি এমন কোন দল আছে যারা মিলিত হচ্ছে অথবা মিলিত হয়ে জুমে প্রশিক্ষণ শেখার জন্য একটি নেতৃত্ব কোষ গঠন করতে ইচ্ছুক?
- তাদের একত্রিত করতে কী করতে হবে?

কার্যকলাপ

(৬০ - ৯০ মিনিট)

৩/৩ দলগত সভা

- পিছনে তাকান – একে অপরের সাথে চেক-ইন করার জন্য গত সেশনের "আনুগত্য করুন, প্রশিক্ষণ দিন এবং ভাগ করুন" চ্যালেঞ্জগুলি ব্যবহার করুন। (৩০ মিনিট)
- দেখুন – প্রেরিত ২:৪২-৪৭ পদকে আপনার দলের পাঠের অংশ হিসেবে ব্যবহার করুন এবং ১-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন। (৩০ মিনিট)
- এগিয়ে দেখুন – ৫, ৬ এবং ৭ নম্বর প্রশ্ন ব্যবহার করে আপনি কীভাবে বাধ্য হবেন, প্রশিক্ষণ দেবেন এবং ভাগ করে নেবেন তা বিকাশ করুন। (৩০ মিনিট)

ফিরে দেখা

ধাপ ১ – ধন্যবাদ জ্ঞাপন

প্রত্যেকে এমন কিছু ভাগ করে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় নিন যার জন্য তারা কৃতজ্ঞ।

ধাপ ২ – আপনার সংগ্রাম ভাগ করে নেওয়া এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা করা

আপনার দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের সংগ্রামের কিছু বিষয় সংক্ষেপে ভাগ করতে বলুন। অন্য কাউকে তাদের ভাগ করা বিষয় সম্পর্কে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলুন।

ধাপ ৩ – দলকে কেন্দ্রীভূত করা

সময় নিন এবং মনে রাখবেন কেন আপনি একসাথে আছেন – ঈশ্বরকে ভালোবাসা, অন্যদের ভালোবাসা, যীশুকে ভাগ করে নেওয়া এবং অন্যদেরও তাঁর সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করা।

ধাপ ৪ – চেক ইন

প্রত্যেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন:

- আপনি এখন পর্যন্ত যা শিখেছেন তা কীভাবে মেনে চলেন?
- আপনি যা শিখেছেন তা কাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?
- আমরা যখন থেকে একসাথে আছি, তখন থেকে আপনি আপনার গল্প বা ঈশ্বরের গল্প কার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন?)

দেখা

ধাপ ১ – ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান

একটু সময় নিন প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের সাথে সহজ এবং সংক্ষেপে কথা বলুন। আপনি যে অংশটি পড়তে চলেছেন তা থেকে তাঁর পবিত্র আত্মাকে শিক্ষা দিতে বলুন।

ধাপ ২ – ঈশ্বরের বাক্য পড়ুন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন

দলের কাউকে বাইবেল থেকে পড়তে বলুন। পড়া শেষ হলে, দলটি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দেবে:

- এই অনুচ্ছেদটির মধ্যে আপনার কী পছন্দ হয়েছে?
- আপনার কাছে কোন অংশটি বুঝতে কঠিন বলে মনে হয়েছে?

একই অনুচ্ছেদটি দ্বিতীয়বার পড়ুন, এবং তারপর দলটিকে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন:

- এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা মানুষদের সম্পর্কে কী শিখতে পারি?
- এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিখতে পারি?

মনে রাখবেন অনুচ্ছেদটি মেনে চলুন এবং এটি সাধারণরাখুন!

সামনের দিকে তাকিয়ে

ধাপ ১ – ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য প্রার্থনা

আপনাদেরদলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নীরবে প্রার্থনা করতে এবং ঈশ্বরকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে বলুন:

- ঈশ্বর, আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেনতা আমি কীভাবে মেনে চলতে এবং প্রয়োগ করতে পারি?

- এই অংশ থেকে আমি কাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি যাতে তারা তোমাকে আরও বেশি করে মান্য করতে এবং ভালোবাসতে শিখতে পারে?
- তুমি কার সাথে আমার সাক্ষ্য বা যীশুর সুসমাচার ভাগ করে নিতে চাও?

ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাছে তোমাকে নির্দিষ্ট উত্তর, নির্দিষ্ট নাম এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে বলুন যা তুমি এখন থেকে তোমার দল আবার মিলিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে নিতে পারো।

ধাপ ২ – অঙ্গীকার সংগ্রহ

আপনার দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য প্রভুর কাছ থেকে যা শুনেছেন তা ভাগ করে নিতে বলুন। কেউ হয়তো এক, দুটি, এমনকি তিনটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই প্রভুর কাছ থেকে কিছুই শোনেনি। তারা কেবল বলতে পারে যে তারা শোনেনি।

কিন্তু মনে রাখবেন, দলটির প্রভুর কাছ থেকে শোনা উচিত। যীশু বলেছিলেন – "আমার মেষরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে।" এবং আপনার বাধ্যতার পদক্ষেপগুলি যত বেশি সুনির্দিষ্ট হবে, আবার দেখা হওয়ার আগে তাদের বাধ্য হওয়া তত সহজ হবে।

ধাপ ৩ – আপনার পরিকল্পনা অনুশীলন করা

একসাথে সময় শেষ করার আগে, আপনার ৩/৩ জনকে দুই বা তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন এবং প্রভু আপনাকে যা করতে বলেছেন তা অনুশীলন করুন।

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনের ধারণা:

- নেতৃত্ব কোষ

এই সেশনের হাতিয়ার:

- ৩/৩ দলগত সভা

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

আপনার ১০০ জনের তালিকা থেকে এমন কিছু লোক নির্বাচন করো যারা বিশ্বাসী। তাদের কাছে নেতৃত্ব কোষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো এবং দেখো তারা এর অংশ হতে আগ্রহী কিনা।

ভাগ করুন

আপনার দলটি আবার মিলিত হওয়ার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো এবং জিজ্ঞাসা করো যে তিনি তোমাকে নেতৃত্ব কোষের টুলটি কার সাথে ভাগ করে নিতে চান। তাদের চ্যালেঞ্জ করো যে তারা এটি অন্য কারো সাথে ভাগ করে নেবে।

ZÚME

সেশন ৯

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **1355**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান যে তাঁর পথ আমাদের পথ নয় এবং তাঁর চিন্তাভাবনা আমাদের চিন্তা নয়। তাঁকে বলুন যেন তিনি আপনার দলের প্রতিটি সদস্যকে খ্রীষ্টের মন দেন - সর্বদা তাঁর পিতার কাজের উপর মনোযোগী হন। পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনার সময় একসাথে পরিচালনা করেন এবং এটিকে এখন পর্যন্ত সেরা সময় করে তোলেন।

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই অধিবেশনে, আমরা এই ধারণাগুলি শুনব এবং আলোচনা করব:

- অ-ক্রমিক বৃদ্ধি
- গতি
- সর্বদা দুটি গির্জার অংশ

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামটি যুক্ত করব:

- কোচিং চেকলিস্ট
- চারটি ক্ষেত্র
- প্রজন্মগত মানচিত্র করা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

অ-ক্রমিক বৃদ্ধি

আজকের অধ্যায়ে আমরা শিখব যে রাজ্যকে বড় করার জন্য একই ধারায় চিন্তাভাবনা করার অভ্যেস কি করে ভাঙ্গা যায়.এমন শিষ্য বানাতে হবে যারা শিষ্য তাড়াতাড়ি বানাতে পারে, সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে একাধিক জিনিস ঘটতে পারে তবে কোনো জিনিস করার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই.

আমাদের শিখতে হবে বিনা ক্রমে হওয়া উন্নতির কথা.মানুষ যখন শিষ্য বাড়ানোর কথা ভাবে, তারা মনে করে এটা ধাপে ধাপে হওয়া এক পদ্ধতি.

প্রথমে প্রার্থনা. তারপর প্রস্তুতি. তারপর পরমেশ্বরের সুখবর বলা. তারপর শিষ্য বানানো. তারপর গির্জা স্থাপন করা. তারপর নেতা বানানো. তারপর পুনরুত্পাদন.

আমরা যখন এইভাবে শিখি, রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটানো খুবই সহজ বলে মনে হয়, একই ধারা এবং একই ক্রমে হওয়া পদ্ধতি.সমস্যা হলো এইভাবেই প্রতিবার হয়না.বড় সমস্যা হলো এইভাবে করলে প্রতিবার সুফল পাওয়া যায়না.

এই রেখা একজন ব্যাক্তির জীবন তুলে ধরে.এইহলো জন্ম. এখানে প্রথমবার তারা পরমেশ্বরের সুখবর শোনে.

এখানে ওরা যিশু খ্রিস্টকে অনুসরন করার পথ বেছে নেয়. এখানে ওরা প্রথমবার নিজেদের এবং পরমেশ্বরের গোল বলে আর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে. এখানে তাদের জীবন শেষ হয়ে যায়.

তাহলে এখান থেকে এখানে- যিশু খ্রিস্টের ব্যাপারে প্রথম শোনা থেকে তার গল্প প্রথম বলা অবধি আমরা আধ্যাত্মিক প্রজন্ম বলে থাকি.

এতটা সময় দিতে হবে সংখ্যাবৃদ্ধির আগে.এতটা সময় দিতে হবে পরমেশ্বরের পরিবার বড় করার আগে.এইভাবে শিষ্যদের শেখানো হয়.কিন্তু যখন আমরা সবচেয়ে বড় আশীর্বাদের নমুনা ব্যবহার করি তখন দেখুন কি হয়.

এবার এক নতুন শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়.আধ্যাত্মিক প্রজন্ম ছোট হয়. কেউ পরমেশ্বরের সুখবর তাড়াতাড়ি শুনতে পায়. পরমেশ্বরের পরিবার তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে. বহু মানুষ অনন্তকালের জন্য বেঁচে যায়.

আর সবকিছু- শুধুমাত্র এগিয়ে চললেই হয় বৃদ্ধির সময়. কিন্তু একনাগাড়ে এগিয়ে চললে কি হবে? কিহবে যদি কেউ তাড়াতাড়ি সংখ্যা বৃদ্ধি করে? কিহবে যখন প্রথম শোনা মাত্রই কেউ বলে দেয় বিশ্বাস জন্মানোর আগেই?

কিছু মানুষ পরমেশ্বরের বাণী শোনামাত্রই কয়েকজন মানুষ বা পরিবার বা বন্ধুবান্ধবকে বলে দেয় এমনকি যিশু খ্রিস্টকে হ্যা বলার আগেই.যদি আমরা এইসব মানুষকে দেখাই কিকরে মানুষকে জড়ো করে নিজের কথা বলতে হয় এবং অন্যদেরকেও কিকরে শেখাতে হয়, তাহলে পরমেশ্বরের পরিবার দ্রুত বেড়ে উঠবে.

শিষ্য হওয়াটা যিশু খ্রিস্টের কাছে পৌঁছনোর একটা পথ সেটা নয় যা আমরা উদ্ধার পাওয়ার পর বলে থাকি. এটা হলো এমন পদ্ধতি যাতে কোনো পরিবার বা বন্ধু এমনকি গোটা গ্রাম যিশু খ্রিস্টকে অনুসরন করতে পারে. কিন্তু যদি কেউ আরো তাড়াতাড়ি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় তাহলে?কেউ যদি পরমেশ্বরের পদ্ধতি তার পুত্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই বলে দেয় তাহলে?

কখনো কখনো কোনো দল শুনতে পায়না বা ততক্ষনাত পরমেশ্বরের সুখবর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেনা. কিন্তু এই দল তাও পরমেশ্বরের পদ্ধতি শিখতে পারে- কিছু উপায় থেকে যেমন কমিউনিটি বানানো বা লিডারশিপ প্রশিক্ষণ নিয়ে. এই দল পরমেশ্বরের পদ্ধতি বাড়িয়ে দিতে পারে- শেখা- মানা- বলা- আর অন্যদের শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা যিশু খ্রিস্টের প্রথম বাণী শোনার আগেই সব করে দেয়.

যখন এমনটা হয়, পরমেশ্বরের কায়দা ইচ্ছুকের মনে ছেপে যায়. তার কায়দা একটা কমিউনিটিতে চলে আসে কারণ ব্যাক্তিগত জীবনেও. পরমেশ্বরের পথ তৈরী হওয়ার পর- পরমেশ্বরের সুখবর সত্যি তুলে ধরতে পারে যা এতদিন ধরে তারা পেয়ে আসছে.এই ভাবে কোনো সংস্থা, কোনো কমিউনিটি, এমনকি দেশ যিশু খ্রিস্টের অনুগামী হয়ে উঠতে পারে.

বিনা ক্রমে হওয়া বৃদ্ধিতে বোঝা দরকার যে কি প্রয়োজন আমাদের?পদ্ধতি যাই হোক- বড় প্রশ্ন সবসময় একই থাকবে. কে সেই ভালো মাটি যাতে ভালো ফল পাওয়া যাবে? কে শিখে অভ্যেস করে প্রতিবার ভাগ করবে?

এই ভালো মাটি চেনা- সুহৃদয়বানদের চেনা- আমাদের সময় ব্যায় পরিশ্রম এবং কষ্টকে ভুলিয়ে দেবে.এদের কাছেই আমরা মনের কথা বলি. এদের সাথেই জীবনটা ভাগ করে নি.এদের হাতেই পরমেশ্বরের রাজ্য ভালমত করে বেড়ে ওঠে.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- এই ভিডিওতে আপনি সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ধারণাটি কী শুনেছেন? কেন?
- সবচেয়ে কঠিন ধারণাটি কী? কেন?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

গতি

আজকের অধ্যায়ে আমরা জানব সংখ্যাবৃদ্ধিটা জরুরি কেন আর দ্রুত বাড়ানোটা কেন জরুরি. আজকের সেশন হলো গতি নিয়ে.গতি নির্ভর করে সমস্যার ওপর, কত দ্রুত বা ধীর গতিটা কাজটা হচ্ছে.গতি জরুরি কারণ আমরা সবাই আজীবন কাটিয়ে দিচ্ছি- এমনএক অস্তিত্ব যা অমর- তার ব্যাপারে আমরা জানছি অল্প সময়ে সেটা হলো আমাদের জীবন.

পরমেশ্বর বলেছেন তার আমাদের ওপর ধর্য্য আছে- উনি চাননা কারোর বিনাশ হোক, উনি চান সবাই ওনার স্মরনাপন্ন হোক.পরমেশ্বর আমাদের বেশি সময় দেন কারণ উনি জানেন উনি আমাদের যেই কাজ করতে দিয়েছেন তার জন্য সময় অনেক কম আর সবার কাছে পৌঁছনোর জন্য উনি আমাদের কাছে দেখেছেন.

যিশু খ্রীষ্টকে কাছ থেকে অনুসরন করতে আমাদের প্রভুকে আরো দ্রুত অনুসরন করতে হবে. নিজেদের সময় নিয়ে করলে হবে না. গতি বাড়াতে হবে.

পৃথিবীব্যাপী গির্জা—যিশু খ্রিষ্টের সমস্ত অনুগামী, একসঙ্গে—আগের তুলোনায় অনেক বেশি বড় হবে.পৃথিবীব্যাপী গির্জা—যিশু খ্রিস্টের সমস্ত অনুগামী, একসঙ্গে – আগের তলনায় বিশ্বের জনসংখ্যার অনেক বড় অংশ হবে.তবে এত সংখ্যক মানুষ হলেও- পৃথিবীব্যাপী গির্জা দ্রুত বাড়ছে না পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার মতন.

যার মানে হলো আগের তুলোনায় বেশি সংখ্যক মানুষ যিশু খ্রিষ্টকে অনুসরন করলেও, যারা অনুসরন করেনা তাদের সংখ্যা বেশি এবং তারা আজীবন তার থেকে দুরেই থাকবে, যা ছিলো তার চেয়েও বেশি.

এমন শিষ্য বানানো যারা সংখ্যা বাড়াবে সত্যি জরুরি.একজন শিষ্যকে দিয়ে শুরু করুন.যদি তারা সংখ্যা বাড়ায় এবং প্রতি ১৮ মাসে একজন নতুন শিষ্যকে আনে- মানে একটা গোটা বছর আরো অর্ধেক বছর পর- আর তারপর নতুনরাও যদি তাই করে- তাহলে ১০ বছরে, যিশু খ্রিষ্টের ভক্তের সংখ্যা দাড়াবে ৬৪. ৬৪ জন মানুষ আজীবন কাটাবে পরমেশ্বরের ভালবাসার মধ্যে.

কিন্তু যদি তাদের গতি একটু দ্রুত হয়? যদি তারা নিজেদের কর্মগতি বাড়িয়ে নেয়.

এবার যদি ওরা ৪ মাসে সংখ্যা বাড়ায়- বছরের এক চতুর্থাংশ সময়ে- ১৮ মাসের পরিবর্তে, আর নতুন শিষ্যরাও যদি একই করে- তাহলে ১০ বছরে, যিশুর অনুগামীর সংখ্যা ১০০ কোটি হয়ে যাবে. একবার ভেবে দেখুন. ১০০র চেয়ে কমের পরিবর্তে. ১,০০০,০০০,০০০ চেয়ে বেশি.

শুধুমাত্র গতি বাড়িয়ে নিয়েই.

১৮ মাস থেকে ৪ মাসে নেমে যাওয়া মানে আমরা সাড়ে চার গুন দ্রুত চলছি. তবে এই গতি প্রতিটা শিষ্যের মধ্যে থাকতে হবে ১০ বছর মানে পরমেশ্বরের পরিবার বেড়ে উঠবে দেড় কোটির চেয়ে বেশি দ্রত গতিতে.একশোর চেয়ে কম ছিল.এখন কোটির চেয়ে বেশি.

গতি জরুরি.

আমাদের গল্প এবং পরমেশ্বরের গল্প ভাগ করা এবং কাউকে যিশু খ্রিষ্টকে অনুসরন করা শেখানো মানেই পরিবার বড় হবে. নতুন অনুগামীকে বোঝানো কিভাবে একই জিনিস করা যায় তাতেও পরমেশ্বরের পরিবার বড় হবে দাবানলের মতন. খুব তাড়াতাড়ি. আটায় থাকা ছত্রাকের মতন.

জুমের মতন.

শুধুমাত্র গতি বাড়িয়ে.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- গতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- গতির জন্য ঈশ্বরের অগ্রাধিকারের সাথে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে আপনার চিন্তাভাবনা, কর্ম বা মনোভাবের কী পরিবর্তন করা দরকার?
- এই সপ্তাহ থেকে আপনি কী করতে পারেন যা পরিবর্তন আনবে?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

সর্বদা দুটি গির্জার অংশ

এই অধ্যায়ে, আমরা শিখব কিভাবে যিশুখ্রিষ্টের অনুগামীরা PART OF TWO CHURCHESর অংশ হয়ে উঠে, একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসী পরিবারকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে সমস্ত শহরে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে পরমেশ্বরের বাণীতে- আমরা শিখেছি আমাদের জন্য ওনার নিঁখুত পরিকল্পনাটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক পরিবারের মধ্যে বাঁচা. বাইবেল এই পরিবারকে তিন ধরনের গির্জার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছে.

- সর্বজনীন গির্জা—যারা বিশ্বাসী ছিলেন, যারা বিশ্বাসী আর যারা বিশ্বাসী হবেন সবার একজোট হওয়া.
- আঞ্চলিক বা শহরের গির্জা—কোনো শহরের বা দেশের কোনো অঞ্চলের সমস্ত বিশ্বাসীদের একজোট হওয়া.
- সাধারণ গির্জা— ছোট্ট একটা বিশ্বাসী মানুষদের দলের কোনো বিল্ডিং বা বাড়ির মধ্যে একত্রিত হওয়া.

এই সবচেয়ে ছোট দলটা- এই ধরনের গির্জা- হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক পরিবার যারা একসাথে জীবন কাঁটায় আর এটা সবচেয়ে ভালো ফল দেয় যখন পরিবার বহু মাস বা বহু বছর একত্রিত হয়ে একজোট হয়ে কাজ করে তখন. একই সঙ্গে, যিশুখ্রিষ্ট নিজের অনুগামীদের আদেশও দিয়েছেন যেন তারা ক্রমাগত নতুন আধ্যাত্মিক পরিবার গড়ে তুলতে থাকে, মানুষকে আর যিশুখ্রিষ্টের মত করে তোলে, এবং নতুন আধ্যাত্মিক পরিবার কিভাবে গড়ে তুলতে হয় তাদেরকে সেটাও শেখায়.

যিশুখ্রিষ্ট আমাদের বলেছেন- তুমি গিয়া সমুদয় জাতীর মানুষকে শিষ্য বানাও, আর তাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে, বাপ্তিস্ম দান করো. তাহলে এইদুটো জিনিস একসাথে কিভাবে করা সম্ভব- কিভাবে আমরা একটা গির্জার অংশ হয়ে থাকা সত্বেও নতুন গির্জা গড়ে তোলার কাজ করব- তাও সেটা একই সময়ে?

একটা সাধারণ গির্জা কল্পনা করুন- মাত্র চারটে পরিবার. প্রতিটি জুটির প্রতিক হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দম্পতি যারা নিজেদের পরিবার চালনা করে. এই সমস্ত দম্পতি একটা গির্জার অংশ- এটা এদের চলমান আধ্যাত্মিক পরিবার.

এদের সাথেই জীবন অতিবাহিত করে- ভাই এবং বোনেরা যারা ভালোবাসা আর ভালো কাজে উত্সাহ দেয়. কিন্তু এই দম্পতিরাই আবার নতুন একটা আধ্যাত্মিক পরিবার শুরু করার চেষ্টা করে. নিজেদের ছোট্ট দলের পরিবারের সাথে যেমনভাবে অংশ নেন ঠিক সেভাবে নয়, কিন্তু এরা কাঠামো বানাতে সহায়তা করে, যাতে নতুন আধ্যাত্মিক পরিবার শুরু হয় এবং বৃদ্ধি পায়.

একবার ভাবুন- একটা গির্জা একই সময়ে ছাড়তে নতুন গির্জার জন্ম দিচ্ছে. প্রভু এত দ্রুতই নিজের পরিবার বাড়িয়ে তুলতে পারেন. এভাবেই গির্জা নিজেকে বিস্তার করে তুলতে পারে.

এর আগের এক অধ্যায়ে, আমরা শিখেছি প্রশিক্ষণ চক্রের ব্যাপারে- MODEL, সহায়তা, লক্ষ্য রাখা, আর LEAVE, আর আমরা জানি এই প্রথম দুটো পর্যায়- MODEL আর সহায়তা দুটো তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হয়- যাতে নতুন বিশ্বাসীরা ভালো থাকে আর তাদের বিশ্বাস ক্রমশ বাড়তে থাকে.

তাহলে প্রধান গির্জা আর ওদের চালু করা চারটে নতুন গির্জার কি হলো? Modeling আর সহায়তার ক্ষেত্রে সাহায্য করার পরে, এই দম্পতিরা একইসাথে এই নতুন গির্জাগুলোকেও অন্যদেরকে Modeling আর সহায়তার দিকে সাহায্য করাটাও শিখিয়ে দিয়েছে. এই চারটে নতুন গির্জার ওপরে, আমাদের দম্পতিরা এখন লক্ষ্য রাখার পর্যায়ে রয়েছে- এই নতুন গির্জাগুলি কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেদিকে নজর রাখছে আর ওরা নিজেরা কিভাবে পরের প্রজন্মের গির্জাগুলোকে Modeling আর সহায়তার দিকে সাহায্য করবে সেটা শেখাচ্ছে.

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই একই সময়ে নিজ ভিন্ন একটার চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক পরিবারকে model আর সহায়তা করা সম্ভব না. কিন্তু অনেক গির্জার ওপরে নজর রাখা আর শিক্ষা দেওয়া সম্ভব যাতে বৃদ্ধি পেয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে.

এর মানে একটা আধ্যাত্মিক পরিবার–একটা ছোট্ট দলীয় গির্জা–একই সময়ে অনেক ছোট ছোট দলীয় গির্জার জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারে. এটা অনেক বড় একটা পাওনা. তাহলে কি হবে এইসব গির্জার যারা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন গির্জার জন্ম দিল, সেগুলো আবার নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, যারা আবার নতুন গির্জা স্থাপন করলো? এদের মধ্যে যোগাযোগটা কিভাবে থাকবে? বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক পরিবার হয়ে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করবে?

এর উত্তর হচ্ছে এই সমস্ত সাধারণ গির্জাগুলো মানুষের শরীরে বৃদ্ধি পাওয়া কোষের মত আর এরা একসাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে শহরের বা আঞ্চলিক গির্জার মধ্যে দিয়ে. গির্জা একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত. এদের সবার মধ্যে একই আধ্যাত্মিক DNA রয়েছে. এদের সবার সাথে সেইপ্রথম বৃদ্ধি পাওয়া পরিবারের সম্পর্ক আছে.

আর এখন–কিছু উপদেশের মাধ্যমে– তারা বহুসংখ্যায় একজোট হয়েছে আরো ভালো কাজের জন্য.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

একটি ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক পরিবার বজায় রাখার কিছু সুবিধা কী যা নতুন পরিবারকে জন্ম দেয় যা বৃদ্ধি পায় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করে, ক্রমাগত একটি পরিবার বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির জন্য এটিকে বিভক্ত করার পরিবর্তে?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

কোচিং চেকলিস্ট

যীশু বলেছেন –"এর চেয়ে মহত প্রেম আর হয় না –বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণ দেওয়া." যীশু আমাদের বলেছেন ও তারপর বারবার দেখিয়েছেন যে পরমেশ্বরের পরিবার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় যখন আমরা প্রভুর ইচ্ছের কাছে নিজেদের ইচ্ছে ত্যাগ করি.

প্রশিক্ষণের পরীক্ষণ সূচী খুবই সহজ একটি উপকরণ যা আপনাকে সাহায্য করে যখন আপনি অন্যদের সহায়তা করেন Zumeপ্রশিক্ষনের বিভিন্ন বিভাগে যেমন প্রশিক্ষণ চক্র বা তাদের ১০০ র তালিকা.

অন্যের মধ্যে কোন কুশলতার বিকাশ ঘটতে দেখছেন ?কোন ক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধন প্রয়োজন ?

প্রশিক্ষণের পরীক্ষণসূচী থাকলে লক্ষ্যে স্থির ও মনোনিবেশ করতে সুবিধে হবে যখন আপনি যেখানেই যাবেন সেখানে যীশুর অনুগামীদের ইশ্বরের পরিবারের নেত্রিত্ব দেবার জন্যে তৈরী করবেন.

হ্যা, এরজন্যে সময় ও চেষ্টা দুই চাই. হ্যা, এর অর্থ প্রভুর যথার্থ পরিকল্পনার জন্যে আত্মত্যাগ ও ইচ্ছে জলাঞ্জলি দেওয়া. আর হ্যা, এত সব সত্যেও, এটাই করা উচিত.

প্রশিক্ষণের পরীক্ষণসূচী Zume Toolkit এর একটি সহজ উপকরণ যা আপনাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে জীবনের সবচেয়ে বড় খেলায় –প্রভুর কাজে.

কার্যকলাপ

(২৫ মিনিট)

কোচিং চেকলিস্ট

- লাইন ১ ব্যবহার করে নিজেকে স্ব-মূল্যায়ন করুন এবং প্রশক্ষনের চেকলিস্টে সংশ্লিষ্ট কলামগুলি চিহ্নিত করুন।

স্ব-মূল্যায়ন

শ্রবণ - আমি কি এই সরঞ্জাম বা ধারণা সম্পর্কে শুনেছি?
মান্য করেছি - আমি কি এই সরঞ্জাম বা ধারণা মেনে চলেছি? যদি সরঞ্জাম হয়, তাহলে কি আমি নিজেই এটি অনুশীলন করেছি? যদি ধারণা হয়, তাহলে আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে এটি কীভাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে?
ভাগ করে নেয়া - আমি কি এই সরঞ্জাম বা ধারণাটি ভাগ করেছি? যদি এটি একটি সরঞ্জাম হয়, তাহলে আপনি কি কাউকে এই সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন? যদি এটি একটি ধারণা হয়, তাহলে আপনি কি এই ধারণাটি কারো সাথে ভাগ করেছেন?
প্রশিক্ষিত - আমি কি অন্যদের এই সরঞ্জাম বা ধারণাটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছি? যদি একটি সরঞ্জাম হয়, তাহলে কি আমি কাউকে অন্য কারো সাথে সরঞ্জামটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছি? যদি একটি ধারণা হয়, তাহলে কি আমি কাউকে অন্য কারো সাথে ধারণাটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছি?

মেন্টির / প্রশিক্ষণার্থীর উন্নয়ন স্তর

অজ্ঞাত – প্রশিক্ষণার্থী কি সরঞ্জামটি সম্পর্কে অবগত নন, অপরিচিত, অথবা ভুল বোঝেছেন ?
অদক্ষ – প্রশিক্ষণার্থী কি সরঞ্জামটির সাথে কিছুটা পরিচিত কিন্তু এখনও নিশ্চিত নন?
যোগ্য – প্রশিক্ষণার্থী কি সরঞ্জামটি বোঝেন এবং সরঞ্জামের মূল বিষয়গুলি প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম?
দক্ষ – প্রশিক্ষণার্থী কি আত্মবিশ্বাসী এবং কার্যকরভাবে সরঞ্জামটি প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম বোধ করেন?

পরামর্শদাতার ভূমিকা

মডেল – (নতুন তথ্য প্রশিক্ষণ দিন এবং বোঝাপড়া নিশ্চিত করুন) মডেলিং হল কেবল একটি অনুশীলন বা সরঞ্জামের উদাহরণ প্রদান করা। এটি প্রশিক্ষণ চক্রের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অংশ। এটি সাধারণত একবারই করতে হয়। এটি কেবল একটি অনুশীলন বা সরঞ্জামের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে এবং এটি কেমন দেখাচ্ছে তার একটি সাধারণ ধারণা দেয়। বারবার মডেলিং কাউকে সজ্জিত করার কার্যকর উপায় নয়।
সাহায্য – (তারা মৌলিক বিষয়গুলি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে থাকুন) সাহায্য করা হল শিক্ষার্থীকে দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া। এটি মডেলিং পর্বের চেয়ে বেশি সময় নেয়। এর জন্য পরামর্শদাতার পক্ষ থেকে "হাত ধরে রাখা" প্রয়োজন। পরামর্শদাতাকে নির্দেশনামূলক হতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এই পর্যায়টি ততক্ষণ স্থায়ী হয় না যতক্ষণ না শিক্ষার্থী সম্পূর্ণরূপে দক্ষ হয়, বরং কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয় যতক্ষণ না তারা দক্ষতার মূল বিষয়গুলি বুঝতে পারে। যদি এই পর্যায়টি খুব বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে শিক্ষার্থী পরামর্শদাতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং কখনই পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।
দেখুন– (ধারাবাহিকভাবে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত জড়িত থাকুন) দেখা সবচেয়ে দীর্ঘতম পর্ব । এতে শিক্ষার্থীর সাথে আরও বেশি পরোক্ষ যোগাযোগ জড়িত। এটি দক্ষতার সকল দিকে পূর্ণ দক্ষতা বিকাশের চেষ্টা করে। এটি প্রথম দুটি পর্যায়ের মিলিত সময়ের চেয়ে দশগুণ বা তার বেশি দীর্ঘ হতে পারে। শিক্ষার্থী দক্ষতায় অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে পরামর্শদাতার সাথে যোগাযোগ কম নিয়মিত এবং আরও অস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে।
বিদায় নিন – (সহকর্মী হিসাবে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন) যখন শিক্ষার্থী পরামর্শদাতার সহকর্মী হয়ে ওঠে, তখন ত্যাগ করা এক ধরণের স্নাতকোত্তর। শিক্ষার্থী এবং পরামর্শদাতা একই নেটওয়ার্কে থাকলে পর্যায়ক্রমিক যোগাযোগ এবং সহকর্মীদের পরামর্শ অব্যাহত থাকতে পারে। যখন একজন অভিভাবক সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান ছাড়াই একটি শিশুকে সাইকেল চালানোর জন্য ছেড়ে দেন, তখন এটিই ছেড়ে দেবার পর্ব ।

কোচিং চেকলিস্ট

স্ব-মূল্যায়ন ...	1	**শ্রবণ**	**মান্য করেছি**	**ভাগ করে নেয়া**	**প্রশিক্ষিত**
মেন্টির / প্রশিক্ষণার্থীর উন্নয়ন স্তর ...	2	অজ্ঞাত	অদক্ষ	যোগ্য	দক্ষ
পরামর্শদাতার ভূমিকা ...	3	**মডেল** নতুন তথ্য প্রশিক্ষণ দিন এবং বোঝাপড়া নিশ্চিত করুন	**সাহায্য** তারা মৌলিক বিষয়গুলি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে থাকুন	**দেখুন** ধারাবাহিকভাবে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত জড়িত থাকুন	**বিদায় নিন** সহকর্মী হিসাবে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন
পরামর্শদাতার আচরণ ...	4	প্রত্যক্ষ এবং অবহিত করুন	প্রত্যক্ষ এবং সমর্থন করুন	সমর্থন এবং উৎসাহিত করুন	আপডেট গ্রহণ করুন
পরিকল্পনা দায়িত্ব ...	5	পরামর্শদাতা সিদ্ধান্ত নিবেন	আলোচনা করেন এবং পরামর্শদাতা সিদ্ধান্ত নিবেন	আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণার্থী সিদ্ধান্ত নিবেন	প্রশিক্ষণার্থী সিদ্ধান্ত নিবেন
প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম/ধারণা					
ঈশ্বর সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেন					
শিষ্য এবং গির্জার সহজ সংজ্ঞা					
আধ্যাত্মিক শ্বাস-প্রশ্বাস হল ঈশ্বরের কথা শোনা এবং তার বাধ্য হওয়া					
এস.ও.এ.পি.এস. বাইবেল অধ্যয়ন					
দায়বদ্ধতা দল					
ভোক্তা বনাম প্রযোজক জীবনধারা					
কীভাবে এক ঘন্টা প্রার্থনায় ব্যয় করবেন					

সম্পর্কীয় তত্ত্বাবধান - ১০০ জনের তালিকা					
আধ্যাত্মিক অর্থনীতি					
সুসমাচার এবং এটি কীভাবে ভাগ করবেন					
বাপ্তিস্ম এবং এটি কীভাবে করবেন					
আপনার ৩ মিনিটের সাক্ষ্য প্রস্তুত করুন					
সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি					
হাঁসের বাচ্চা শিষ্যত্ব – তাৎক্ষণিকভাবে নেতৃত্বদান					
রাজ্য কোথায় নেই তা দেখার চোখ					
প্রভুর ভোজ এবং এটি কীভাবে পরিচালনা করবেন					
প্রার্থনায় হাঁটা এবং এটি কীভাবে করবেন					

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- কোন সরঞ্জাম এবং ধারণাগুলি আপনি ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন?
- কোন সরঞ্জাম এবং ধারণাগুলি আপনার মনে হয় ভালোভাবে প্রশিক্ষণ পেতে আপনার কষ্ট হবে?
- কোন সরঞ্জাম বা ধারণা আপনি চেকলিস্ট থেকে যোগ বা বিয়োগ করবেন? কেন?

মনে রাখবেন – আপনার কোচিং চেকলিস্টের ফলাফলগুলি একজন প্রশিক্ষণ অংশীদার বা অন্য পরামর্শদাতার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না।

যদি আপনার কোন কোচ বা পরামর্শদাতা না থাকে, তাহলে QR কোড স্ক্যান করুন এবং এখনই একটি অনুরোধ করুন।

চার ক্ষেত্র এবং প্রজন্মগত মানচিত্র হল ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের প্রচেষ্টাগুলিকে পরিবেশন করার জন্য পরিকল্পিত করা সরঞ্জাম।

স্মরণ করিয়ে দিন: জুমে প্রশিক্ষকরা আপনার স্থানীয় এলাকায় এই সরঞ্জামগুলি প্রয়োগ করতে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ।

চারটি ক্ষেত্র

যীশু প্রায়শই শিষ্যদের পরিচর্যা থেকে দূরে শান্ত জায়গায় নিয়ে যেতেন কাজটি কেমন চলছে তা পর্যালোচনা করার জন্য।

একটি নেতৃত্ব সেল দ্বারা বর্তমান প্রচেষ্টা এবং তাদের চারপাশের রাজ্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিফলিত করার জন্য ফোর ফিল্ড ব্যবহার করা হয়। এটি বিশেষ করে নেতাদের প্রচেষ্টার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, যাতে কোনও ক্ষেত্র উপেক্ষা না হয়।

পরবর্তী দুটি স্লাইড পর্যালোচনা করুন: ক্ষেত্রের বর্ণনা এবং চারটি ক্ষেত্রের উদাহরণ

ফিল্ড – এর বর্ণনা

- খালি ফিল্ড : কোথায় বা কাদের সাথে [কোন লোক গোষ্ঠীর] সাথে আপনি রাজ্য প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছেন?
- বীজ ফিল্ড : কোথায় বা কাদের সাথে আপনি রাজ্যের সুসমাচার ভাগ করে নিচ্ছেন? আপনি কীভাবে তা করছেন?
- বৃদ্ধিমূলক ফিল্ড: আপনি কীভাবে লোকেদের সজ্জিত করছেন এবং তাদের আধ্যাত্মিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে এবং তাদের প্রাকৃতিক নেটওয়ার্কের মধ্যে বৃদ্ধি করছেন?
- খালি ফিল্ড : কোথায় বা কাদের সাথে [কোন লোক গোষ্ঠীর] সাথে আপনি রাজ্য প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছেন?
- বৃদ্ধিমূলক ফিল্ড : কার সাথে, কীভাবে এবং কখন আপনি বিশ্বস্ত লোকদের জন্য পরিস্রাবণ করছেন এবং তাদের সজ্জিত করছেন এবং তাদের প্রজননের জন্য জবাবদিহি করছেন?

চারটি ফিল্ডের উদাহরণ

চার ক্ষেত্রের লক্ষণের রেখাচিত্র

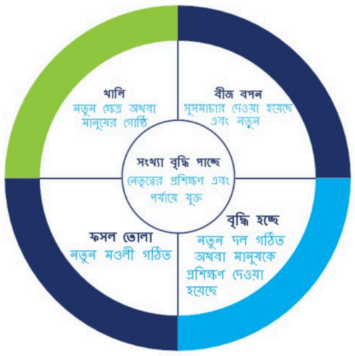

কার্যকলাপ সম্পদ

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

- আপনার চারপাশে একটি খালি ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন। আপনি কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত, তাদের কোন সুসমাচার প্রচারের কার্যকলাপ নেই?
- কোন একটি ক্ষেত্রকে অবহেলা করা হলে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি কীভাবে প্রভাবিত হয়? উদাহরণ দিন।
- কোন জুমে সরঞ্জামগুলি কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে?

প্রজন্মগত মানচিত্র করা

প্রজণ্মগত মানচিত্র (ওরফে জেনারেশন ম্যাপিং বা জেনারেশন ম্যাপিং) হল আরেকটি সহজ বিকল্প যা একটি আন্দোলনের নেতাদের তাদের চারপাশের বৃদ্ধি বুঝতে সাহায্য করে।

একটি কাগজের টুকরো বা একাধিক কাগজের টুকরোতে একটি প্রজন্মের গাছের মানচিত্র আঁকা যেতে পারে। এই মানচিত্রটি গুণনের কোথায় বিরতি আছে এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে তা দেখাতে সাহায্য করে। আন্দোলনের স্বাস্থ্য নেতাদের জন্য একটি শীর্ষ উদ্বেগের বিষয় এবং ফলপ্রসূতা স্বাস্থ্য পরিমাপের একটি শীর্ষ উপায়।

পরবর্তী স্লাইডে উদাহরণটি দেখুন।

প্রজন্মগত মানচিত্রের উদাহরণ

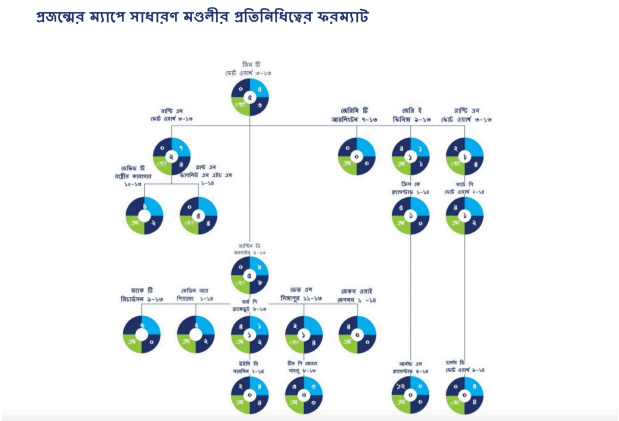

কার্যকলাপ সম্পদ

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রজন্মগত মানচিত্রের উদাহরণটি ব্যবহার করুন:

- কোন নেতারা গুণন দেখছেন?
- আপনি পরবর্তীতে কোন গোষ্ঠীগুলিকে গুণন করার আশা করবেন?
- কোন নেতারা অন্যান্য নেতাদের সাহায্য এবং শক্তিশালী করতে পারেন?
- আপনি কি কোনও প্রজন্মের মধ্যে দুর্বল জবাবদিহিতার ধরণ দেখতে পান?

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে শোনা ধারণাগুলি:

- অ-ক্রমিক বৃদ্ধি
- গুণের গতি গুরুত্বপূর্ণ
- সর্বদা দুটি গির্জার অংশ

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- কোচিং চেকলিস্ট
- চারটি ক্ষেত্র
- প্রজন্মগত মানচিত্র করা

পরবর্তী ধাপ

আনুগত্য করুন

গতি ধারণাটি বন্ধুর সাথে ভাগ করে নেওয়ার অভ্যাস করুন এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি এটি আপনার হৃদয় ও আত্মার গভীরে গেঁথে রাখেন। প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি কার সাথে এটি ভাগ করে নেবেন।

ভাগ করুন

আপনি যদি আপনার নিজস্ব সাধারণ গির্জা শুরু করে থাকেন, তাহলে "সর্বদা দুটি গির্জার অংশ" ধারণাটি এর লোকেদের সাথে ভাগ করে নিন। যদি না করেন, তাহলে আপনার পরিচিত অন্য বিশ্বাসীর সাথে ভাগ করে নিন।

সেশন ১০

চেক-ইন

(১ মিনিট)

সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীকে চেক-ইন করতে বলুন।

অথবা zume.training/checkin করুন এবং কোডটি ব্যবহার করুন: **5430**

প্রার্থনা করুন

(৫ মিনিট)

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং ধন্যবাদ জানান যে তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর সৎকর্ম সম্পন্ন করার জন্য বিশ্বস্ত।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মাধ্যমে তিনি যে মহান কাজগুলি করতে চান সেগুলির প্রতি তোমাদের দলকে স্পষ্ট মাথা এবং খোলা হৃদয় দেন।

পবিত্র আত্মাকে তোমাদের একসাথে সময় কাটাতে বলুন এবং তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তোমাদের সফল করে তুলেছেন!

পিছনে ফিরে তাকান

(৫ মিনিট)

শুরু করার আগে, পিছনে ফিরে তাকানোর জন্য কিছু সময় নিন।

গত অধিবেশনের শেষে, আপনার দলের প্রত্যেককে আপনি যা শিখেছেন তা অনুশীলন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আপনার দল কেমন করেছে তা দেখার জন্য কিছু সময় নিন।

উৎসাহিত হোন..।

আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু এখন আপনার কাছে সহজ গির্জা শুরু করার এবং শিষ্য তৈরি করার বিষয়ে আরও বেশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ রয়েছে যা সারা বিশ্বের অনেক পালক এবং মিশনারির চেয়ে বেশি!

তবুও জুমে প্রশিক্ষণ কেবল শুরু! এই সেশনে, আমরা প্রশিক্ষণের পরে কী ঘটবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করব এবং আপনার যাত্রায় পরবর্তী সময়ে যা শিখেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দেব।

পরিদর্শন

(১ মিনিট)

এই সেশনে , আমরা এই ধারণাটি শুনব এবং আলোচনা করব:

- নেটওয়ার্কে নেতৃত্ব

এবং আমরা আমাদের টুলকিটে এই সরঞ্জামগুলি যুক্ত করব:

- সহকর্মী পরামর্শদাতা দল
- তিন মাসের পরিকল্পনা

পড়ুন

(৫ মিনিট)

নেটওয়ার্কে নেতৃত্ব

এই অধ্যায়ে, আমরা শিখব কিভাবে LEADERSHIP IN NETWORKS একদল বৃদ্ধি পেতে থাকা ছোট গির্জাকে একসাথে কাজ করতে সাহায্য করে, নতুন নেতার জন্ম দেয় আর প্রভু নিজের মানুষের জন্য যেসব ভালো জিনিসের পরিকল্পনা করেছেন তার রূপদান করে.

তাহলে কি হবে এইসব গির্জার যারা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন গির্জার জন্ম দিল, সেগুলো আবার নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, যারা আবার নতুন গির্জা স্থাপন করলো? এদের মধ্যে যোগাযোগটা কিভাবে থাকবে? বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক পরিবার হয়ে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করবে?

এর উত্তর হচ্ছে এই সমস্ত সাধারণ গির্জাগুলো মানুষের শরীরে বৃদ্ধি পাওয়া কোষের মত আর এরা একসাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে শহরের বা আঞ্চলিক গির্জার মধ্যে দিয়ে.

গির্জা একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত. এদের সবার মধ্যে একই আধ্যাত্মিক DNA রয়েছে. এদের সবার সাথে সেইপ্রথম বৃদ্ধি পাওয়া পরিবারের সম্পর্ক আছে. আর এখন-কিছু উপদেশের মাধ্যমে- তারা বহুসংখ্যায় একজোট হয়েছে আরো ভালো কাজের জন্য. শহর আর আঞ্চলিক পর্যায়ে, পরমেশ্বরের বাণী দেখায় যে বৃদ্ধি পাওয়া বিশ্বাসী মানুষদেরকে একদল নতুন নেতা সাহায্য করেন.

নতুন নিয়মে, গির্জা এইসব দাসেদের বলে জমায়েত হওয়া মানুষদের Elders আর Deacons, Shepherds আর Overseers. আমরা পরমেশ্বরের বাণীতে জেনেছি Jerusalem শহরের বিপুল সংখ্যক ঘরোয়া গির্জাগুলিকে, সাতজন দাস বা deacons সেবা করেছিলেন.

পরমেশ্বরের বাণীতে আমরা জেনেছি Ephesus শহরের বিপুল সংখ্যক ঘরোয়া গির্জাকে সেবা করেছিলেন ছোট্ট একদল Elders – মেষপালকেরা যারা উপকারী মেষপালক যিশুখ্রিষ্টের পথ অনুসরণ করে নিজের মানুষদের জন্য নিজেদের জীবন দান করেছিলেন.

কোনো শহরে বা অঞ্চলে, আমরা পাঁচটা নেতৃত্ব দেওয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে দেখতে পাই. পরমেশ্বরের বাণী বলে –যিশুখ্রিষ্ট নিজে শিষ্য, অগ্রদূত, সু-সমাচার প্রচারক, ধর্মযাজক আর শিক্ষকদের পাঠিয়েছেন, যাতে সেবার কাজে তাদের যোগ্য উপাদান থাকে আর খ্রিষ্টের আকার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে.

এই আধ্যাত্মিক উপহার স্বল্প কিছু দলের মানুষকেই গির্জার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দেওয়া হয়নি, বরঞ্চ তারা যাতে সেবা আর যিশুখ্রিষ্টের অনুগামী তৈরী করতে পারে তারজন্য- যাতে সমস্ত পর্যায়ের বিশ্বাসীরা একজোট হয়ে প্রভুর মনে যে যে ভালো কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে তা করে উঠতে পারে.

এরসাথে বা নিজেদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সময়, এই নেতারা একজোট হয়ে প্রার্থনা আর সহকর্মীর মত একে অন্যকে উত্সাহ করে ঠিক যেভাবে একটা সাধারণ ঘরোয়া গির্জাতেও করা হয়ে থাকে.

3/3rds pattern ব্যবহৃত হয় নেতাদের প্রশিক্ষণ এবং শীর্ষস্থানীয় পরামর্শদাতাদের সম্মেলনে.

Four Fields pattern ব্যবহৃত হয় পরিকল্পনা, মূল্যায়ন আর উচ্চ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য যা স্থানীয় পর্যায়েরই সমান.

নেতারা যখন একত্রিত হন তখন শুধু ব্যক্তিগত ভাবে কি ঘটেছে সেটাই নয় বরঞ্চ সমস্ত নেটওয়ার্কের কথা আলোচনা করে. এরা পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেন আর যাদের সেবা করেছেন তাদের ভালো খবরগুলি দেন. কোনো networkবা আধ্যাত্মিক পরিবারের কেন্দ্র হওয়া উঁচিত সেই জায়গাটা যেখান থেকে এই networkর উত্পত্তি.Tampaতে উত্পত্তি গির্জার network Tampaতে শহরের গির্জা হিসেবেই শুরু করবে.বৃদ্ধি পেয়ে যখন সমস্ত রাজ্যে সেবা দান করবে, তখন সেটা Florida networkর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে.তারা যখন কাউকে পাঠিয়ে সারা দেশে এমনকি সারা বিশ্বের সেবা করবে, তখন তারা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক স্টোরে কাজ করা শুরু করবে.

যিশুখ্রিষ্ট বলেছেন- ছোট্ট ছোট্ট বস্তুর প্রতি আপনি বিশ্বস্ত থাকিলে, বড় জিনিসের প্রতিও থাকিবেন.

গির্জার এই network একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকে তাদের সমান আধ্যাত্মিক DNA এবং শুরুর অংশ এক হওয়ার জন্য.কিছুক্ষেত্রে এই networkগুলি বিভক্ত হয়ে নানান networkর জন্ম দেয় ভাষা, দেখা হওয়ার সুযোগ সুবিধে এবং অন্যান্য কারণে.

এটা বৃদ্ধির একটা দিক কোনো সমস্যা নয়. সাধারণ গির্জা এবং ব্যক্তিবিশেষের শেখা, মান্য করা এবং পরমেশ্বরের বাণী প্রচার করাটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক DNAর কাজ. এটা যদি সফলভাবে চলতে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, এক গির্জা থেকে অন্য গির্জায়, এবং বিশ্বাসী থেকে অন্য বিশ্বাসীদের মধ্যে তাহলে শুধু দরকার বহু অনুগামীদের এক নতুন কর্মচাঞ্চল্যের সূচনা হওয়া যা প্রতিটি আধ্যাত্মিক পরিবার আর যিশুর প্রতিটি অনুগামীর মধ্যে বর্তমান রয়েছে.

যখন কর্মের থেকে নতুন কর্মের সূচনা হয়, তখন...আমরা দেখি "ছত্রাক ময়দার সঙ্গে মিশে শহর অথবা রাজ্য অথবা এমনকি দেশের মধ্যেও কাজ শুরু করে দিয়েছে. ঠিক এভাবেই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য এমন উপায়ে আসবে যাতে পরমেশ্বরের স্বগের মত ভালো পৃথিবী গড়ে তোলার ইচ্ছে সম্পূর্ণ হবে. ঠিক এভাবেই আমরা সমস্ত দেশে অনুগামী বানিয়ে এই Great Commission শেষ করতে পারি.

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

যখন সরল গির্জাগুলির নেটওয়ার্কগুলি গভীর, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে তখন কি কোনও সুবিধা আছে? কিছু উদাহরণ কী মনে আসে?

পড়ুন

(৫ মিনিট)

সহকর্মী পরামর্শদাতা দল

যীশু বলেছেন – "আমি তোমাদের নতুন আজ্ঞা দিতেছি: একে অপরকে ভালোবাসো. যেমন আমি তোমাদের বসিয়াছি, তাই তোমরাও একে অপরকে ভালোবাসো. এর দ্বারা সকলে জানিবে যে তোমরা আমার শিষ্য, যদি একে অপরকে ভালোবাসো."

সহকর্মী পরামর্শ দল হলো যেখানে তারাই সদস্য যারা নেত্রিত্ব দিচ্ছে আর ৩/৩ দল শুরু করছে. সেইসঙ্গে এটি ৩/৩ নিয়ম মেনে চলে এবং আপনার অঞ্চলে ইশ্বরের কার্যের ধার্মিক স্বাস্থ বিচারের শক্তিশালী পন্থা.

সহকর্মী পরামর্শ দল নেতাকে - নেতার পরামর্শ দান এই পদ্ধতি কাজে লাগায় যিশুর প্রত্যেক অনুগামী, সাধারন কলসিয়, সহায়ক গোষ্ঠী বা আন্তর্জাতিক গির্জা সংঘগুলির ক্ষেত্রে.

সহকর্মী পরামর্শ দল ধর্মপুস্তক থেকে যীশুর সহায়ক গোষ্ঠি অনুসরণ করে, একে অপরকে প্রশ্ন করে ও মতামত দেয় – সেই একি ৩/৩ দলের সময়ের পরিকাঠামো ব্যবহার করে. এই দলের উদ্দেশ্য বিচার করা নয় – একজনকে বড় করে অন্যকে ছোট করা নয়.

যীশু বলেছেন – "বিচার করিও না, নইলে তোমারও বিচার হইবে. যেভাবে অপরের বিচার করো, তোমারও বিচার হইবে, আর যে মাপকাঠিতে মাপবে, তোমাকেও সেই মাপকাঠিতে মাপা হইবে."

বরন্চ, সহকর্মী পরামর্শ দল এর উদ্দেশ্য হলো সহজ উপায়ে যীশুর অনুগামীদের উন্নত হতে সাহায্য করা প্রার্থনা, অজ্ঞাবহতা, প্রয়োগ এবং জবাবদিহির মাধ্যমে. অন্য কথায় – "একে অপরকে ভালবাসতে শেখায়."

দেখুন কিভাবে এটা কাজ করে:

অতীত দেখ

প্রথম তৃতীয়াংশের সময় – প্রার্থনা আর দেখাশুনা করে সময় কাটান ঠিক যেমন প্রাথমিক ৩/৩ দলে করেছিলেন. তারপর দলের দূরদর্শিতা কি ছিল দেখুন –কিভাবে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যীশুতে সমাহিত হচ্ছি যখন এই শাস্ত্রবচন পরি, পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁকে বিশ্বাস করি ও অনুসরণ করি আর এক গুরুত্বপূর্ন সম্পর্ক তৈরী করছি?

শেষে এই প্রথম তৃতীয়াংশে, দলের মতামত জানুন আর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কার্য পরিকল্পনা ও পূর্ববর্তী অধিবেশনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানান.

অবলোকন

দলের সময়ের দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ – এ অবলোকন করুন পরমেশ্বরের বুদ্ধিমত্তা ও পথনির্দেশ, ধর্মপুস্তক, আলাপ আলোচনা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে. সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় প্রার্থনা করুন, ইশ্বর কে বলুন তিনি তাঁর বাণীর দ্বারা যেন আপনাকে তাঁর আদেশ ও পন্থা শেখায়. পবিত্র আত্মাকে আপনার সময় এর নেত্রিত্ব দিতে বলুন.

দলের সদস্যদের ভাগ করে নিতে হবে তাড়া কি শিখেছে সদাপ্রভুর কাছ থেকে তাদের নেতৃত্বের ক্ষেত্র – হয় পরমেশ্বরের বাণী, প্রার্থনার মাধ্যমে বা অন্য অনুগামীদের মারফত.

দলে কি এই সহজ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

- চার ক্ষেত্রের রেখাচিত্রের প্রতিটি ভাগে কিরকম কাজ হচ্ছে?
- কোনটা বেশি কাজ করছে ?আপনার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কি?
- বর্তমান উত্পাদনশীল মানচিত্র পর্যালোচনা করুন.
- কোথায় বাধা পেয়েছেন বা কোনটা বুঝতে অসুবিধে হয়েছে?
- ইশ্বর সম্প্রতি আপনাকে কি দেখাচ্ছেন?
- অভিজ্ঞ নেতা বা অন্য অংশগ্রহণকারী কোনো প্রশ্ন আর মতামত জানিয়েছে কি?

ভিবিষ্যত দেখ

দলের সময়ের শেষ তৃতীয়াংশ ব্যয় করুন এই ভেবে যে যা শিখলাম তা কিভাবে প্রয়োগ করবো ও মেনে চলব. দলের প্রত্যেকের সঙ্গে নিশব্দে প্রার্থনা করুন,পবিত্র আত্মাকে পথ দেখাতে বলুন যে কিভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যায়:

- পরমেশ্বর কোন কার্য পরিকল্পনা বা লক্ষ্য আমার মধ্যে দেবেন অভ্যেস করার জন্যে এর পরেরবার আমরা একত্রিত হবার আগে ?(চার ক্ষেত্র উপকরণ ব্যবহার করুন কাজে মনোনিবেশ করার জন্যে)
- কিভাবে আমার শিক্ষক বা দলের অন্য সদস্যরা এই কাজে সাহায্য করবে ?

সবশেষে দলগত ভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে ইশ্বরের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটান. দলের সবাই প্রার্থনা করুন যাতে প্রত্যেক সদস্য ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন তিনি সেইসব মানুষের হৃদয় তৈরী করে দেন যাদের কাছে তারা যাবে যখন নিজেরা আলাদা থাকবে.

প্রার্থনা করুন যেন ইশ্বর দলের প্রত্যেক সদস্যকে এই অধিবেশনে তিনি যা শিখিয়েছেন তা প্রয়োগ ও মান্য করার সাহস ও শক্তি দেন.যদি একজন অভিজ্ঞ নেতাকে বিশেষভাবে একজন নব্য নেতার জন্যে প্রার্থনা করতে হয়, এটাই হলো সেই প্রার্থনার যথযথ সময়.

যেহেতু এই দলগুলোর সক্ষাত দুরে দুরে হয় ,তাই সদাপ্রভুর ভোজন বা আহার ভাগ করে উত্সব পালনের সুযোগ পাবেন না, তবে অবশ্যই একে অপরের স্বাস্থ ও পরিবারের খোজ খবর নেবেন.

যীশু আমাদের বারবার দেখিয়েছেন যে যদিও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ন কাজ সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু যাদের তিনি ভালবাসতেন তাদের সময় দেবার ব্যাপারে সর্বদা ভারসাম্য বজায় রেখেছেন. সহকর্মী পরামর্শ দল ক্ষমতাবান নেতা তৈরির, Zume Toolbox এর একটি সহজ কিন্তু কার্যকর উপকরণ.

কার্যকলাপ

(৪৫ মিনিট)

সহকর্মী পরামর্শদাতা গোষ্ঠী অনুশীলন

- দুই বা তিনজনের দলে বিভক্ত হন। ৩ /৩ ফর্ম্যাট করা সহকর্মী পরামর্শদাতা দলের রূপরেখা ব্যবহার করুন।
- দলের একজনকে "প্রশিক্ষণার্থী " হিসেবে বেছে নিন এবং অন্যান্য সদস্যদের সহকর্মী পরামর্শদাতা হিসেবে প্রস্তাবিত প্রশ্ন তালিকার মাধ্যমে কাজ করতে বলুন।

একটি সহপ্রশক্ষদের দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সহজ পদ্ধতি:

পিছনে দেখুন (আপনার ১/৩ অংশ সময়)

প্রথম একতৃতীয়াংশে – প্রার্থনা এবং যত্নের জন্য সময় ব্যয় করুন যেমন আপনি করতেন মৌলিক ৩/৩ দলে। তারপর পূর্বের প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি বিশ্বস্ততা এবং দলের দর্শনের দিকে দৃষ্টি দেবেন। আপনি কত ভালোভাবে খ্রীষ্টেতে আছেন? (শাস্ত্র, প্রার্থনা, আস্থা, বাধ্যতা, মূখ্য সম্পর্কগুলি?) গত অধিবেশনে নেওয়া কাজের পরিকল্পনা কি আপনার দল শেষ করেছে? সেগুলি পর্যালোচনা করুন।

উপরে দেখুন (আপনার ১/৩ অংশ সময়)

দলকে নিম্নলিখিত সাধারণ প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বলুনঃ

- চার ক্ষেত্রের ছবির প্রত্যেক অংশে আপনারা কেমন করছেন?
- কি ভালো চলছে? আপনার সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ কি?
- আপনার বর্তমানের পর্যায়ের ম্যাপ পর্যালোচনা করুন?
- আপনাকে কি চ্যালেঞ্জ করেছে অথবা আপনার কি বুঝতে কঠিন মনে হয়েছে?
- সম্প্রতি ঈশ্বর আপনাকে কি দেখাচ্ছেন?
- পুরাতন নেতা অথবা অন্যদের কি কোন প্রশ্ন আছে?

সামনে দেখুন (আপনার ১/৩ অংশ সময়)

দলের সকলের সঙ্গে নিরব প্রার্থনায় সময় কাটান এবং পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনাদের দেখিয়ে দেন কেমন করে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেনঃ

- পরের বার মিলিত হওয়ার আগে ঈশ্বর আমাকে কোন পরিকল্পনা অথবা লক্ষ অনুশীলন করতে বলছেন? (আপনার কাজে মনসংযোগ করতে সাহায্য করার জন্য চারটি ক্ষেত্রের পদ্ধতি ব্যবহার করুন)
- আমার পরামর্শদাতা অথবা অন্য কেউ আমাকে এই কাজে কেমন করে সাহায্য করবে?

পরিশেষে দলবদ্ধভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রার্থনার মাধ্যমে কথা বলে সময় কাটান। ঈশ্বর যেন সেই সকল ব্যক্তির হৃদয় প্রস্তুত করেন যাদের কাছে দলের সকলে যাবে সেই জন্য দলের প্রত্যেক সদস্যদের দিয়ে প্রার্থনা করান। এই অধিবেশনে ঈশ্বর প্রত্যেক সদস্যকে যা শিখিয়েছেন তা যেন সাহসের সঙ্গে এবং সর্বশক্তি দিয়ে কার্যকর করতে পারে ও বাধ্য হতে পারে সেই কারণে প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রার্থনা করুন। যদি কোন পুরাতন নেতা বিশেষভাবে কোন নতুন নেতার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন, তাহলে এটিই সেই প্রার্থনা করার উপযুক্ত সময়। যেহেতু এই দলগুলি আনেক দিন বাদে মিলিত হয়, সম্ভবত তারা একসঙ্গে প্রভুর ভোজে অথবা খাবারে অংশগ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু সময় করে তাদের সাস্থ্য, পরিবার এবং বন্ধুদের সম্পর্কে নিশ্চিত করে খোঁজ নেবেন।

তিন মাসের পরিকল্পনা

তাঁর বাইবেলে, ঈশ্বর বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য আমার পরিকল্পনা জানি, তোমাদের ভালো করার পরিকল্পনা, তোমাদের ক্ষতি করার নয়, তোমাদের আশা এবং ভবিষ্যৎ দেওয়ার পরিকল্পনা।"

ঈশ্বর পরিকল্পনা করেন, এবং তিনি আশা করেন যে আমরাও পরিকল্পনা করব।

তিন মাসের পরিকল্পনা হল এমন একটি সরঞ্জাম যা আপনার মনোযোগ এবং প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে এবং শিষ্য তৈরির জন্য ঈশ্বরের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে সাহায্য করতে পারে।

পরবর্তী স্লাইডে আপনাকে দেখানো হবে কিভাবে আপনার তিন মাসের পরিকল্পনা তৈরি করবেন। আমরা অনলাইন টুল ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি।

কার্যকলাপ

(৩০ মিনিট)

আপনার তিন মাসের পরিকল্পনা তৈরি করুন

- পড়ুন - আপনাকে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে না, বরং সেগুলি আপনার পরিকল্পনার জন্য প্রম্পট হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। (৫ মিনিট)
- শুনুন - যতটা সম্ভব শান্ত থাকার জন্য সময় নিন এবং ঈশ্বর কী প্রকাশ করতে চান তা শুনুন। (১০ মিনিট)

- আপনার পরিকল্পনা রেকর্ড করুন – কাগজের টুকরোতে প্রতিশ্রুতি লিখুন অথবা আপনার উত্তরগুলি সংরক্ষণ করার জন্য অনলাইন টুল ব্যবহার করুন। (১৫ মিনিট)

আমি আমার গল্প [সাক্ষ্য] এবং ঈশ্বরের গল্প [সুসমাচার] নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে ভাগ করে নেব:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আমার সাথে একটি জবাবদিহিতা দল শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব জবাবদিহিতা দলের শুরু করার এবং এটি কীভাবে করতে হয় তা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাব:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আমার সাথে একটি ৩ /৩ দল শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব ৩/৩টি দল শুরু করার এবং এটি কীভাবে করতে হয় তা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাব:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আমার সাথে প্রার্থনা হাঁটার জন্য আমন্ত্রণ জানাব:

আমার সঙ্গে প্রার্থনা করতে হাঁটতে আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাব:

আমি প্রতি [দিন / সপ্তাহ / মাস] একবার প্রার্থনা হাঁটা করব।

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের তাদের গল্প এবং ঈশ্বরের গল্প ভাগ করে নেওয়ার জন্য সজ্জিত করব এবং তাদের সম্পর্কযুক্ত নেটওয়ার্কের ১০০ জন ব্যক্তির একটি তালিকা তৈরি করব:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পর্যায়ক্রমে প্রার্থনা চক্র সরঞ্জামটি ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জনাব:

আমি প্রতি [দিন / সপ্তাহ / মাস] একবার প্রার্থনা চক্র সরঞ্জামটি ব্যবহার করব।

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের একটি নেতৃত্ব কোষের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানাব যার নেতৃত্ব দেব:

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের এই জুমে প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহিত করব:

অন্যান্য প্রতিশ্রুতি:

আলোচনা করুন

(১০ মিনিট)

আপনার তিন মাসের পরিকল্পনা একে অপরের সাথে ভাগ করে নিন।

এমন একজন প্রশিক্ষণ অংশীদার (সঙ্গী) খুঁজুন যিনি প্রতি সপ্তাহে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক। তাদের জন্যও একই কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন।

পর্যালোচনা

(১ মিনিট)

এই সেশনে ধারণাটি শোনা গেছে:

- নেটওয়ার্কে নেতৃত্ব

এই সেশনে শোনা সরঞ্জামগুলি:

- সহকর্মী পরামর্শদাতা দল
- তিন মাসের পরিকল্পনা

পরবর্তী ধাপ

সম্প্রদায়ে যোগদান করুন

জুমের প্রশিক্ষণ অংশ শেষ হচ্ছে, তবে সরঞ্জাম এবং ধারণাগুলির অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। একা এটি করবেন না। উৎসাহ এবং বৃদ্ধির জন্য একটি সম্প্রদায় খুঁজুন।

QR কোড ব্যবহার করে Zume সম্প্রদায়ে যোগদান করুন।

জুমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন!